রবীন্দ্রবীক্ষা

সংকলন ৪৩ • ৭ই পৌষ

র বী ন্দ্র বী ক্ষা

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্পের ষাণ্মাসিক সংকলন

সংখ্যা ৪৩

রবীন্দ্রভবন

শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রবীক্ষা

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদের ছবি

টুপি মাথায় দেওয়া পাশ-ফেরা পুরুষের মুখাবয়ব। মূলত সাদাকালোর রেখাঙ্কন, তবে টুপির বর্ডার-এ বেগুনি রঙের ব্যবহার চোখে পড়ে। রবীন্দ্র-চিত্রমালার অধিকাংশ প্রতিকৃতির মতোই এ-ছবির কাঠামোগত বিন্যাসও বেশ সরল। সাদা কাগজের চিত্রপটে প্রায় সবটুকু জুড়ে আছে মুখের প্রোফাইল। জল-নিরোধক কালি, তুলি ও কলমের জোড়ালো আঁচড়ে ছবিটি আঁকা, কোথাও-বা আধশুকনো তুলির ঘর্ষণে নির্মিত হয়েছে এক স্বতন্ত্র বুনোট বা টেক্সচার, যা রঙের উপস্থিতি ছাড়াই মুখমণ্ডলে এক বিশেষ ধরনের টোন্ তৈরি করেছে। ছবির নীচে বাঁদিকের কোনায় স্বাক্ষর : শ্রীরবীন্দ্র, তারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ মস্কৌ।

১৯৩০-এর ২ মে প্যারিসের গ্যালারি পিগাল্-এ রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রদর্শনীর পর রবীন্দ্রচিত্রকলা প্রদর্শিত হয়েছে বার্মিংহাম, লন্ডন, বার্লিন, ড্রেসডেন, ম্যুনিখ, ডেনমার্ক ও জেনিভায়। এ-পর্বে জেনিভায় প্রায় মাসখানেক কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ মস্কোতে এসে পৌঁছলেন সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে। এখানে তাঁর ভ্রমণসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন নাতি সৌমেন্দ্রনাথ, দুই সচিব আরিয়াম ও কবি অমিয় চক্রবর্তী, চিকিৎসক হ্যারি টিম্বার্স এবং প্রথিতযশা বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কন্যা মার্গারিটা আইনস্টাইন।

১২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েত লেখকদের যুক্ত সংঘের ক্লাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয় মস্কোর বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, সংগীত ও নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে। পরের দিন তাঁর আঁকা ছবি আর স্কেচ একত্র করে রবীন্দ্র-চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজনের ব্যাপারে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়। আর চিত্রকরের নতুন ভূমিকায় মগ্ন রবীন্দ্রনাথ, পশ্চিমের দর্শক ও সমালোচকের উষ্ণ অভিনন্দনে আবিষ্ট হয়ে অজস্র ছবি এঁকে চলেছেন বক্তৃতা আলাপ-আলোচনা ও নির্ধারিত সূচির ফাঁকে ফাঁকে। মস্কোতে পৌঁছেও ছবি আঁকায় এই স্রোত থেমে যায় নি। এক পক্ষকাল মস্কো বাসকালের ব্যস্ত সময়ে অনেকগুলি ছবি এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ-পর্বের প্রায় বারোটি ছবি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। মস্কোর পশ্চিমি-শিল্পকলার মিউজিয়মে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্‌বোধন হয় ১৭ সেপ্টেম্বর বিকেল তিনটেয়। প্রদর্শনীর প্রাককালে রচিত এমনই একটি ছবি এবারের প্রচ্ছদে মুদ্রিত হল।

ছবিটির আকার : ২৩ X ৩১ সেন্টিমিটার এবং রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা : ০০.২৮৯৩.১৬

সু. অ.

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ-বিষয়ে ভবনে যে-কাজ চলছে তার ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রভবন তথা রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্পের প্রযত্নে ষাণ্মাসিক সংকলন-রূপে রবীন্দ্রবীক্ষা প্রকাশিত হল। পত্রিকার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে :

- রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র এবং অন্যান্য বিশিষ্ট চিঠিপত্র ও রচনা।
- শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচারিত সূচি, বিবরণ ও পাঠ।
- রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের অন্যান্য বস্তুর তালিকা ও বিবরণ। যেমন :
  - ক. রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রাবলি।
  - খ. রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলি।
- দেশে বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র।
- নানা উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাপাঠ তথা অলিখিত ভাষণ-প্রতিভাষণ— এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্মৃতিলিখন।
- রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ঋতু-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ।
- রবীন্দ্র-পরিবার বান্ধবগোষ্ঠী ও যুগ এ-সবের পরিচায়ক যা-কিছু নিদর্শন তার যথাযথ বিচার বিবরণ ও তালিকা।
- রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থতালিকা ও রচনার সূচি।
- রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রভবন-বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ।
- রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রানুরাগী সুধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

শান্তিনিকেতন
৭ পৌষ ১৪১২

সুজিতকুমার বসু
উপাচার্য
বিশ্বভারতী

অগ্রন্থিত রবীন্দ্র-কবিতা

WOMAN

Poem composed for The Mentor by Dr. Tagore

The Fight is ended,
Cries of losses bewilder the air,
The gains, soiled and shattered, are a burden too heavy to carry home.
Come, Woman, bring thy breath of life!
Close all cracks with kisses of tender green,
Nurse the trampled dust into fruitfulness

The morning wears on,
The stranger sits homeless by the roadside playing on his reed.
Come Woman, bring thy magic of love!
Make infinite the corner between walls;
There to build a world for him,
Thine eyes its stars,
Thy voice its music

The gate door creaks in the wind,
The time is for leave-taking,
At the day's end
Come Woman, bring thy tears!
Let the tremulous touch of thy hand call out its last lyric,
From the moment of parting:
Let the shadow of thy sad gaze haunt the road across the hills

Rabindranath Tagore

WOMAN

The fight is ended;
Cries of losses bewilder the air;
The gains, soiled and shattered, are a burden too heavy to carry home.
Come, Woman, bring thy breath of life!
Close all cracks with kisses of tender green,
Nurse the trampled dust into fruitfulness.

The morning wears on,
The stranger sits homeless by the roadside playing on his reed,
Come, Woman, bring thy magic of love!
Make infinite the corner between walls;
There to build a world for him;
Thine eyes its stars;
Thy voice its music.

The gate door creaks in the winds.
The time is for leave-taking,
At the day's end.
Come, Woman, bring thy tears!
Let the tremulous touch of thy hand call out its last lyric,
From the moment of parting;
Let the shadow of thy sad gaze haunt the road across the hills.

The Mentor of May 1921 was a special issue on India. There was published in this issue a poem, "Woman" which we reprint in this number of *Rabindra-Viksha.* Along with this poem, there is also an essay, "Woman" by the Poet. According to the editorial, "...Dr. Tagore not only writes an article for us, and gives us a poem, but finds The Mentor so interesting that he sends it, with all the back numbers from the beginning, to his model school at Bolpur, India..."
We have not found the poem published in any anthology or book of Tagore's poems, yet.

A. H.

রবীন্দ্রনাথকে লেখা মোহিতচন্দ্র সেনের পত্রাবলী

১
[৩১.০৩.১৯০৩]

৪ হেরম্বচন্দ্র দাসের লেন
মঙ্গলবার

প্রিয় বন্ধু

আপনার চিঠি কয়খানি এতদিন পরীক্ষার কাগজপত্রের মধ্যে পড়িয়াছিল– একটিরও প্রাপ্তিসংবাদ পাঠাইতে পারি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আপনার আশঙ্কাকে ব্যর্থ করি নাই– এমন মনে করিবেন না– আমি তাহাদের উপর শূন্য মার্কা' বসাইয়া দিই নাই– তাহাদের বাস্তবিকতা যথেষ্ট ছিল—তাহাদের একটি হাস্যময় দীপ্তি ছিল যেটি বড় স্বাগত হইয়াছিল—আমি ভিড়ের ভিতর কোলাহলের ভিতর থাকি বলে আপনি আপনার সংবাদ পাঠাইতে কুন্ঠিত হইবেন না– আপনি সত্যসত্যই এমন একটি ঐন্দ্রজালিক মায়া জানেন যাহা দ্বারা অনেক জিনিষই আপনার চিঠির মোড়কের ভিতর থাকিয়া আমার কাছে আসিয়া পড়ে। আমিও আপনার বাক্যের মর্য্যাদা রাখিব— তাড়াতাড়ি জবাব দিতে চেষ্টা করিব না— সুতরাং আপনার কুন্ঠিত হইবার কোন কারণই ত দেখিতেছি না।

আপনার কবিতা কয়টি— আমার বড় ভাল লাগিল। একটি সুর, আপনার হৃদয়ের সুর, তাহাই আবার পরিপূর্ণরূপে ঝঙ্কৃত শুনিতে পাইলাম। আমার চিরকালই mystic poetry ভাল লাগে— অবশ্য lyric হওয়া চাই।তাই আপনার সোনারতরী যখন "অকারণে"ভাসিয়া গেল অবাক হইয়া দেখিয়াছিলাম– আর "যাত্রিনী" কেন যে সুন্দরতর যোগ্যতার উপহারের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন তাহাও অবাক্ হইয়া ভাবিয়াছি। গানের সুর যেখানে কথার অর্থের উপর আপনার অব্যক্ত কোমলতাকে বিস্তার করে সেইখানটাই– আমার শুনিতে বেশি ভাল লাগে– কে আপনার "ভোরের পাখী" অসংশয়ে 'অসময়'কে 'সময়' বলিয়া ঘোষণা করিয়া গান গাহিয়াছিল তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিব না– কিন্তু আপনি তাহার গানের উপর নিজের যে সুরটি স্থাপন করিয়াছেন তাহা এত ভাল লাগিল– প্রকাশ করিতে পারি না–"চিঠি"খানি কি আপনি শুক্লসন্ধ্যায় পাইয়াছিলেন? কবে আসিল? লেখক ও বাহক কে ? জানিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু আপনার চিত্তের গানটি ভাল করিয়া শুনি নাই-- যেখানে প্রেম বাসনা সৃষ্টি করে না, এবং নূতনের ভিতর উন্মাদকর উত্তেজনা নাই, খালি পুরাতনের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি আছে— সেই স্থানটার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনার কবিতাটি আর একবার পড়িতে হইবে।

আপনার চিঠি পাইয়া আমি শৈলেস (যদু) বাবুকে' ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহাকেও বিশেষরূপে অনুযোগ করিলাম। বাস্তবিক ভারি অন্যায়– দুখানা করিয়া প্রুফ আপনার কাছে প্রতি সপ্তাহে পাঠাইতে বলিয়াছি। আপনি হাজারিবাগে থাকিয়া প্রুফ দেখিবেন না– শৈলেসবাবুর এমন সংস্কার কেন হইয়াছিল জানি না। যাহা হউক আমি তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে।

"যাত্রিনী"কবিতাটি "সোনার তরী"তে দিতে বলিলাম। "চৈত্রের গান" ত প্রকৃতি গাথার অন্তর্ভূত। "ভোরের পাখী" ছাত্রপাঠের ভিতর দিতে ইচ্ছা করিতেছে— গ্রন্থাবলীর ভিতরও থাকুক — কিন্তু কোন শ্রেণীতে ? "রূপকে"র ভিতর কি ?– "চিঠি"খানা কি "জীবনদেবতা"য় স্থান পাইতে পারে না?

অনেক লিখিয়া ফেলিলাম– সমালোচনায় আমার বিদ্যার দৌড় দেখিয়া আপনি হয়ত বিস্মিত হইয়া পড়িলেন– আমি বাস্তবিক সমালোচক নই– বিশেষ আপনার আলোচনা করতে আমি কোনমতেই ইচ্ছুক ছিলাম না–"ভাল লাগে" ইহাই আমার শাস্ত্র–তারপর পাণ্ডিত্যের শিখরে চড়লেও তাড়াতাড়ি– এই ক্ষুদ্র "ভাল লাগে"র ভিতরেই নাবিয়া আসিতে ইচ্ছা করে।

আপনার শরীর সবল হইয়াছে ত? রেণুকা কেমন আছে ?—শমী[৩] এখন কি আপনার কাছে আছে– রথী[৪] কি ফিরিয়াছেন?

আমার মাঝে দুই তিনদিন শরীর অসুস্থ হইয়াছিল– কাল অন্নাহার করিয়াছি। অসুস্থ শরীরেই জগদীশবাবুর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। ভারি ভিড়–কলিকাতার যত বিশিষ্ট লোক বোধহয় আসিয়াছিলেন বেশ বলা হইয়াছিল– তবে আরও কতকগুলি experiment দেখাইলে দর্শকবৃন্দ পরিতৃপ্ত হইত।

আপনার
শ্রীমোহিত

২

[০৩.০৪.১৯০৩]

৪ হেরম্বচন্দ্র দাসের লেন

শুক্রবার

প্রিয় বন্ধু

বড় কাযের (যদ্) ভিতর পড়ে আছি। বিলাতের Murray কোম্পানি আমার বইখানা ছাপাইবেন সেই জন্য পরিশ্রম করিতে হইতেছে, তার উপর আবার কাগজ দেখা আছে। চারিদিকে স্তূপাকার বই তার মধ্যে আমি নানারূপ সূক্ষ্ম বিচারণা লইয়া ব্যস্ত আছি আর সময়ে সময়ে মনে হইতেছে–বিবেকের এত দৌরাত্ম কেন? যেখানে আনন্দের ভক্তির চরিতার্থতা পাই সেখানে ছুটে পালাতে ইচ্ছা করে। যখন আপনার সঙ্গে পরিচয় হয় নাই, যখন আপনার কবিতা আমার লুক্কায়িত সম্ভোগের বিষয় ছিল তখন আপনাকে এই আনন্দের অধিকারী বলিয়া জানিতম— এখন কিন্তু আপনাকে তখনকার চেয়ে বেশি বুঝিয়াছি মনে হয়— বুঝিয়াছি বলিয়াই যখন

আপনার ভগ্ন শরীর, পারিবারিক বিপত্তি ও শূন্যতা আর নানারূপ বিঘ্ন বাধার কথা ভাবি, তখন চোখে জল আসে আর বিধাতার দ্বারে শরণাপন্ন হই। আমি যে প্রার্থনা করি তা' শুধু আপনার জন্যে নয়– আমি জানি আপনি কিছুতেই দমিবেন না, কিন্তু আপনার অনুপস্থিতিতে আমাদের জাগাইয়া রাখিবে কে?

ভগবান করুন যেন রেণুকা[১] আরোগ্যের পথে দিন দিন অগ্রসর হয়। আপনি সেরে উঠেছেন ত? জ্বর হল কেন? পথে কোন কষ্ট হয় নাই ত?

আমার কন্যারত্নটি[২] দিন দিন দুষ্টামিতে বর্দ্ধিত হচ্ছেন। চিঠির কাগজখানা কোনরূপে তার হাতে থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। আপাততঃ কাক চড়াইয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা দেখিতে পাই– তাদের আ' আ' বলে ডাকা হয়– কিন্তু আমার উপর অত্যাচারের সীমা নেই।

হরসুন্দর প্রেসে গ্রন্থাবলীর আর এক ফর্ম্মা কাল দেখিয়া দিয়াছি। হাজারীবাগটা[৩] প্রলোভনের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

এখন বিদায় হই। আজ বোধ হয় জগদীশবাবুর[৪] Dalhousie Instituteএ বক্তৃতা হবে।

আপনার
শ্রীমোহিত

৩
১০.০৭.[১৯০৩]

৪ হেরম্বচন্দ্র দাসের লেন
১০ই জুলাই, শুক্রবার

বন্ধু,

কুঞ্জবাবুকে[১] বিদায় পত্র দিয়াছেন শুনিয়া দুঃখিত এবং আশ্বস্ত দুই হলাম। আমাদের এ সাধনায় "গড়িতে ভাঙ্গিয়া গেল বার বার।" সেইজন্য দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখও সেই মহান্ দুঃখের ভেতর ডুবে যায় যখন মনে করি আপনি কত একলা, আপনার ভাবের সঙ্গে সহানুভূতি কত কম পাচ্ছেন। কায (যদৃ) শেষ করে যখন কেউ সফলতা লাভ করে তখন কত লোক ছুটে এসে সহানুভূতি জানায়। কিন্তু ভাব যখন এই মাটির জগতে মাটির রূপ ধরে নি, যখন সে খালি নিরাকারা বিশ্বজননীর সঙ্গে চিন্ময় লোকেই থাকে তখন তাহাকে কত নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করতে হয়।–কিন্তু এসব লইয়া দুঃখ করিব না– যিনি প্রসূতিকে জানি না কেন প্রসব বেদনায় অধীর করেন তিনিই আবার তাঁর ক্রোড়ে সুন্দর শিশুকে এনে দিয়ে সকল দুঃখ দূর করেন?

যা' হোক কুঞ্জবাবু শ্রাবণের আরম্ভেই চলে যাবেন এটা সুখবর। ভেঙ্গে যখন গেল তখন জীর্ণ রাবিস যত শীঘ্র স্থানান্তরিত হয় ততই ভাল। আমি কাল বিপিনবাবুর[২] চিঠি পাইয়াছি। তিনি গতকল্য রওনা হয়েছেন। বোধহয় কাল কিংবা পর্শু বোলপুরে পৌঁছবেন। আমার ত তাঁকে বাস্তবিকই নির্ভরযোগ্য মনে হয়। তাঁর চিঠিখানা আপনাকে পাঠিয়ে দিলাম।

নগেনবাবুর[৩] কোন খবর না পেয়ে বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছি। তাঁর ত গতকল্যই ছুটি পাবার কথা ছিল।– রমণীবাবুর[৪] কাছে শুনলাম তিনি বোলপুরে কার্য্যভার নেবার পূর্ব্বে একবার বাড়ী যাবেন। এমন করলে ত বড্ড দেরি হবে দেখছি।– আমি ঠিক খবর পাবার জন্যে আবার চিঠি লিখলাম।

জগদানন্দের[৫] পরিচিত লোকটীকে নিযুক্ত করা হয়েছে বলে আপাততঃ workshop এর জন্যে লোক নিযুক্ত করা গেল না– নইলে এই কার্যের জন্যে যে তিনজন আবেদনকারী পাওয়া গিয়াছিল তাঁদের মধ্যে একজনকে বেশ উপযুক্ত মনে হয়েছিল। রমণীবাবু বললেন এখন workshop র তেমন বন্দোবস্ত নাই– যে ঘরটা করা হয়েছে সেটা ছেলেদের খাওয়ার ঘর থাকা উচিত।

ত্রৈবার্ষিক উত্তীর্ণদের ১৫খানা আবেদন পেয়েছি। তাদের মধ্যে আমরা শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুমকেই[৬] মনোনীত করেছি। আমি সমস্ত আবেদনগুলির সার ও গোপালবাবুর আবেদনখানি পাঠালাম। আমি আজ তাঁকে চিঠি লিখে দিলাম– যেন তিনি অবিলম্বেই কাযে যোগ দেন।

জগদীশবাবুর শরীর একয়দিন বড় খারাপ ছিল। Dysentery থেকে ভুগছিলেন। কমিটির মিটিং হতে পারিনি (যদৃ)। আজ সকালে রমণীবাবু ও জগদীশবাবু দুজনের কাছে গিয়েছিলাম– যত শীঘ্র পারি নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করে ফেলব। কুঞ্জবাবুকে নিয়ম পাঠাবার জন্য লেখা হয়েছে।

আজ রমণীবাবু সন্ধ্যার সময় কথা কয়ে জানবেন– যদুবাবু শ্রাবণের পূর্ব্বেই একবার বোলপুরে গিয়ে কুঞ্জবাবুর কাছ থেকে সমস্ত হিসাব বুঝাইয়া লইতে পারিবেন কিনা– যদুবাবু নইলে এ কাজ কেউ ভাল করে করতে পারবেন না। শিবধন পণ্ডিত[৭] শনিবার অর্থাৎ কাল বোলপুরে যাবেন কিন্তু তিনি এ কায পারবেন না। মাসিক তহবিলে যাতে পর মাসের খোরাকীর টাকা সঞ্চিত থাকে সে বিষয়ে কিরকম বন্দোবস্ত করা যায়? আপনাদের বাড়ী হতে দু' শ' টাকা advance স্বরূপ পাওয়া গেলে মন্দ হয় না– রমণীবাবু এ বিষয়েও আজ কথা কইবেন। শিক্ষকদের মাহিনা, ছেলেদের ফি থেকে দেওয়া ভাল বলে মনে হল না। তাঁদের payment-এর একটা নির্দিষ্ট দিন থাকা ভাল– ও ছেলেদের মাইনে দিতে বিলম্ব হলে ফাইন করা উচিত। যা' হোক এ সব বিষয়ে আর একটু বিবেচনা করে নিয়ম ঠিক করা যাবে।

আজ এইখানে শেষ করি। শৈলেস (যদৃ) কাল শপথ করে গেছেন পূজার ছুটির ভেতর সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী বের করবেন। তাড়া দিতেছি।

আপনার
শ্রীমোহিত

বড় হিজিবিজি লিখি। ইচ্ছা করে হৃদয়ের কথা স্পষ্ট করে লিখি– কিন্তু চাপা পড়ে যায়– ফুটিয়ে তুলতে পারি নে। আমার হাত ও মাথা দুই যে আপনি যে কাযে লাগিয়েছেন সে কাযে কত অনুপযুক্ত ও অনভ্যস্ত তার পরিচয় বারবার পাচ্ছি।

৪

১৭.০৭.[১৯০৩]

৪ হেরম্বচন্দ্র দাসের লেন
১৭ই জুলাই শুক্রবার

বন্ধু,

কাল অজিতের[১] মুখে আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গের সংবাদ পেয়ে মন বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। আমি ত এই কয়মাসই দেখ্‌ছি দিন দিন আপনার শরীর ভেঙে পড়ছে। আলমোড়ায়, বোলপুরে, আপনার দুর্ব্বলতা দেখে অনেকবার মর্ম্মাহত হয়েছি। একটা আশঙ্কা হৃদয়ের ভেতর চেপে রেখে দিই– কিন্তু অনেক সময় পারি না, বড় ভয় করে। আপনার বন্ধুত্ব আমার কাছে বিধাতার কি অপূর্ব্ব আশীর্ব্বাদ তা' আমি কখনও কাহাকেও প্রকাশ করে বল্‌তে পারব না– তা প্রকাশ করার জিনিষও নয়– কিন্তু এই বন্ধুত্বে[র] উপর যখন সেই নিস্তব্ধলোকের ছায়া আসিয়া পড়ে তখন কিরূপ ব্যাকুল হই তা' আপনিও বুঝিতে পারিবেন কিনা জানি না। কিন্তু আমার এই আশঙ্কা কেবল আমার জন্যে নয়– জানি না বিধাতার অভিপ্রায় কি? – যে লোকে সকল দুঃখের শান্তি, কোলাহলের অবসান, অপূর্ণতার পরিণতি, আপনি ত সে লোক হতে কখনও বঞ্চিত হবেন না –তাই প্রার্থনা করতে ইচ্ছা করে যে এই লোকের ক্ষুব্ধ অশান্তি, ও কোলাহলের ভিতর আপনাকে আমরা যেন আরো অনেকদিন পাই, সঙ্গ হতে বঞ্চিত না হই। আমাদের এ প্রার্থনা আপনার সকল ভাবনা দূর করে আপনাকে কি সুস্থ সবল করে তুল্‌বে না?

গ্রন্থাবলীর প্রুফ গত সপ্তাহ থেকে বেশ নিয়মমত পাচ্ছি। এ রকম রেটে পেলে আশা করতে পারি শৈলেস (যদৃ) শপথ রাখ্‌তে পারবেন। আপনি ত মেটকাফ প্রেসের[২] প্রুফ এখনও পান নি; বোধ হয় শৈলেসের প্রেসের অক্ষরগুলি তত ভাল নয় মনে করেছেন। এ বিষয়ে আমি শৈলেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এবার মনে করা গেছে আপনার কাছে বিশেষ সন্দেহ না থাক্‌লে আর প্রুফ পাঠান হবে না। আপনি কি বলেন?

একটা suggestion করবার আছে। কবিতাগুলি শ্রেণীবদ্ধ করবার সময় কতকগুলি ছাত্রপাঠ পুস্তকের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল। আমার মনে হয় সেগুলি এই সংস্করণেই সন্নিবিষ্ট করা ভাল, নইলে গ্রন্থাবলী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এর পরে সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী থেকে বালক বালিকাদের উপযুক্ত কবিতাগুলি সংকলিত করিলে চলে। "উপকথা" (গ্রঃ ১১১) "লোকালয়" এর ভেতর যাওয়া উচিত ছিল, যায়নি। আমার বইয়ে "children" বলে যে কটা কবিতা নির্দিষ্ট ছিল তা আজ দেখ্‌লাম– আমার মনে হয় "শিশু" বা "শৈশব" নাম দিয়ে একটা শ্রেণী করলে হয়– তার একটা ভূমিকা আপনাকে লিখে দিতে হবে। আমি এই "children " চিহ্নিত কবিতাগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ফেলতে চাই—

''ফুলের ইতিহাস – (গ্র : ৪) – রূপক

''শীত'' – (ঐ : ৭৫) – ঐ

''ঘুম'' – (ঐ : ৮০) – শিশু

স্নেহময়ী – (ঐ : ৮৪) – ঐ

মধ্যাহ্ন – (৮৭) – কল্পনা

পড়োবাড়ী – (৮৮) –ঐ

অভিমানিনী – (৮৯) – শিশু

উপকথা – (১১১) –কল্পনা

সাতভাই চম্পা – (১১৭) – রূপক বা শিশু

হাসিরাশি – (ঐ) – শিশু

আকুল আহ্বান – (১১৮) – হতভাগ্য

মঙ্গলগীতি – (১২০) – শিশু

পাখীর পালক – (১২৩) – ঐ

আশীর্ব্বাদ – (১২৫) – ঐ

আত্ম অপমান – (১৩৭)
ক্ষুদ্র আমি – (ঐ)
প্রার্থনা – (ঐ)
} – নৈবেদ্য

নিষ্ফল উপহার – (১৮৫) – কাহিনী

বিম্ববতী – (২৯৭) – রূপক বা শিশু

বর্ষশেষ – (৪২১)
অভয় – (ঐ)
} – নৈবেদ্য

বিপিনবাবু গেল মঙ্গলবারে বোলপুরে এসেছেন। কবিকুসুম লিখেছেন যে তিনি ৬৫ দিনের নোটিশ দিতে বাধ্য সুতরাং ১লা আগষ্ট নাগাদ এসে পৌঁছবেন। জগদানন্দের সহপাঠী বন্ধুটী ব্যাধিগ্রস্ত, তিনি আসিতে পারিলেন না। সুতরাং আমাদের আর একজন লোক দেখতে হবে। workshopএর লোকের জন্যে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল তার উত্তরে যে ছয়টা আবেদন পেয়েছি তার কোনটাই তেমন সন্তোষজনক বলে আমাদের মনে হল না– সুতরাং আর একবার বিজ্ঞাপন দিতে হল। আবেদন গুলির সার আপনাকে পাঠালাম– অপর পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের

draftও আছে। আবেদনকারীদের মধ্যে দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ ব্যক্তিকে চিঠিও লিখ্‌লাম– তাঁদের অঙ্কে ও সায়েন্সে কতটা ব্যুৎপত্তি আছে জানবার জন্যে।

আপনার
শ্রীমোহিত

যদুবাবু পর্শু বোলপুরে গিয়েছেন,কুঞ্জবাবুর কাছ থেকে হিসাব বুঝিয়ে নিতে। আজ ফিরবেন।
মো

৫
২৪.০৭.[১৯০৩]

শুক্রবার ২৪এ জুলাই

বন্ধু,

কাল যখন আপনার চিঠিখানি পেলাম তখন দিনটা ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারায় "স্নিগ্ধকান্ত" করুণ সুন্দর হচ্ছিল আবার পরক্ষণেই রৌদ্র-আভায় হাস্যময় হয়ে উঠছিল। তার ভেতরে আপনার চিঠিখানি নিজের মায়া বিস্তার করে আমাকে বড় খুশী করেছিল।

"কিশোর" নামটী বেশ হয়েছে। এ খণ্ড আলাদা করে ছাত্রপাঠ একখানা পুস্তক বেশ হবে। যে ভাগে রূপক, কথা কাহিনী গিয়েছে সেই ভাগে এই কিশোর খণ্ড দেব মনে করেছি। সুতরাং গোড়ার কবিতাটী শীঘ্র পাঠাবেন। "কাগজের নৌকা" মুকুল থেকে উদ্ধার করেছি। "বালক" ও "কড়ি ও কোমলের" প্রথম সংস্করণের জন্য শৈলেস (যদৃ) কে বলেছি। বোধ হয় কাল পাব। ইতিমধ্যে কি পর্য্যায়ে কবিতাগুলি ছাপা হবে তার একটা তালিকা করেছি সেটা পাঠালাম।

নদী, বিষ্টি পড়ে, সাতভাই চম্পা, বিম্ববতী, হাসির দশা, পাখীর পালক, অভিমানিনী, সুখ দুঃখ, কাঙালিনী, স্নেহময়ী, কাগজের নৌকা, ঘুম, আশীর্ব্বাদ, খোকা, ওগো নবীন অতিথি, ঘাট, সূর্য্য ও ফুল, শীত, ফুলের ইতিহাস, শিশুর মৃত্যু (অনুবাদ, ৪৭৪ পৃঃ।), আকুল আহ্বান, স্নেহস্মৃতি, মধ্যাহ্নে, পড়োবাড়ী, শৈশব সন্ধ্যা, উপকথা, খেলা, মঙ্গলগীতি, বিসর্জ্জন। "সুমহৎ মহিমা" কেমন কেমন ঠেকছে? "পরিপূর্ণ মহিমা["], কি রকম? "ওগো নবীন অতিথি" আর "মঙ্গলগীতি" এই দুটি কবিতার (যদৃ) কি উপলক্ষে রচিত সংক্ষেপে লিখে দিলে হয়।

আরো অনেক কথা লেখ্‌বার আছে আজ এইখানে শেষ করি। আমার গেলবারের চিঠিখানা জানিনা আপনার কেমন লেগেছে -আপনাকে আঘাত করি নাই ত?

আপনার
শ্রীমোহিত

পুঃ এইমাত্র আপনার কবিতা দুটি পেলাম। গোড়ার কবিতাটি ভারি সুন্দর লাগল। "সাধ" এ প্রথম stanzaর প্রথম আট লাইন আর শেষ দশ লাইন রাখতে ইচ্ছা করছে।

৬

[২৬. ০৭. ১৯০৩]

৪ হেরম্বচন্দ্র দাসের লেন
রবিবার

বন্ধু

আজ রথী সম্বন্ধে[১] আমাকে আশ্বস্ত করে' আপনি আমার মনকে কতদূর নির্ম্মল ও জাগ্রত করে তুলেছেন তা' আমি প্রকাশ করতে পাচ্ছি নে। দুঃস্বপ্নটা আগেই ঝেড়ে ফেলেছিলাম, তবু একটু ঘোর বোধ হয় লেগে ছিল সেটুকু আজ দূর হল। শুধু আমিই এই দুঃস্বপ্নটি দেখেনি (যদৃ), আর আর কেউও দেখেছিলেন– কিন্তু সে কথা এখন থাক্– এর পর আপনাকে একদিন বলব।

সম্প্রতি সতীশের[২] একটি পত্রে প্রেমের[৩] জঘন্য সংবাদ পেয়ে মর্ম্মাহত হয়েছি। চিঠিখানা এই সঙ্গে পাঠালাম– আপনি হয়ত বোলপুর থেকেই খবর পেয়েছেন। প্রেম যে একটা কিছু দুষ্কর্ম করবে এ আশঙ্কা মনে সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিল। এবারে যখন তাকে নেওয়া হয় আমি কিছুই মনের সহিত সায় দিতে পারি নাই। এখন আর বিদ্যালয়ে তার স্থান নাই। সে কোথা আছে তার অনুসন্ধান করতে তার অভিভাবককে লিখেছি। তার সংশোধনের আশা আমার নেই– এখন আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কিসে এই পাপস্পর্শ হইতে দূরে রাখতে পারি তার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। এবারেই বোলপুরে যেতে পারলাম না বড় দুঃখ রহিল– রমণীবাবু প্রস্তুত ছিলেন না– আমিও– শৈলেস (যদৃ) শীঘ্র মফস্বলে যাবেন বলে– কাব্যগ্রন্থ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি। আস্‌ছে শনিবারে আমরা নিশ্চয়ই যাব– এবারে নিয়মাদি সমস্ত ঠিক করে, যাঁর যা কার্য্য তাতে তাঁকে বিধিমত নিযুক্ত করে আস্‌ব। আপনার অনুপস্থিতি আর আমাদের অনভ্যাসের দরুণ আমরা বড় slow হয়ে রয়েছি এই মনে হলে কষ্ট হয়।

জগদানন্দের সহকারী এখনও নিযুক্ত হন নাই। দুই একটি ভাল আবেদন আজকাল পাচ্ছি, একজন বামড়া (C.P.) স্কুলের হেড্‌মাষ্টার। এন্‌ট্রেন্স ও এফ, এ, ফার্স্ট ডিভিষণে পাশ করেছেন, বি.এ. পাশ করে দুবছর শিবপুরে পড়েছেন– এখন ৮০ টাকা মাহিনা পান ৫০ টাকায় আসিতে পারেন। আর একটী লোক জগদীশবাবুর জানা আছে– তাঁর আবেদন আজ কালই পাব। দুএকদিনের মধ্যে এঁদের কাউকে নিযুক্ত করতে হবে। ছেলেদের অঙ্ক ভাল করে পড়ান হচ্চে না শুনলাম।

রমণীবাবুর কাছে শুন্‌লাম যে যদুবাবু কুঞ্জবাবুকে বোলপুরে বিদায় দেবার সময় শ্রাবণের মাহিনা ও furniture বাবদে ৮০টাকা অতিরিক্ত দিবেন বলিয়াছেন– আমি ত তাঁহার কথার ভাবে বুঝিলাম যে দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে তবে তিনি যাহাতে শীঘ্র পান তা দেখিব। কুঞ্জবাবুকে এত অধিক দেওয়া হল যে তাঁর complain করবার কোন হেতুই নেই।

শিশু বিষয়ক ৫টি কবিতাই পাইয়াছি। কবিতাগুলি বড় ভাল লেগেছে– শৈলেস কেড়ে নিয়ে

গেলেন নইলে মুখস্ত করতাম। আপনার unconscious self আমার কাছে বড় অদ্ভুত মনে হচ্ছে। এই দুশ্চিন্তার ভেতর আপনি এত শৈশবলীলা অন্তরে কোথা থেকে পেলেন? কবিতাগুলির নামকরণ সোজা ছিল না– একটির ত নাম দেবার দরকার নেই– সেটি গোড়ার কবিতা– আর একটির নাম "খোকা" আপনিই দিয়েছেন– সুতরাং আমি যে তিনটি রইল তার নাম "নির্লিপ্ত", "শৈশব চাতুরী", "কেন মধুর?" রাখিলাম। নামকরণের হাঙ্গামাটা এই রকমে চুকিয়েছি– কিন্তু আপনার কথায় বল্‌তে হয়–

একজনেতে নাম রাখ্‌বে অন্নপ্রাশনে।
বিশ্বসুদ্ধ সে নাম নেবে বিষম শাসন এ!
নিজের মনের মত সবাই করুন নামকরণ,
বাবা ডাকুন্ "চন্দ্রকুমার" খুড়ো "রামচরণ"!

যে কবিতা থেকে এ লাইনগুলো নিলাম সেটা শিশুখণ্ডে দিতে ইচ্ছা করছে। বালক ও কড়ি ও কোমল সংগ্রহ করেছি। পুরাতন বটে বাদ দেবার বেশি কিছু দেখলাম না, তবে সবসুদ্ধ ১৬ লাইন বাদ দিলে হয়। "মা লক্ষ্মী" কবিতাটি দেব মনে করেছি। আপনাকে সেদিন চিঠিতে যে ক্রমে কবিতাগুলি সাজিয়েছিলাম তার কিছু বদল করা দরকার।

শিশুখণ্ড আলাদা মুদ্রিত হবে, গান ও নাট্যের মত, বড় টাইপ এ (English) ছাপান হবে।

গ্রন্থাবলীতে দেখ্‌ছি ভুল থেকে যাচ্ছে। এতগুলো চোখ এড়িয়ে ভুল থেকে যাচ্ছে বড় লজ্জার কথা।

আশ্বিন-কার্ত্তিকের বঙ্গদর্শনের জন্যে একটা প্রবন্ধ লিখ্‌ব ত মনে করেছি– এখন আমার জীবন দেবতা প্রসন্ন হলে হয়।

সেখানে যে বেশি বর্ষা নাবে নি আর রাণী কিছু ভাল আছে– এজন্য বিধাতার নিকট কৃতজ্ঞ হই। আপনি কেমন থাকেন পত্রপাঠ লিখ্‌বেন।

আপনার
শ্রীমোহিত

৭

[০৪.০৮.১৯০৩]

৪ হেরম্বচন্দ্র দাসের লেন
৪ঠা অগাষ্ট ১৯০৩

বন্ধু,

শনিবার বোলপুর গিয়েছিলাম। গতসপ্তাহে সেখানে একটি (নেহাত ছোটোখাটো নয়) গণ্ডগোল হয়েছিল। সতীশ লিখেছিলেন "একটি ঘটনায় শিক্ষকগণ অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও ভগ্নোৎসাহ হয়েছেন"– ব্যাপার এই। সমর বলে যে নূতন বড় ছেলেটি গিয়েছিল সে মিথ্যাকথা বলাতে বিপিনবাবু তাকে তিরস্কার করেন, তাতে সে কড়া জবাব দেয়, হরিচরণবাবুও[১] তাকে নিরস্ত করতে গিয়ে অপমানিত হন্। ঘটনাটা এইখানে শেষ হলেই ভাল হত। কিন্তু তার পর দীনু[২] সমরের পক্ষ নিয়ে বিপিনবাবুকে ছাত্রদের সাম্‌নেই অনেক কথা বলে— যেমন "আমার আত্মীয় স্কুল করেছেন আমাকে ত দেখ্‌তে হবে আপনাদের বিরুদ্ধে complaint শুন্‌তে পাচ্ছি, পড়াতে পারেন না ইত্যাদি (শেষকথাটা বিপিনবাবুকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল)।এই ত ব্যাপার। রমণীবাবু ও আমি দুজনেই গিয়েছিলাম শনিবার রাত্রে শিক্ষকদের ডেকে নিয়মাবলী পড়লাম– নগেনবাবুকে অধ্যক্ষ করে, ছেলেদের তিরস্কার করবার শাসন করবার সমুদয় ভার তাঁর ওপরেই রাখা গেল। নানা স্বভাবের ছেলে আস্‌বে, সকলকার কথা নিয়ে অভিমান্ করলে, ক্ষুব্ধ হলে চলে না, বাপের মতন উদার হৃদয় থাক্‌লে আত্ম-অপমান বোধ থাকে না, শুধু ছেলেকে সংশোধন ও বিদ্যালয়কে রক্ষা করবার জন্যেই দণ্ড দেওয়া দরকার– ইত্যাদি তাঁদের বলা গেল। আশঙ্কা ছিল দীনুকে নিয়ে, যাতে সে প্রভুত্ব করতে না পারে সেটা দেখা দরকার ছিল। তা সে গোলোযোগের সম্ভাবনাও আশা করি এখন দূর হয়েছে। দ্বিপুবাবুর ইচ্ছা দীনু এইবার পরীক্ষা দেয়– সে বিষয় সে syndicate থেকে অনুমতি পাবে কিনা আমাকে সন্ধান করতে অনুরোধ করে– আমি কাল কালী বাঁড়ুয্যেকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে দু'বছর নিয়মমত না পড়ালে কেউ শিক্ষক বলে পরীক্ষা দিতে পারে না। সুতরাং দীনুকে বোলপুর থেকে চলে আস্‌তে হবে।

সমর চলে গেছে। দীনুও চলে আস্‌তে বাধ্য হল। দীনুর জন্য আমার বড় কষ্ট হয়— তার স্বভাব চরিত্রের কথা সেদিন শুনে অবধি একটা বেদনা অনুভব করেছি– কিন্তু তার বিদ্যালয় সংসর্গে না থাকাই ভাল। আপনি যে সেদিন লিখেছেন "বিদ্যালয়ের প্রতি বিধাতার অনুকূল দৃষ্টি আমি বারম্বার প্রত্যেক সঙ্কটেই দেখ্‌ছি" সেটা বড় সত্যি কথা।

Routine ঠিক করে দিয়েছি– এক কাপি আপনাকে পাঠাতে বলেছি। যোগীন্‌বাবু একটা পত্রে দুচারিটি প্রশ্ন করে উত্তর অপেক্ষা করছেন। অথচ— তিনি orthodoxy রাখ্‌তে পারবেন কিনা, কত ঘন্টা ও কি বিষয় পড়াতে হবে, workshop কত বড় ইত্যাদি– আমি যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে তাকে আমায় পত্রপাঠ টেলিগ্রাম করতে বলেছি। আমার ত আশা হয় তাঁকে পাব–

আমার প্রতি নাকি তাঁর "profound regard" আছে— আমার যথা লাভ— এখন বিদ্যালয়ের কাযে (যদৃ) তিনি শিগ্‌গির এলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কবিকুসুম ১লা আগষ্ট থেকেই এসেছেন। বাস্তবিক এবার শিক্ষকগুলি বড় ভাল হয়েছে। নগেনবাবু খুব কাযের লোক, সব বিষয় দৃষ্টি আছে– বিচক্ষণ ও হৃদয়বান্ বলে মনে হল। বিপিনবাবু বোধ হয় awkwardness জন্যে তত ছাত্রদের প্রিয় হতে পারেন নি, আমার মনে হয় সতীশের সংসর্গে তিনিও তয়ের হয়ে উঠ্‌বেন। "কবিকুসুমটি"কেও ভাল লাগল। Drawing Instruments আর models কতগুলির অর্ডার দেওয়া হয়েছে– কবিকুসুম কলেজ ক্লাসেও ড্রয়িং পড়াবেন। এখন physical laboratoryটা সুচারু রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেই হয়। যেমন শিক্ষকগুলি ভাল হল, তেমনি ছাত্রগুলিও হয়, তাহলে বিধাতার আশীর্ব্বাদ সম্বন্ধে আশ্বস্ত হওয়া যায়। এ বিষয়ে শুধু পশুপতি ও জ্ঞানরঞ্জন, এদের বিদায় দিলে ভাল হয়– নূতন গুটিকতক ভাল ছেলে পাওয়া দরকার– এবিষয়ে রমণীবাবু খুব সচেষ্ট আছেন।

রবিবার আমরা ছাত্রদের সঙ্গে খেলাম। খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত ভাল হয়েছে– যাতে আরো ভাল হয় সেজন্য রমনীবাবু বিশেষ ব্যাকুল- বিপিনবাবু মধ্যে যে কয় দিন ছিলেন না তাহারও মাহিনা, privilege leave হইতে কাটান দিয়া, প্রার্থনা করেছেন। এবিষয়ে কমিটি তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করতে ইচ্ছুক নন্– বাস্তবিক কাযে লাগিয়াই privilege leave পাওয়া একটা ভাল precedent নয়। কিন্তু সতীশ আমাকে বড় অনুরোধ করেছেন। আমরা আপনার উপর এ বিষয় নিষ্পত্তির ভার দিলাম। আপনি যদি দিতে অনিচ্ছুক হন, তবে কমিটির নাম করে তাঁকে সেই রকম জানাব।

আজ এইখানেই শেষ করি– শরীরটা কিছু অসুস্থ।

শিশু খণ্ডে সবেমাত্র ১৪টি নূতন কবিতা পেয়েছি। আরো অনেকগুলি চাই। যে ভূতে আপনাকে শিশু রাজ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে তাকে ধন্যবাদ দিই।

আপনার
শ্রীমোহিত

৮

[০৬.০৮.১৯০৩]

৪ হেরম্বচন্দ্র দাসের লেন

২১এ শ্রাবণ ১৩১০

বন্ধু,

বোলপুর থেকে এসে পশুদিন আপনাকে চিঠি লিখেছি– তাতে বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইতিমধ্যে আর বিদ্যালয় সম্বন্ধে নূতন সংবাদ কিছুই পাই নাই। যোগীন্দ্রবাবুর কাছ থেকে এ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাম না পেয়ে কিছু চিন্তিত আছি। রথী ও সন্তোষকে' যে এক ঘন্টা করিয়া পড়াইতে দেওয়া হয়েছে তাহাতেই দুই বৎসর পরে এফ, এ, পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাইবে কিনা ঠিক জানি না– সে বিষয়ে কালীবাবুর সঙ্গে বিশেষ কথা কওয়া আবশ্যক। নগেন্দ্রবাবু বলেন যে বিদ্যালয়ের একটা recognised status থাক্‌লে কোন কোন বিষয়ে সুবিধা হয়। যাহা হ'ক এ বিষয়ে সাবধানে এবং বিশেষ প্রয়োজন থাকিলেই অগ্রসর হওয়া ভাল। যে ছাত্রটির আবেদন পাঠিয়েছেন তা আজ পেলাম– শীঘ্রই কমিটির নিকট উপস্থিত করব।

রেণুকা ভাল হচ্ছে– অল্পে অল্পে স্বাস্থ্য লাভ করছে– আপনার চিঠি পড়ে আমার মনে এই ধারণাই প্রবল হয়ে উঠেছে। এটা clairvoyance কিনা জানি নে– কিন্তু যা' কিছু বুদ্ধি-বিরুদ্ধ তাই যে অসত্য কোন্ মূর্খে এ কথা বল্‌তে পারে? যে আনন্দ থেকে সমুদয় সত্য সঞ্জাত, এবং যাঁতে সমুদয় সত্য নিমগ্ন তিনিই রেণুকাকে রক্ষা করুন।

শিশু খণ্ডে সবশুদ্ধ ১৯টি নূতন কবিতা পেলাম।প্রথমটি ভাদ্রমাসের বঙ্গদর্শনে বেরিয়ে গেছে– আমার তত ইচ্ছা ছিল না, শৈলেসে(যদৃ)র পেড়াপীড়ি। এখন বাকীগুলিকে গোপন করতে হবে। আমি তৎপর রহিলাম– সে বিষয়ে আপনি আর কিছু চিন্তা করবেন না।

শৈলেস গত রবিবার পতিসরে চলে গিয়েছেন। তাঁর অবর্ত্তমানে প্রেসের কায খুব যে দ্রুত চল্‌বে ভরসা করতে পারচি নে। আমি কাল প্রেসে গিয়েছিলাম– উৎসাহ দিতে কৃপণতা করি নাই, কিন্তু তেতে উঠ্‌ল বলে বোধ হল না। বাস্তবিক নূতন সংস্করণ কবে বেরুবে ভাবতে গিয়ে সময়ে সময়ে হতাশ হয়ে পড়ি। এ কি আমাদের দোষ না দুর্ভাগ্য বুঝে উঠতে পারি নে। আজ শৈলেসকে চিঠি লিখ্‌লাম– তিনি যদি সেখান থেকে আরো দ্রুত চালিয়ে দিতে পারেন। আপনিও তাঁকে লিখবেন।

ইদানীং যে কবিতাগুলি পেয়েছি– সবগুলির নামকরণ হয় নি। এবার সোজা সোজা নাম দিয়েছি, ভব্যতার ধার ধারি নে– কবিতাগুলির কাছে– সেজন্য কোন দিন আমায় জবাব দিতে হবে।

"আমার রাজার বাড়ী কোথায়" –রাজার বাড়ি

"আজ আমি কানাই মাষ্টার "– মাষ্টার বাবু

"মাগো আমায় ছুটি দিতে বল"- প্রশ্ন

"যদি খোকা না হয়ে"– অনুযোগ

"আমার যেতে ইচ্ছা করে"– মাঝি

"মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে"– মাতৃবৎসল

"আমি যদি দুষ্টুমি করে"– লুকোচুরি

"খুকি তোমার কিছু বোঝে না মা"– বিজ্ঞ

"মধুমাঝির ঐ যে নৌকাখানা" আর "ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে" – এ দুটির নাম এখনও দেওয়া হয় নাই।

আজ আর চিঠি লেখা হল না– জনকতক ছাত্র পড়া বুঝিয়ে নিতে এসেছেন– আমাকেই "কানাই মাষ্টার" সাজ্‌তে হল।

"বিরহিণী" কবিতার কথা ভাল মনে করে দিয়েছেন– সেটি উদ্ধার করে মেটকাফ প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছি।

আপনার

শ্রীমোহিতচন্দ্র

৯

[০৭.০৮.১৯০৩]

৪ হেরম্বচন্দ্র দাসের লেন

২২এ শ্রাবণ ১৩১০

বন্ধু,

"যদি খোকা না হয়ে হতেম কুকুরছানা" কবিতাটির নাম "অনুযোগ" না দিয়ে "সমব্যথী" দিলে ভাল হয়[।] কাল যে দুটি কবিতা নামহীন ছিল তাদের একটির ("মধুমাঝির ঐ যে নৌকাখানা") নাম "নৌকাযাত্রা" আর একটির ("ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে") নাম "ছুটির দিনে" দিলাম। "বিজ্ঞ" আর "সমব্যথী" এই দুটি নাম আপনার এক পাঠিকা' দিয়েছেন– আপনি 'খোকা'দের কথা যেমন লিখেছেন 'খুকী'দের' কথা তেমন করে লেখেন নি– এজন্যে তিনি কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন– দুঃখটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।

"মধ্যাহ্নে" আর "পড়োবাড়ি" শিশুখণ্ডে যেতে পারে, কিন্তু "খেলা" সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়– ওটার মর‍্যাল, শিশুরা কেন, বুড়োরাও বুঝতে পারবেন কিনা সন্দেহ। শিশুখণ্ডের কবিতাগুলি শিশুপাঠ্য নহে বটে, শিশু বিষয়ক, কিন্তু সে হিসাবেও "খেলা"র কতটা স্থান আছে জানি না। "মঙ্গলগীতি" দিতে বড় ইচ্ছা করছে। ওটার ভাব শৈশবকে কেন্দ্র করে প্রসারিত হয়েছে; ওটার একটা বিশেষ স্থান আছে। সেদিন নামকরণতত্ত্ব নিহিত যে কবিতাটির কথা লিখেছিলাম– সেটা

আর একবার পড়ে দেখ্‌লাম তেমন মিশ্‌ খাবে না।

স্থানকরণটা এই রকম হলে কেমন হয়?

১। "তোমার কটি তটের ধটি"
২। নদী
৩। বিষ্টি পড়ে
৪। বিম্ববতী
৫। সাতভাই চম্পা
৬। রাজার বাড়ি
৭। ছুটির দিনে
৮। প্রশ্ন
৯। বিচিত্রসাধ
"আমি যখন পাঠশালায় যাই"
১০। মাষ্টার বাবু
১১। বিজ্ঞ
১২। পাখীর পালক
১৩। সমব্যথী
১৪। অভিমানিনী
১৫। পূজার সাজ (মুকুল ৫ম খণ্ড)
১৬। সুখ দুঃখ
১৭। কাঙালিনী
১৮। মা লক্ষ্মী
১৯। স্নেহময়ী
২০। সাধ
২১। কাগজের নৌকা
(মুকুল ১৬বর্ষ)
২২। মাঝি
২৩। নৌকাযাত্রা
২৪। লুকোচুরি
২৫। মাতৃবৎসল
২৬। ঘুম
২৭। আশীর্ব্বাদ
২৮। ওগো নবীন অতিথি
২৯। হাসিরাশি
৩০। নির্লিপ্ত
৩১। চাতুরী
৩২। ঘুমচোরা
৩৩। ... (নাম মনে আস্‌ছে না কবিতাটি
শৈলেসের কাছে)
৩৪। বিচার
৩৫। খোকা
৩৬। কেন মধুর? (শৈলেস বলেন–
"মাধুরী বিনিময়")
৩৭। সূর্য্য ও ফুল
৩৮। শীত
৩৯। শীতের বিদায়
৪০। ফুলের ইতিহাস
৪১। শিশুর মৃত্যু
৪২। আকুল আহ্বান
৪৩। বিসর্জ্জন
৪৪। পুরাতন বট
৪৫। মধ্যাহ্নে
৪৬। পড়োবাড়ি
৪৭। স্নেহস্মৃতি
৪৮। শৈশবসন্ধ্যা
৪৯। উপকথা
৫০। মঙ্গলগীতি

উপাধ্যায়[৩] ফিরে এসেছেন– তাঁকে আপনার নিমন্ত্রণ জানাব। বেশ মোটাসোটা লাল চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছেন– সোমবার যেদিন এলেন সেইদিনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ও আমরা জগদীশবাবুর বাড়ীতে যাই। এখনকার প্রধান চিন্তা হিন্দুদর্শন পড়াতে কে কেম্ব্রিজে যাবে? ব্রজেন্দ্রবাবু[৪], যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন– জগদীশবাবু তাঁকে লিখ্‌বেন (লিখেছেন বোধ হয়) যে, তিনি যেন নিজের বাহুল্যকে যথাসম্ভব ছেঁটেছুটে বিষয়টী ইয়ুরোপীয় শ্রোতৃবর্গের কাছে presentable করেন আমারও ইচ্ছা যে, নারদ শ্বেতদ্বীপে গিয়েছিলেন কি না এসব সূক্ষ্ম প্রশ্ন আপাততঃ রেখে দিয়ে বড় বড় বিষয়ে প্রধান প্রধান কথাগুলি বলা হয়। তাঁর উত্তরের অপেক্ষা করা যাচ্ছে।তিনি রাজি হলে একটা কমিটি করে যাতে তিনি যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। ৩ বৎসরের জন্যে প্রায় ১৫০০০ টাকা চাই– উঠ্‌বে বোধ হয়– ব্রজেন্দ্রবাবু গেলে কোচবিহার থেকেই অধিকাংশ পাওয়া যাবে আশা করি। উপাধ্যায় একটি বেশ নিয়ম করে এসেছেন– সেখানেও anglo-indianদের দৌরাত্মে তাঁর প্রস্তাব ভণ্ডুল হচ্ছিল– কে একজন Bendall আছেন, সংস্কৃত পড়ান, কেম্ব্রিজ commitee র মেম্বর, তাঁর ইচ্ছা Dr. Thibautর মতন লোক পেন্‌সন্ নিয়ে কেম্ব্রিজের দর্শনের চেয়ারটি পরিপূর্ণ করেন। উপাধ্যায় কিন্তু এই নিয়ম সাদায় কালোয় বিধিবদ্ধ করে এসেছেন যে দর্শনাধ্যাপক Hindu nationality হওয়া চাই। আপাততঃ তিন বৎসরের জন্যে experimental measure স্বরূপ তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে– এখন একজন উপযুক্ত লোক পাঠিয়ে যাহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় দেখ্‌তে হবে। (উপাধ্যায় আর জদ্দীশবাবুর ইচ্ছা যে আমি যাই– আমি বলেছি আমি বড় green তাতে যাতে তিন বছরে আমি ripe হতে পারি এজন্যে এঁরা বিশেষভাবে আমায় বলেছেন– এ উৎসাহ আমাকে এগিয়ে দিচ্ছে– ফলাফল ভগবানের হাতে) উপাধ্যায়ের ইচ্ছা, Oxford, Edinburgh প্রভৃতি universityতেও দর্শনের Chair প্রতিষ্ঠিত হয়। বোধ হয় জানুয়ারী মাসে আবার বিলাত যাবেন।

আপনার
শ্রীমোহিতচন্দ্র

১০

[১১.০৮.১৯০৩]

৪ হেরম্বচন্দ্র দাসের লেন
২৬এ শ্রাবণ ১৩১০

বন্ধু,

এইমাত্র কলেজ থেকে আপনার পত্র পেলুম। আপনার চিঠিগুলো আমি একটু দেরিতে পাচ্ছি। ডাক পেয়াদার হাতে ডাকসরকারের অবগতির জন্যে লেফাফাটা ফিরিয়ে দিতে ইতিমধ্যে অনেকবার অনুরুদ্ধ হয়েছি– কিন্তু অনুরোধ রাখা হয় নাই। বেচারা ডাকঘরের বেশি দোষ আছে

মনে হয় না। আপনি, "মেছুয়াবাজার" না লিখে "হ্যারিসন রোড P.O." লিখবেন, দেখা যাক তাহলে চিঠিগুলো ঠিক সময়ে আসে কি না?

আপনি আমার কর্তব্য যে পর্য্যায়ে লিখে দিয়েছেন তার শেষের কোটা থেকেই কায (যদৃ) আরম্ভ করে দিলাম। দেখুন, কলেজ থেকে এসে ঘরের কাযেও মন দিই নি, বাহিরের কাযেও না, আপনাকেই চিঠি লিখতে বসে গিয়েছি। আমার মনে হয় আমি সেই রাজ্যের লোক যেখানে প্রথমকার কায শেষে আর শেষের কায প্রথমে করা হয়। মনে পড়ে, আমার বালককালের পড়াশুনা অতীতকে নিয়েই ছিল– সেইটুকুই মনে আছে, আর সব ভুলে গেছি— রামায়ণ, মহাভারত, আর একখানা মস্ত বড় বাঙ্গলা রোমের ইতিহাস, কোত্থেকে জুটেছিল জানি না– এই নিয়েই খাটের উপর জানালার ধারে আমার দিনের অধিকাংশ কেটে যেত। কোন বৃদ্ধ যেমন অতীতের কাহিনী নিয়েই পড়ে থাকে আমিও সেই রকম ছিলাম। আর বৃদ্ধের আসন্ন রাত্রিচ্ছায়ে, ম্লান চিদাকাশে তাঁর সমস্ত সুখদুঃখ কার্যাকার্য্য সঞ্জাত প্রাজ্ঞ ধারণাগুলি যেমন নক্ষত্রের মত দৃপ্তি পায় ঠিক তেমনি পরিষ্কার হয়ে আমার মনে অর্জুনের বীরত্ব, রামের মহানুভবতা, দয়া,ভক্তি প্রীতি সম্বন্ধে সমুদয় অনুশাসন প্রকাশ পেয়েছিল। এটা গেল তখনকার কথা– আর আজকাল– কাজকর্ম্ম কিছু ভাল লাগে না– সেই শৈশবের খেলাধূলার দিকেই মন ছুটতে থাকে– ইচ্ছা করে সেই তখনকার মত "অকারণ পুলকে" হাসি আর তখনকার মতই ব্যথা পেলে জননীর ক্রোড়ে লুকই। তখনকার মতই হাসির সময় হাসি আর কান্নার সময় কাঁদি, আর এখনকার মত কান্নার ভেতরে হাসিকে বা হাসির ভেতর কান্নাকে টেনে না আনি। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়– কোন উৎকট তপস্যায় নিযুক্ত হয়ে মোটের উপর লাভ আছে কিনা; আর অর্থের অভাব, মানের অভাব প্রভৃতি গুরুতর অভাব চিন্তাগুলোকে প্রহরীরূপে জাগিয়ে রেখে সহজ আনন্দকে দূরে তাড়িয়ে দিয়েই বা কি লাভ আছে। যা' হোক এসব প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, কারণ আপনি এই সব প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন তাইতে আমরা বকে গিয়েছি। সুতরাং কর্তব্যের বোঝাটা আবার তুলে নিই। যে চিঠিখানা লিখতে শুরু করেছি সেটা শেষ করি।

শিশুখণ্ডের কবিতাগুলিকে গোপন করবার জন্যে শৈলেসকে লিখে দিয়েছি– তাঁদের কর্ম্মচারীকে বলেছি যেগুলি মজুমদার লাইব্রেরিতে গিয়েছে তাদের ফিরিয়ে দিতে। কারণ শৈলেসকে বিশ্বাস নেই। তাঁর বড় ইচ্ছা এবার পূজার সময় তাদের দুতিনটিকে বঙ্গদর্শনের সাজপোষাক পড়িয়ে বার করেন– আমি কিন্তু স্পষ্ট "না"বলেছি। গ্রন্থাবলীর ছাপা সম্বন্ধে খুব তাগিদ্ দিচ্ছি। শৈলেসকে লিখেছি তাঁর অবর্তমানে ছাপার কায উচ্চিংড়ে কি গঙ্গা ফরিংএর মত এক একবার লাফিয়ে উঠে তার পর অদৃশ্য হয়– রাজরথাশ্বের মত না ছুটিয়ে দিলে আর কিছুতে সুখ পাওয়া যাবে না। মেটকাফ রূপককাহিনী খণ্ডটি ভাদ্রের ১০ই ১১ই বার করবে বলছে। আপনি কি ভূমিকার ও নাট্টের নূতন ফাইল পেয়েছেন?

আজ যে তিনটি কবিতা এল তারা বড় ছোট, তাদের নামকরণ দুদিন পড়ে করব। যে নামগুলি দিয়েছি সেগুলি কেমন লাগল? সাজান কেমন হল?

বিদ্যালয়ের কথা পাড়া যাক্। যোগীনবাবুকে পাওয়া গেল না সেজন্য দুদিন দুশ্চিন্তিত ছিলাম। তিনি মাসখানেকের পূর্ব্বে আস্‌তে পারবেন না– আর অন্য কোনও কারণেও decline করেছেন। এঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে ননীগোপাল ঘোষালকে নিযুক্ত করা গেল। ইনিও বি,এ,পাশ করে কিছুকাল শিবপুরে পড়েছিলেন ও laboratoryর assistant ছিলেন। ১৫ই আগষ্টেই বোলপুরে গিয়ে কাযে লাগ্‌তে পারেন– ৪০ টাকায় পাওয়া গেল। এঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে আমার ভাল বলেই মনে হল। পশুপতি ও জ্ঞানরঞ্জনের উপর চোখ রাখ্‌তে বলে এসেছি। উহাদের হাতে বিদ্যালয়ের কিছুমাত্র অনিষ্টের সম্ভাবনা হলেই ওদের সরাতে হবে। আপনি কি routine পেয়েছেন? বিপিনবাবুর ইংরাজী পড়ানয় ছেলেরা সন্তুষ্ট নয় বোধ হয়। আরো কিছুদিন দেখা আবশ্যক মনে হয়। বঙ্গদর্শনে আমার যে লেখাটা বেরুবে তার বিষয় কিছু লেখার আর যায়গা নেই। সুতরাং কিছু না লেখাই সুবিধা। রক্ষা পাওয়া গেল।

আপনার
শ্রীমোহিত

১১
[১৭.০৮.১৯০৩]

হেরম্বচন্দ্র দাসের লেন
৩২এ শ্রাবণ ১৩১০

বন্ধু,

অনেকদিন আপনাকে চিঠি লিখ্‌তে পারি নে। মনটা বড় বিক্ষিপ্ত ও কতকটা বিষণ্ণ হয়েছিল শরীরের অসুস্থতা বোধ হয় একটা কারণ, কাযের ভিড় ও লোকের ভিড়ও যে ছিল না এমন নয়। সংসার আমাদের হৃদয়ের ভেতর যে ধূলা ঝাড়ে তাতে হৃদয় ছোট হলে বড় বিপদ– কাদায় ভরে ওঠে, শেষে শুকিয়ে যায়। যাহোক এসব বিপদ্ জানাই মানে তা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া– একথাটাও সত্যি– কিন্তু বঙ্গদর্শনের জন্য এখনও প্রবন্ধ লিখ্‌তে পারিনি তার কৈফিয়ৎ কি দেব? কত মুহূর্ত্ত স্বর্ণ মুষ্টি নিয়ে চলে যাচ্ছে– কিন্তু কেড়ে নেবার ত অধিকার নেই, ভিখারীর মত পথে বসে যাচনা করতে হয়– তার জন্যে স্থৈর্য্য চাই, ধৈর্য্য চাই– এ দুটি জিনিষ আমার কত আছে জানি নে– কিন্তু না চেয়ে দরকার যে জিনিষ অর্থাৎ সময় সেটি বড় ছিল না। তবু বলি– এ কৈফিয়ৎটা যথেষ্ট দেখালেও যথেষ্ট নয়– আমি যে লজ্জিত হয়ে আছি সেইটে তার সাক্ষী।

শিশুখণ্ডে নূতন কবিতা ত এখন ২৬টি হল। আপনি স্বচ্ছন্দে লিখ্‌তে থাকুন। আমার হাতে যদি লাগাম থাকে ত আমি ত এমন বাহক পেলে রাশ আলগা করে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল বার বার

ঘুরতে পারি। বাস্তবিক Wordsworth সেই যে লিখেছিলেন And also see the children play upon the shore? কিন্তু কি খেলা তারা খেলত তা ত লেখেন নি এইবার তার বৃত্তান্তটি পাওয়া যাচ্ছে। যতদিন না ছাপা বইখানি ছেলে বুড়োদের হাতে ঘোরে আপনি কেন লিখতে থাকবেন না তার কি কোনো কারণ দেখাতে পারেন?– আপনি আপনার পাঠিকার প্রশ্নের যে জবাবটি দিয়েছেন সেটি একটু নূতন ভাবে আপনার পরিচয় দিয়াছে। নূতনভাবে বলছি এইজন্যে যে অনেক সময় আমরা কবি হৃদয়ের গভীরতা seriousness প্রভৃতির উল্লেখ করে থাকি– কিন্তু তার একটি concrete দৃষ্টান্ত দেখলে তবে কথা সার্থক হয়। আমার সৌভাগ্য এই যে আমি এক কবিকে দেখেছি। অন্য কত জায়গায় কবিকে অনুমান করতে হয়– সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া অন্য জিনিষ। আপনি হয়ত আমার উচ্ছ্বাসে হাসবেন– কিন্তু সেদিন জন কতক যুবক বন্ধুর কাছে আমার ভূমিকাটা যখন পড়ছিলাম তাদের বোধ হল তারা আপনার depth ও seriousnessএর যেন প্রথম পরিচয় পেলেন–আমার মনে হল আমি এখনও পরিচয় পাই নে। যা হোক্ মোটের উপর শিশুখণ্ডের একটা আলাদা ভূমিকার প্রয়োজন আছে কি [না] ভাবছিলাম। আপনি কি বলেন?

শেষ কটি কবিতার নামগুলি স্পষ্ট করে মনে আস্‌ছে না এইরকম মনে হচ্ছে।

"খোকার মনের মাঝখানটিতে"– খোকার রাজ্য

"খোকা থাকে জগৎ মায়ের অন্তঃপুরে"– ভিতরে ও বাহিরে।

"অমন করে আছিস কেন"– ব্যাকুল

"এমনি মাগো গুরুগুরু"– ফুল ফোটার ইতিহাস বা শিশুর বিজ্ঞান

"এখনও বড় হইনি আমি"– ছোট বড়

এই শেষের কবিতাটিতে গুরুমহাশয় ও দিদিমা সম্বন্ধে যে উক্তি দুটি আছে– সে দুটি মনে হচ্ছে না থাকলেও চলে– খোকার "বাবার মত বড়" হওয়াই সাজে "জ্যাঠার মত বড়" হলে কি ক্ষেন হয়?

ছাপার কাজ গেল সপ্তাহে বেশ দ্রুত চলেছে। আপনি নূতন ফাইল কিছু পেলেন কি? আজ "কড়ি ও কোমল" ১ম সংস্করণ পাঠাব। হরসুন্দররাও বোধ হয় শীঘ্র প্রুফ দেবে। কাল প্রেমতোষের সঙ্গে কথা হচ্ছিল– শিশুখণ্ড তাদের প্রেসে ছাপাবার। আপনি কি বলেন? শৈলেসকেও লিখ্‌ব। গুপ্ত, মুখার্জি (ডাক্তার দূর্গাদাস বাবু[র] ছেলে যে প্রেস করেছে) এক খণ্ড ছাপাতে ইচ্ছুক আছে। তাদের কিন্তু এখন টাইপ প্রভৃতি যথেষ্ট নেই।

শিশু কবিতাগুলির স্থানকরণ সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন তা ঠিক্। আমার মনে হচ্ছে, প্রথমে নদী না দিয়ে নূতন কবিতাগুলি যাক্। যেগুলির ভেতর প্রথমে শিশুর "বাড়ীর লোক"দের সম্বন্ধে মন্তব্য তার পর "প্রকৃতির" সম্বন্ধে মন্তব্য তার পরে খোকার সম্বন্ধে কবির মন্তব্যগুলি যাক, তার পর নদী থেকে আরম্ভ করে অন্য কবিতাগুলি যাক। কি বলেন?

বিদ্যালয়ের সায়েন্স অধ্যাপক নিয়ে বড় গোলে পড়েছি। ননীবাবুর আজকাল বোলপুরে যাবার কথা ছিল– তিনি লিখেছেন তাঁর মা অসুস্থ থাকায় তিনি যেতে পারবেন না।— লোক সন্ধান করছি। workshop ও laboratory দুই একত্রে চালাবার উপযুক্ত লোক পাওয়া দুষ্কর দেখ্‌ছি। যে ৭/৮ টি আবেদন পেয়েছিলাম তার দুইটি খালি ভাল ছিল– সে দুজনকেও পাওয়া গেল না। এখন আবার বিজ্ঞাপন দিতে হবে কিনা বুঝতে পারছি নে। এখন দুএকজন আশ্বাস দিয়েছেন লোক খুঁজে দেবেন– অবিশ্যি খালি সায়েন্স, অঙ্ক পড়াবার জন্যে। যদি তেমন লোক দুএকদিনের ভেতর পাওয়া যায় পাঠিয়ে দেব মনে কর্চ্চি। আজ নগেনবাবুকে ছেলেদের progress সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌তে লিখে দিচ্ছি।

আপনার
শ্রীমোহিতচন্দ্র

১২
১২.১২.১৯০৪

১৪/১ সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট
১২ই ডিসেম্বর ১৯০৪

বন্ধু,

কাল সকালে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে শুনলাম আপনি বোলপুরে চলে গিয়েছেন। অনেক দিন আপনার কাছে যেতে পারি নাই বলে মনটা কিছু বিষণ্ণ ছিল। কাল না দেখা হওয়াতে একটু নিরাশ হয়েছিলাম।

আজ কাল সকালে সন্ধ্যায় রাস্তার উপর আর বাড়ীর গায়ে যে আলো পড়ে সেটা খুব চমৎকার দেখায়। আমি কাল আপনাদের বাড়ীর পথে চল্‌তে চল্‌তে স্পষ্ট অনুভব করছিলাম যে বিশ্বকে যদি জ্ঞানের সৃষ্টি বলা যায় তবে সৌন্দর্য্যকে প্রেমের সৃষ্টি বল্‌লে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে যে ভাবগুলো মনের ভেতর প্রবেশ করে, আমাদের প্রজ্ঞাজাত সংস্কারগুলি সেগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে এই বিচিত্র সুসংহত বিশ্বরূপে বেঁধে দেয়। এ যদি সত্য হয় তবে যে-সৌন্দর্য্য আমাদের কাছে উদ্‌ভাসিত হয় সেটা কত না ক্ষুদ্র বৃহৎ নিঃস্বার্থ নির্ম্মল সুখের সমবেত সৃষ্টি! association কথাটার বাংলা মনে আস্‌ছে না, কিন্তু একমাত্র প্রেমই যে এই associationএর মূল, একমাত্র প্রেমই যে আমাদের সুখের মুহূর্তগুলো যথার্থভাবে বাঁধতে পারে তার [আর] তা থেকে অমর সৌন্দর্য উৎপাদন করে তাতে সন্দেহ হয় না। আর যদি সৌন্দর্য্য প্রেমেরই সৃষ্টি হল তবে আনন্দও তাই– প্রেমিক না হলে কেই বা যথার্থ আনন্দিত হয়!

এই সৌন্দর্য্য যে আমারই প্রেমের সৃষ্টি, আমার শুষ্কতা যে একে নষ্ট করে– এই চিন্তার ভেতর আমার জীবনের গৌরব আর দায়ীত্বের গুরুত্ব দুই একসঙ্গে অনুভব করি। যিনি ভালবাসবার

অধিকার দিয়ে আমার কাছে বিশ্বের সৌন্দর্য আর বন্ধুর প্রীতি এনে দিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ দিই, আর শুধু আমারই শুষ্কতা-অপরাধের দরুণ আমি যে আনন্দ হতে বঞ্চিত হই একথা নতমস্তকে স্বীকার করি।

এই সব তত্ত্ব কাল কেবল তত্ত্বকথা বলে আমার মনে পড়ে নি— আমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধকেও সচেতন ও সরস করে তুলেছিল।

আমি বল্‌তে ভুলে গিয়াছিলাম যে কাল আমার জন্মদিন ছিল— সুতরাং আজকের চিঠির এই এতগুলি তত্ত্ব-আলোচনা আমার জন্মদিনের সামান্য উপহার বলে আপনার ভাল লাগতে পারে।

বিদ্যালয়ের সংবাদ কি? এইবার ৭ই পৌষের সময় কি কোনও অভিনয় হবে? সৌরীন্দ্রকে[১] উপর ক্লাসে প্রোমোশন্ দেওয়া সম্বন্ধে কিরূপ ঠিক হল? দীনবন্ধু ভৌমিক মহাশয় আমার কাছে ১০ টাকা পাঠিয়েছেন কুপনটা এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। টাকাটা আজ সত্যেন্দ্রের[২] কাছে মনি অর্ডারে পাঠাব।

যে টেবিল ও চেয়ারটা বোলপুর থেকে এখানে এসেছে সে দুটো আমার নয়। যা হোক যে দুটো এসেছে সেই দুটোই ব্যবহার করছি— এই অদল-বদলের জন্য বোধ করি কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না।

আপনি শুনে নিশ্চিন্ত হবেন যে আস্‌ছে মাস থেকে আমার City Collegeএর কাজ হয়েছে।

জগদীশবাবু malaria জ্বরে পড়েছেন। শুন্‌লাম আপনার শরীরও ভাল ছিল না। কেমন আছেন? আমরা একরকম ভালই আছি।

আপনার

শ্রীমোহিতচন্দ্র সেন

পত্র-প্রসঙ্গ

পত্র-১

১. শূন্য মার্কা – ১১ই চৈত্র ১৩০৯-এর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রকে লিখছেন : "কিন্তু এখন আপনার কবিতা পড়বার অনুকূল সময় কিনা সে আমার একটি ভাবনা আছে। সকালবেলা তখন আপনার মহা ব্যস্ততার সময় – চার দিকে পরীক্ষার কাগজ–সেই কর্ম্মব্যূহের দ্বারে আমারই এই তিনটি ক্ষীণ কবিতা কম্পান্বিত কলেবরে গিয়ে দাঁড়াবে তখন এদের অত্যন্ত দীন চেহারা বেরবে। আপনি চিঠির জবাব দেবার জন্যে কোনো তাড়া করবেন না এবং কবিতা কটাকে পরীক্ষার কাগজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ওর উপরে শূন্য মার্কা বসিয়ে দেবেন না"।

২. শৈলেসবাবু– শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। 'মজুমদার লাইব্রেরি'র স্বত্বাধিকারী।

৩. শমী– শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২.১২.১৮৯৬–২৪.১১.১৯০৭। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন শমীন্দ্রনাথ ও তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রথীন্দ্রনাথ।

৪. রথী–রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭.১১.১৮৮৮–০৩.০৬.১৯৬১।

পত্র-২

১ রেণুকা–রেণুকা দেবী (রাণী) ২০.০১.১৮৯১–১৪.০৯.১৯০৩। স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। রোগাক্রান্ত কন্যাকে নিয়ে কবি আলমোড়ায় হাওয়া বদলে যান।

২. কন্যারত্ন– মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা মীরা গুপ্ত। ৫ই ফাল্গুন ১৩০৯-এর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রকে লিখছেন : "আপনার কন্যার প্রতি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ রহিল। সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে মঙ্গলে সে নিজের জীবনে ও সংসারে ঈশ্বরের প্রেমকে সর্ব্বদা পরিস্ফুট করিয়া রাখুক। শ্রী, হ্রী ও ধী তাহার ভূষণ হউক।" মীরা গুপ্তের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ :

> অস্তসিন্ধু পার হয়ে
> এল মোর বিদায় বারতা
> এ ছবিতে রয়ে গেল
> 'মনে রেখো' এই দুটি কথা।

৩. হাজারীবাগ–মোহিতচন্দ্রকে ২৬ ফাল্গুন লেখা পত্রে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ২৮ ফাল্গুন (বৃহস্পতিবার ১২ মার্চ ১৯০৩) হাজারিবাগ রওনা হন। সঙ্গে ছিলেন পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবী, শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী নলিনীবালা, কন্যা রেণুকা, মীরা ও পুত্র শমীন্দ্র।

৪. জগদীশবাবু— বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ৩০.১১.১৮৫৮–২৩.১১.১৯৩৭।

পত্র-৩

১. কুঞ্জবাবু – কুঞ্জলাল ঘোষ। শিবনাথ শাস্ত্রীর জামাতা। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের শিক্ষক ও কার্য-সম্পাদক।

২. বিপিনবাবু – বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রথম যুগের শিক্ষক।

৩. নগেনবাবু – নগেন্দ্রনারায়ণ রায়। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের শিক্ষক।

৪. রমণীবাবু – রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়। রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের দৌহিত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা উষাবতীর স্বামী। রমণীমোহনের বড়দাদা মোহিনীমোহন ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজার স্বামী। রমণীমোহন দেবেন্দ্রনাথেরও আস্থাভাজন ছিলেন। ৮ মার্চ ১৮৮৮ শান্তিনিকেতনে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ যে ট্রাস্টডীড সম্পাদন করেন তার অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন রমণীমোহন। বছরখানেক পরে তিনি দায়িত্ব ত্যাগ করেন ও তাঁর স্থানে আসেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক থাকাকালীন রমণীমোহন আদি ব্রাহ্মসমাজের সহযোগী-সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে কবি তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা অসুস্থ রেণুকাকে আলমোড়ায় রেখে আসেন। কিন্তু রেণুকার অসুস্থতার বাড়াবাড়ির সংবাদে তাঁকে আবার আলমোড়ায় যেতে হয়। সেসময় যাঁদের ওপর তিনি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ভার দিয়ে যান রমণীমোহন তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের আর্থিক বিষয়েও রমণীমোহন প্রধান পরমর্শদাতা ছিলেন।

৫. জগদানন্দ – জগদানন্দ রায় ১৮.০৯.১৮৬৯—২৫.০৬.১৯৩৩। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস থেকেই বিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে যুক্ত ছিলেন। জগদানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি : "জ্ঞানের ভোজে এ দেশে তিনিই সব প্রথমে কাঁচা বয়সের পিপাসুদের কাছে বিজ্ঞানের সহজ পথ্য পরিবেশন করেছিলেন।" তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ আদৃত হয়েছিল। ৭ই পৌষ ১৩০৮ (২২.১২.১৯০৩) থেকে আগস্ট ১৯৩২ অবধি অধ্যাপনা ও অন্যান্য নানান কাজে শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর সেবা করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (নৈহাটি ১৩৩০ বঙ্গাব্দ) বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *গ্রহ-নক্ষত্র, প্রাকৃতিকী, বৈজ্ঞানিকী, পোকামাকড়, বাংলার পাখী, শব্দ, জগদীশচন্দ্রর আবিষ্কার*।

৬. শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম– শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের শিক্ষক।

৭. শিবধন পণ্ডিত – শিবধন বিদ্যার্ণব শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের শিক্ষক।

পত্র-৪

১. অজিত – অজিতকুমার চক্রবর্তী ১৮৮৬—১৯১৮। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক।

২. মেটকাফ প্রেস– গৌর মুখার্জী স্ট্রীটে অবস্থিত মেটকাফ প্রেস।

পত্র-৬

১. রথী সম্বন্ধে—১৩১০এর ফাল্গুন মাসে রথীন্দ্রনাথের বিবাহ দেবার জন্য কবি আগ্রহী হয়েছেন শুনে মোহিতচন্দ্র চিন্তিত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লেখেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ (বৃহস্পতিবার ২৩ জুলাই) লেখেন : "ভয় নেই। এখন অন্ততঃ তিন চার ফাল্গুন মাসে রথীর বিবাহের সম্ভাবনা নেই। জনশ্রুতির ইতিহাস এই আমি বোধ হয় কারো কাছে কোন সময়ে রথীর বিবাহ দিয়ে ছুটি নেবার জন্যে মনের আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেম। সে কথা কন্যার আত্মীয়দের কানে ওঠে – তারা যথেষ্ট পীড়াপীড়ি আরম্ভ

করে। কিন্তু আমি ইতিপূর্বেই সুস্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করে চিঠি লিখেছি।" এই পত্রে আশ্বস্ত হয়ে মোহিতচন্দ্র এই চিঠি লেখেন।

২. সতীশ – সতীশচন্দ্র রায় ১২৮৯—১৩১০। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের আদিপর্বের শিক্ষক। বয়সে সর্বকনিষ্ঠ (১৯ বছর মাত্র) ছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্র-আদর্শ প্রতিষ্ঠার নিষ্ঠায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। অকালে বসন্ত রোগে ১৯০৪-এ শান্তিনিকেতনে মৃত্যু হয়। রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে পাই "অল্পবয়সের এই একটি কবি ও ভাবুক স্বল্প দিনের সংস্পর্শে আমাকে চিরজীবন তাঁর কাছে ঋণী করে দিয়ে গেছেন।" তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন : "এমন সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে আপনার অন্তঃকরণকে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা আমি অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়না।" সতীশচন্দ্রের ছোটদের পৌরাণিক উতঙ্কের উপাখ্যান নিয়ে রচিত গ্রন্থ 'গুরুদক্ষিণা'র ভূমিকা লেখেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

৩. প্রেম – প্রেমানন্দ সিংহ, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্র, বাড়ি শান্তিনিকেতনের কাছে রায়পুরে। ভবিষ্যৎ জীবনে পরম রবীন্দ্র-অনুরাগী। ["সিংহ তাহার বাড়িতে কালীপূজার দিনে রথী ও প্রেমসিংহকে লইয়া যাবার জন্য ধরাধরি করিতেছে। এই প্রস্তাবে আমার উৎসাহ নাই।" সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০২। আশ্রমের শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথের পত্র। দ্রষ্টব্য : স্মৃতি, পৃষ্ঠা ৮]

পত্র-৭

১. হরিচরণবাবু – হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩.০৬.১৮৮৭—১৩.০১.১৯৪৯। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অভিধানের সংকলক। রবীন্দ্রনাথের জমিদারী পতিসরের কাছারীতে সুপারিন্টেডেন্টের অধীনে আমীনের সহকারী পদে কাজে যোগ দেন। পরে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যোগদান করেন সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে। ১৯৩২-এ অবসর নেন।

২. দীনু – দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬.১২.১৮৮২—২১.০৭.১৯৩৫।

পত্র-৮

১. সন্তোষ – সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ২১.০২.১৮৮৪—০৩.১১.১৯২৬।

পত্র-৯

১. পাঠিকা – সুশীলা সেন। মোহিতচন্দ্র সেনের স্ত্রী ১৮৮২—১৯১৪। সুশীলাদেবী সাহিত্যচর্চাও করতেন। শিশু পাঠ্য 'প্রকৃতি'তে তাঁর কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

২. খুকীদের- পাঠিকার অনুযোগ জেনে রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্র সেনকে (১০.০৮.১৯০৩) লেখেন : "আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকার নামে– তার একটি প্রধান কারণ এই– যে ব্যক্তি লিখেছে সে আজ চল্লিশ বছর আগে খোকাই ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে খুকী ছিলনা। তার সেই খোকা জন্মের অতি প্রাচীন ইতিহাস থেকে যা কিছু উদ্ধার করতে পেরেছে তাই তার লেখনীর সম্বল – খুকীর চিত্ত তার কাছে এত সুস্পষ্ট নয়। তাছাড়া আর একটি কথা আছে–খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহ স্মৃতির শেষ মাধুরী– তখন খুকী ছিলনা মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই তখন

চক্রবর্তী সম্রাট ছিল– সেই জন্যে লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মতো নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে –সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলচে – তাকে নিবারণ করতে পারিনে।"

৩. উপাধ্যায় – ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১১.০২.১৮৬১—২৭.১০.১৯০৭।

৪. ব্রজেন্দ্রবাবু – ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ০৩.০৯.১৮৬৪—০৩.১২.১৯৩৮। ১৯১২—১৯২১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২১—১৯২৯ মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। বিশ্বভারতীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন।

পত্র-১২

১. সৌরীন্দ্র – ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্র।

২. সত্যেন্দ্র—সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (?–২৬.১০.১৯০৮)। কবির মধ্যম জামাতা।

রবীন্দ্রনাথকে লেখা মোহিতচন্দ্র সেনের এই পত্রগুলির অধিকাংশই আংশিকভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। রবীন্দ্রবীক্ষার বর্তমান সংখ্যায় সম্পূর্ণভাবে এগুলি প্রকাশিত হল।

সম্পাদক

গুরুদেবের স্মৃতি

সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯০৬ কিম্বা ১৯০৭ সাল হবে– আমরা তখন গিরিডিতে থাকি। বাবা রোজ সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে যান বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে। একদিন তাঁর ফিরতে একটু রাত হোল। বাড়ি এসে বললেন, "আজ আমার বিশেষ সৌভাগ্য– কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করে এলাম।"

রবীন্দ্রনাথের আবাল্য বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সে সময় গিরিডিতে থাকতেন– তাঁরই বাসায় রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য অতিথি হয়েছিলেন। এই খবর পাওয়ার দু'একদিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে বড়দা (মহিত [যদ্] কুমার) চিঠিতে লিখলেন ছোড়দাকে (প্রভাতকুমার) : "সামনে দেবতা পাইয়াছ প্রাণ ভরিয়া পূজা করিয়া লও।" বড়দা তখন কলকাতার রিপন কলেজে এফ.এ. পড়েন। তাঁর এই একটি ছত্রে সেই স্বদেশী যুগের দেশবরেণ্য হোতার প্রতি বাংলার ছাত্র সমাজের মনোভাব ও অপরিসীম শ্রদ্ধাভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

গিরিডি-নিবাসী একজন যুবক রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে সেই সময়ে শিক্ষকতা করতেন। তিনি যখন ছুটিতে আসেন, তাঁর মুখে আশ্রমের কথা, রবীন্দ্রনাথের কথা, সদ্যলিখিত গান প্রভৃতি শুনতে পেতাম। তখন ছোট বালক ছিলাম— বিশেষ কিছু বুঝতাম না, তবু ভাল লাগত। এই শিক্ষকটির নাম শ্রীযুক্ত হিমাংশুপ্রকাশ রায়– ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে অনেকগুলি বই লিখে ইনি বেশ নাম করেছেন। হিমাংশুবাবু কিছুদিন পরে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ে ইংরেজির শিক্ষক হয়ে যোগদান করেন। তিনি এক নতুন প্রণালীমতে আমাদের ইংরেজি পড়াতে সুরু করলেন। প্রথমে শুধু কানে শুনে শুনে ইংরেজি ভাষার শব্দের সঙ্গে পরিচয় লাভ। Go there-come here, Go to the door, Sit on the chair, Show me your head, Touch your head –ইত্যাদি অনুজ্ঞা ও তার প্রতিপালন– এই ছিল আমাদের ইংরেজি শিক্ষার পদ্ধতি। তিনি যে বইখানা থেকে আমাদের এই সব নির্দেশ দিতেন, একদিন সেখানা হাতে পড়ল– নাম দেখলাম "ইংরাজি শ্রুতিশিক্ষা"– শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত! "শ্রুতিশিক্ষা"র পালা শেষ হতে এল "ইংরাজি সোপান", ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ– শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। এই দুই বইয়ের প্রণালী ও উপযুক্ত শিক্ষকের যত্নে আমাদের ইংরেজি শিক্ষার হাতে খড়ি খুব ভাল ভাবেই হয়েছিল। হিমাংশুবাবু আমাদের শুধু ইংরেজি পড়িয়ে ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁর যত্নে ও উৎসাহে আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতার আস্বাদন পেয়েছিলাম তখন থেকেই। উশ্রীনদীর তীরে তীরে শালবনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বেড়িয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের "নদী" কবিতা আবৃত্তি করতাম। এমনি করে সেই অল্প বয়সেই আমরা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রণালী, কবিতা, গান প্রভৃতির সহিত পরিচিত হবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলাম।

২

১৯১০ সালের আষাঢ় মাস। গ্রীষ্মের বন্ধের পর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সবেমাত্র খুলেছে। মাত্র দিন দুই হল সেখানে গিয়েছি ছাত্র হিসাবে। একদিন সকালবেলা দেখি একটি ঘরের বারান্দায় গুরুদেব দাঁড়িয়ে— ঢিলে পায়জামার উপরে সাদা লংক্লথের পাঞ্জাবী— গলায় চশমার কাল সরু ফিতা, পায়ে দেশী কটকী চটি জুতো। ছোড়দার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধূলা নিলাম— এই প্রথম প্রণাম। ছোড়দা সেখানে এক বছর আগেই গিয়েছিলেন এবং আজ পর্য্যন্ত সেখানেই আছেন।

গুরুদেবের বয়স তখনও পঞ্চাশ পূর্ণ হয়নি— মাথার চুল ও দাড়িগোঁফে সাদার রেখা ফুটতে আরম্ভ করেছে। সেদিন সকালে তিনি আশ্রম পরিদর্শন করতে বের হয়েছিলেন— আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে যেতে লাগলেন। যখন যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে। . . . তিনি সে সময় আশ্রমের সর্ব্বপুরাতন "শান্তিনিকেতন" গৃহের উপরের তলায় থাকতেন। নীচের তলায় থাকতেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমরা যে ঘরটায় থাকতাম সে ঘরটা ছিল তাঁর বাসগৃহের সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী। কোনো কোনোদিন ভোররাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেছে— শুনতে পাচ্ছি গুরুদেব তাঁর গৃহের ছাদের উপর থেকে গান গাইছেন, "তিমির দুয়ার খোলো, এস এস নীরব চরণে" অথবা "তুমি আপনি জাগাও মোরে।" তখন আশ্রমের আমাদের শয্যাত্যাগের ঘণ্টা পড়েনি— ভোর ৪টা/৪॥ টা হবে— এই ছিল গুরুদেবের উপাসনার সময়। প্রত্যহ এই সময়টা তিনি সমাহিতচিত্তে ঈশ্বরাধনায় যাপন করতেন— উপাসনান্তে প্রায়ই এক একটি গান লিখতেন— যেন সেগুলি তাঁর সাধনালব্ধ আশীর্ব্বাণী।

কোনো কোনো দিন গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তরকে আলোড়িত করে গুরুদেবের গানে সুর উঠেছে : "জাগে নাথ জ্যোৎস্নারাতে"। সে সুরের মূর্চ্ছনায় আশ্রমের আকাশবাতাস উদ্বেলিত হয়ে উঠত— যে যেখান থেকে শুনতে পেত— তাদের মধ্যে শিহরণ খেলে যেত! . . .

গানের সুর তিনি নিজেই দিতেন, কিন্তু সুর দেওয়ামাত্র কাকেও না শেখালে তা তিনি অনেক সময় ভুলে যেতেন। সেই জন্যে সুর দেওয়া হলেই, তিনি গানটি হয় অজিতবাবু নয়ত বা তাঁর সকল গানের ভাণ্ডারী ও সকল সুরের কাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শিখিয়ে দিতেন। তিনি যখন দিনুবাবুকে গান শেখাতেন সেই সময়ে আমরা সুযোগ পেলেই উপস্থিত থাকতাম। গানের ভাবে বিভোর ও সুরের মূর্চ্ছনায় উচ্ছলিত সেই স্বর্গীয় মুখচ্ছবি আমাদের চিত্তপটে চিরদিনের মত অঙ্কিত হয়ে গেছে।

যখন দিনুবাবু আশ্রমে অনুপস্থিত থাকতেন, তখন গানের ঝোঁক এলে গুরুদেব লোক খুঁজে বেড়াতেন কাকে গান শেখানো যায়। একবার গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে, বিশেষ কেউ আশ্রমে নেই— কিন্তু গুরুদেবের মনে সুরের বান এসেছে— কাউকে না শেখালে সে সুর ত চলে যাবে, কি করেন— সামনে পেলেন কয়েকজন ছোট মেয়েকে। তাঁদের ধরে গান শেখাতে সুরু করলেন,

"সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে।" তাঁর গানের শক্ত সুর ছোট ছোট মেয়েরা ধরতে পারবে কেমন করে! দু'একবার গাইলেই দিনুবাবু সুর শিখে ফেলেন।–৮/১০ বার গাইলেও ছোট মেয়েরা ধরতে পারেনা— গুরুদেব মহা মুস্কিলে পড়লেন— অনেক চেষ্টার পর হাল ছেড়ে তাদের বিদায় করে দিলেন– তারাও ছুটি পেয়ে বাঁচল।

যে সুর তিনি নিজে দিয়েছেন সেই সুর তাঁকে আবার দিনুবাবুর কাছ থেকে শিখতে হয়েছে। "ফাল্গুনী" অভিনয়ে তিনি অন্ধবাউলের অংশগ্রহণ করেছিলেন। গানগুলির সুর ভাল করে কসরৎ করে তবে অভিনয়ে নেমেছিলেন। কিন্তু মঞ্চে উঠে গাইতে গিয়ে তিনি অন্যসুরে গান ধরে দিয়েছেন, "মন মন রে আমার, তুই ফেলে এসেছিস কারে"— দিনুবাবু ছিলেন পর্দার আড়ালে— সেখান থেকেই তিনি তৎক্ষণাৎ খুব জোর গলায় ঠিকসুরে গানটি গাইতে আরম্ভ করলেন— গুরুদেব তখন তাড়াতাড়ি নিজের ভুল শুধরিয়ে ঠিক সুরে গান ধরলেন।

একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি গানের সুর ভুলে যান কি করে? দিনুবাবু ত এত গানের সুর একটিও ভোলেন না!' মৃদু হেসে তিনি জবাব দিলেন, "ভুলি তাই রক্ষে! তা না হলে সব গানের একই সুর বসিয়ে যেতাম— রামপ্রসাদী সুরের মত।"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়— অনেক পুরাতন গানের সুর তাঁর ঠিক মনে থাকত। ১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসে পূজোর ছুটির পূর্ব্বে "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে তিনি ধনঞ্জয় বৈরাগীর অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নাটকের শেষের দিকে, নাটকে নেই এমন একটি পুরাতন গান তিনি হঠাৎ এমন ভাবে গেয়ে উঠলেন যে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে শিহরণ খেলে গেল। তখন তাঁর গলার জোর ছিল এবং স্বর ছিল অতি সুমিষ্ট– তার উপরে ছিল প্রাণের সমস্ত দরদ— তিনি যখন 'বঁধু হে,ফিরে এস, আমার তৃষিত, তাপিত চিত, নাথ হে ফিরে এস,' আবেগপূর্ণ কণ্ঠে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে গাইতে লাগলেন, তখন এমন কেউ সেখানে ছিলনা যে অশ্রু সংবরণ করতে পেরেছিল। কত বছর হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও সেই অপরূপ মুখচ্ছবি এবং সুরের মূর্চ্ছনা আমাকে যেন অভিভূত করে রেখেছে। . . .

গুরুদেব ছিলেন আদর্শ শিক্ষক— ইংরাজিতে যাকে বলে Ideal বা Born teacher । নিজের বাল্যকালে ইস্কুল ও শিক্ষক সম্বন্ধে তাঁর ভাগ্য ছিল নিতান্ত মন্দ, যে কথা তিনি বার বার তাঁর নানা লেখায় প্রকাশ করে গেছেন। অধ্যাপনা তাঁর কাছে ছিল প্রাণের জিনিষ– অত্যন্ত সহজ ও সরল। কি করে শিশুদের মনকে আকৃষ্ট করতে হয় এবং পাঠ্য বিষয়টির মধ্যে তাদের মনকে কি করে নিবিষ্ট করাতে হয় তা তাঁর মতন আর কেউ জানত না। আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা কিছুদিন তাঁর কাছে ইংরেজি ও বাংলা পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। ইংরেজির পাঠ্যপুস্তক ছিল Charles Dickens এর A Child's History of England আর বাংলা পাঠ্য ছিল তাঁরই রচিত 'সতী', 'নরকবাস' ও 'গান্ধারীর আবেদন'।

ইংরেজি পড়াবার রীতি এখনও মনে আছে— তাকে বলা যেতে পারে Synthetic বা

Constructive method— একটি ছোট বাক্যাংশ বা Phrase দিয়ে আরম্ভ করে তার সঙ্গে অন্যান্য শব্দ বা বাক্যাংশ জুড়ে জুড়ে লম্বা বাক্য বা Sentence রচনা করা— এই ছিল তাঁর পদ্ধতি। একটা উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্যটা হয়ত সুস্পষ্ট হবে। ধরা যাক্, বইয়ের প্রথম Sentence হচ্ছে : " There was once a pond far from the highway, and in it lived three fish in peace and happiness." গুরুদেবের উদ্দেশ্য ছাত্রেরা নিজে নিজে অনেকগুলি বাক্য বা Sentence রচনা করতে পারে যার কাঠামোটা হবে উপরিলিখিত বাক্যটির মত। শুধু ঐ Sentenceটার মানে অথবা কতকগুলো শব্দের মানে শিখলেই ইংরেজি শেখা হয় না। যতক্ষণ না ছাত্র ঐ বাক্যটি নিজের আয়ত্বাধীন করতে পারছে ততক্ষণ শেখানো সম্পূর্ণ হচ্ছে না–"It is not taught, until it is learnt" এই ছিল গুরুদেবের অধ্যাপনার আদর্শ। সেইজন্যে 'There was a pond'–এই বাক্যটির মত ১৫/২০টা বাক্য ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করলেন। তারপর far from the highwayর মত Phrase অনেকগুলো মুখে মুখে গঠিত হ'ল। এরপরে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশদুটি মিলিয়ে সামঞ্জসীভূত এক একটি বড় Sentence তৈরি করা তেমন শক্ত নয় যেমন : "There was once a village far from the town এইভাবে বাক্যের দ্বিতীয় clauseটির অনুরূপ অনেকগুলি বাক্যও তৈরি হত–এইভাবে চলত বাক্যের পর বাক্য রচনা— পাঠ্যপুস্তকের sentence গুলি উপলক্ষ্য মাত্র।

এ গেল পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে ইংরেজি শিক্ষা দেবার প্রণালী। অনেক সময়ে কোনো পাঠ্যপুস্তক ব্যতিরেকে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করতেন। 'সোরাব ও রুস্তামে'র গল্পটি অবলম্বন করে একখানি ইংরেজি শিক্ষার বই লিখে তাঁর নিজের প্রণালী মতে কিছুদিন ধরে ছাত্রদিগকে পড়িয়েছিলেন। তাঁর পদ্ধতির প্রধান সূত্র ছিল— ছোট ছোট বাক্য দিয়ে সুরু করে বড় বড় বাক্য রচনা। এই বড় বাক্যগুলি ক্রমশঃ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত হয়ে গল্পের উপাদান তৈরি হত। বলা বাহুল্য তিনি বাংলায় যোগাতেন বাক্যের কাঠামোগুলি এবং ছেলেরা চেষ্টা করত সেগুলো ইংরেজিতে রূপান্তরিত করতে— মোট কথা তাঁর প্রণালী ছিল translation method. 'ইংরাজি সোপান' বইগুলি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন এই বইতেও তিনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। বাহুল্যভয়ে উদাহরণ দিলাম না।

শান্তিনিকেতন আশ্রম তাঁর প্রাণের অতি নিকটবস্তু ছিল— তিনি কখনো একসঙ্গে বেশিদিন এর থেকে দূরে থাকতে পারতেন না— বাইরে গেলেই আশ্রমে ফেরবার জন্য তাঁর মন ছট্‌ফট্ করত। বিশেষ করে আশ্রমের কোন উৎসবে তিনি উপস্থিত না থাকলে আশ্রমবাসী কারো ভাল লাগত না— তাঁরও মন বিশেষ উতলা হত। একবার বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসবের আগে গুরুদেব কলকাতায় ছিলেন। বর্ষশেষ-সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা হবে—আচার্য্য হবেন কোন এক শিক্ষক। সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্নানাদি সেরে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করে আমরা মন্দিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি— তখনও মন্দিরের উপাসনার সময় হতে কিঞ্চিত দেরি আছে— হঠাৎ শুনি

মন্দিরের বড় ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং। আমরা ত অবাক! ঘণ্টা বাজায় কে? গুরুদেব না থাকলে অন্য কেউ মন্দিরের ঘন্টা ত বাজায় না! তাড়াতাড়ি সব মন্দিরের দিকে গিয়ে দেখি গুরুদেব আস্তে আস্তে ঘন্টা বাজাচ্ছেন। আমরা যেমন বিস্মিত, তেমনি আনন্দিত। পরে শুনলাম ঐ দিন তাঁর আসবার কোন কথা ছিল না— কিন্তু কলকাতায় কিছুতেই তাঁর মন টিক্‌ল না— চাকর বাকরদের ব্যতিব্যস্ত করে তাড়াহুড়ো দিয়ে ট্রেন ধরে চলে এসেছেন—যাতে বর্ষশেষের সন্ধ্যাবেলা ও নববর্ষের প্রাতঃকালে আশ্রমবাসী সকলকে নিয়ে উপাসনায় বসতে পারেন!

৭ই পৌষের দিনটি শান্তিনিকেতন আশ্রমের একটি বিশেষ স্মরণীয় ও পবিত্র দিন— ঐ দিনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং ঐ দিনে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐদিনটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্যে শান্তিনিকেতনে প্রতিবৎসর বিশেষ উৎসব ও মেলা হয়ে থাকে— আশেপাশের গ্রাম থেকে গ্রামবাসীরা ঐ মেলায় যোগদান করে আনন্দ উপভোগ করে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়েছিল ৭ই পৌষের পুণ্য দিনে— কিন্তু প্রতিবৎসর ৮ই পৌষ তারিখে বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আশ্রমের এই উৎসবের সময় গুরুদেব পারতপক্ষে আশ্রম থেকে অনুপস্থিত থাকেন নি কখনও— যেখানেই থাকুন না কেন এই উৎসবের দিনে তিনি আশ্রমে এসে উৎসব সুসম্পন্ন করতেন। একবার তিনি সে সময় (১৯১২) আমেরিকায় ছিলেন— সেখান থেকে কোন এক অধ্যাপকমশায়ের কাছে এক চিঠিতে লিখেছেন : "আজ ৭ই পৌষ। কাল সন্ধ্যার সময় যখন একলা আমার শোবার ঘরে আলো জ্বালিয়ে বসলুম, আমার বুকের মধ্যে এমন একটা বেদনা বোধ হতে লাগল যে আমি বলতে পারিনে। সে-বেদনা শরীরের কি মনের তা জানি নে, কিন্তু আমাকে ব্যাকুল করে তুল্লে। তখন আমার মনে পড়ল ঠিক সেই সময়ে তোমাদের ভোরের বেলার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। কেন না এখানকার সঙ্গে তোমাদের সময়ের প্রায় বারোঘণ্টা তফাৎ। তোমাদের সমস্ত উৎসব আমার হৃদয়কে বোধহয় আকর্ষণ করছিল। কাল রাত্রে ঘুম থেকে মাঝে মাঝে জেগে উঠে ব্যথাবোধ করছিলুম। স্বপ্ন দেখলুম, তোমাদের সকালবেলাকার উৎসব আরম্ভ হয়েছে— আমি যেন এখান থেকে সেখানে গিয়ে পৌঁচেছি, কিন্তু কেউ জানেনা। তুমি তখন গান গাচ্ছ, "জাগো সকল অমৃতের অধিকারী"। আমি মন্দিরের উত্তরের বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে ছায়ার মত যাচ্ছি-- তোমাদের পিছনে গিয়ে বসব— তোমরা কেউ কেউ টের পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে উঠেছ। এমনতর সুস্পষ্ট স্বপ্ন আমি অনেকদিন দেখিনি।"

আমাদের সভাসমিতির অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমস্তই পরিচালিত হত সম্পূর্ণ দেশী প্রথানুযায়ী— টেবিল চেয়ারের বালাই ছিল না— এমন কি সভায় হর্ষসূচক হাততালি দেওয়া অথবা অন্যকোনরূপ বিদেশী শব্দ উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল— গুরুদেব এসব জিনিষের প্রতি বিশেষ বিরূপ ছিলেন। ভাল লাগলে বা উৎসাহ দিতে হলে 'সাধু' 'সাধু' বলার প্রথা গুরুদেব প্রবর্ত্তন করেছিলেন।

আশ্রমের ছাত্র অধ্যাপক প্রভৃতি সকলে প্রকাণ্ড খাওয়ার ঘরে একত্রে আহার করতেন— প্রায় ২০০ লোক একসঙ্গে। একবার কোন বিশেষ কারণে এক বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা ছিল। ভূরিভোজের পর স্ফূর্ত্তি করবার জন্যে জনকয়েক বড় ছেলে "হিপ হিপ হুররা"র পরিবর্ত্তে তারই অনুকরণে "ঠিক ঠিক বাহবা" বলে হর্ষধ্বনি করলে— তাতে অন্য সব ছেলেরা যোগ দেওয়াতে আওয়াজটি বেশ জোর হয়েছিল নিঃসন্দেহ। আহারান্তে আমরা সবাই একে একে বের হয়ে আসছি হাসতে হাসতে— সামনে দেখি সবাই চুপচাপ— গুরুদেব লণ্ঠন হাতে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছেন। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন "তোমরা কেন হিপ হিপ হুররে" দিচ্ছিলে? জানানো ওটা আমাদের মুখে ভাল শোনায় না। ওটা আমাদের দেশীয় ডাক নয়!" ইত্যাদি। কোন বড় ছেলে হয়ত আস্তে আস্তে বলেছিল আমরা 'হিপ হিপ হুররা' বলে চেঁচাইনি— আমরা বলেছিলাম 'ঠিক ঠিক বাহবা'। তাতে তিনি হাসলেন, বল্লেন "না, ঐ তর্জমা করা বিদেশী চিৎকারও চলবে না— ওটা শুনতে বিশ্রী। চিৎকার করতে চাও জয়ধ্বনি দাও— সেটা আমাদের কানে সইবে— কিন্তু বিদেশীধ্বনির তর্জমাও সইবেনা।" এগুলো যে ঠিক তাঁর মুখের কথা, তা এতদিন পরে সঠিক বলতে পারব না। তবে তখন মনের উপর যে ছাপ পড়েছিল সেটা ভাষায় দাঁড় করালে ঐ রকম আকৃতি নেয়।

১৯১১ সালে বিলাত যাবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত গুরুদেব অর্শরোগে ভীষণ যন্ত্রণা পেতেন— স্থির হয়ে দু'দণ্ড বসতে পারতেন না। রাত্রে অনেক সময় ঘুম হোতোনা। কিন্তু কোনদিন কারো কাছ থেকে এতটুকু সেবা গ্রহণ করেন নি। সব কষ্ট নিজে মুখ বুঁজে সহ্য করতেন। কেউ সেবা করতে গেলেও সরিয়ে দিতেন। বিলাতে অস্ত্রোপচারের পর ঐ দুরন্ত রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান।

গুরুদেবের মত নিরলস কর্ম্মী খুব কম দেখা গেছে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম— সারাদিন বিশ্রাম নেই, নিজের লেখা পড়া নিয়ে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। বোলপুরের মত গরম জায়গায় চৈত্র বৈশাখ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে তিনি তাঁর ঘরের সব দরজা জানলা খুলে রেখে বসে বসে লিখছেন, না হয়ত কিছু পড়ছেন— আর উত্তপ্ত হাওয়া হা হা করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুস্থশরীরে কখনও তাঁকে দিনের বেলায় শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখিনি।

একদিন ঐরকম দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে তিনি তাঁর দোতলার ঘরে বসে লিখছেন। দিনুবাবু ও ছোড়দা গেছেন তাঁর কাছে কোন এক কাজে। গুরুদেবের চাকর সাধুচরণ গুরুদেবের পাশে এক গেলাস হরিতাভ শরবৎ রেখে গেল। গুরুদেব একটু করে চুমুক দিতে দিতে কথা বলতে লাগলেন। দিনুবাবু ও ছোড়দা তাঁর সরবতের গেলাসের দিকে চেয়ে আছেন দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে দিনু, কি প্রভাত, একটু শরবৎ খাবে?" বলেই সাধুচরণের প্রতি আজ্ঞা দিলেন। প্রভুভক্ত ভৃত্য অনতিবিলম্বে তাঁদের সামনে আধগেলাস করে শরবৎ রেখে গেল। গুরুদেবের মুখে একটা কৌতুকের স্মিতহাস্য। দাদা ও দিনুবাবু সাগ্রহে সরবতের গেলাস মুখে

তুলে একবার চুমুক দিয়েই আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলেন। গুরুদেব তাই দেখে হেসে বললেন, "কি? মনে হচ্ছিল আমি কি উপাদেয় শরবৎ না খাচ্ছি! এ হচ্ছে নিমপাতার রস— এই দারুণ গ্রীষ্মের সময়ে বিশেষ উপকারী।"

১৯১৮ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সময়ে আশ্রমবাসী সকলকে গুরুদেব জোর করে পঞ্চতিক্ত-পাঁচন খাইয়ে ঐ মহামারীর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

প্রত্যহ রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বে বৈতালিক ছাত্রদল আশ্রম প্রদক্ষিণ করে গান করত। একদিন তারা গান ধরেছে, "আমার ভাঙ্গা পথের রাঙা ধূলায় পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন"— গানের কথাগুলো যেমন, সুরও তেমনি করুণ। বৈতালিক দল গান গেয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে গেল। গুরুদেব গান শুনে তাঁর ঘর থেকে নেমে এসেছেন– বৈতালিক দলের সর্দ্দারকে বললেন, "এ গান তোমরা গাইবে না, এ গান গাইবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" তারপর বুঝিয়ে দিলেন, যে কোনো গান বৈতালিক গানের পক্ষে উপযুক্ত নয়— স্থানকাল পাত্র বিবেচনা করে গান গাইতে হয়। এর পরে তাঁর নির্দ্দেশক্রমে একটি গানের চয়নিকা তৈরী হলো— নাম হলো "বৈতালিক"।

১৯১৫ সালে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। সঙ্গে পরিবারের লোক ছাড়াও ছিল তাঁর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের জনকুড়ি ছাত্র। গুরুদেব সবাইকে থাকবার জায়গা দিলেন আশ্রমে। গান্ধীজী আশ্রমে এসেই সংস্কার কার্য্যে হাত দিলেন— অবশ্য তাতে গুরুদেবের সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল। মহাত্মা গান্ধী রান্নাঘরের চাকরবামন প্রভৃতি সব ছাড়িয়ে দিলেন— তাঁর ইচ্ছায় ছাত্রেরা নিজে সব কাজ করতে লাগল— বাসন মাজা, তরকারি কোটা, রান্নাকরা ইত্যাদি। এতে কিছুদিন সকল ছাত্র অধ্যাপকের খুবই খাটুনি গিয়েছিল— পড়াশোনাও যে ক্ষতি না হয়েছিল তা নয়। একদিন গুরুদেব বড় ছেলেদের ডেকে বললেন, "আমি নিজে কখনও কষ্ট করিনি, তাই তোমাদেরও কষ্ট করতে বলতে পারিনি। যিনি নিজে কষ্ট করতে পারেন, এবং আজীবন কষ্ট সহ্য করেছেন, তিনিই অন্যকে কষ্ট করতে বলতে পারেন। তাই আজ যে গান্ধীজী তোমাদের নিজেদের কাজ নিজে করবার জন্যে আহ্বান করেছেন, সেইটাই হয়েছে সমীচীন।"

একবার একজন লুথানিয়াবাসী রাসায়নিক (Chemist) আশ্রমে কিছুদিনের জন্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুরুদেবের অভিপ্রায় অনুসারে নারিকেল তেলকে খাদ্যোপযোগী করা যায় কিনা এই নিয়ে উক্ত রাসায়নিকের নির্দ্দেশানুযায়ী পরীক্ষা আরম্ভ করি। পরীক্ষার ফলস্বরূপ খানিকটা তেল প্রস্তুত হলে তা দিয়ে কিছু আলুভাজা হয়েছিল। গুরুদেব রোজ লেবরেটরিতে এসে খোঁজ নিতেন আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছি— যখন শুনলেন আমরা আলুভাজা করেছি— তিনি নিজে সেই আলুভাজা খেয়ে তারিফ করলেন এবং আমাদের উৎসাহ দিলেন।

গুরুদেবের উপদেশক্রমে এরপর আমরা উইপোকা নিবারণের উপায় নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করি। এইসময় একদিন দুপুর বেলা গুরুদেবের চাকর সাধুচরণ এসে বলল, "বাবুমশায়

ডাকছেন।" গিয়ে দেখি তিনি বিছানায় শুয়ে— জ্বর হয়েছে রাত্রি থেকে। আমাকে বসতে বলে উইপোকা নিবারণ সম্বন্ধে আমাদের পরীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করলেন— আমাদের পরীক্ষার বিষয় সব কথা বললাম। তিনি খুব উৎসাহ দিয়ে আরো নানারূপ পরীক্ষা হাতে নেওয়ার বিষয়ে উপদেশ দিলেন। কি করে আশ্রমের কাজ নানাভাবে প্রসারিত হতে পারে, এইসব নানা বিষয়ে তিনি বলে যেতে লাগলেন। অসুখ শরীরের কথা মনে করিয়ে দিয়েও ক্ষান্ত করা গেল না। নিজে লিখতে পড়তে পারছেন না— কিন্তু সক্রিয় মনকে কি করে চাপা দিয়ে রাখেন?

আর একদিন কোন এক কাজে তাঁর কাছে গেছি! তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন, ''জানিস, কাল রাত্রিতে আমার পায়ের আঙুলে বিছে কামড়েছিল। তখন রাত্রি একটা দেড়টা হবে— কি আর করব! বেশ যন্ত্রণা হতে লাগল— বিছানায় উঠে বসে মনটাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করলাম– ভাবতে লাগলাম, যাকে বিছেয় কামড়েছে সে আমি নই- আমি আর ঐ পা ভিন্ন— এই রকম করে ২/১ মিনিট ভাবতেই মনটাকে দেহ থেকে বিযুক্ত করতে পারলাম— বস্, তখন আর জ্বালা যন্ত্রণা বোধ থাকল না।"

প্রত্যহ সন্ধ্যার উপাসনার পর থেকে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত অর্থাৎ রাত্রির আহারের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত ছিল বিনোদন পর্ব্ব— সেই সময়টা শিক্ষক মশায়রা পালা করে নানা বিখ্যাত বইয়ের গল্প ছোটছেলেদের শোনাতেন। গুরুদেব বসতেন বড়ছেলে ও শিক্ষকদের নিয়ে— বড় বড় কবির লেখা থেকে মুখে মুখে তর্জমা করে শুনিয়ে যেতেন। Keats, Shelley, Browning প্রভৃতি কবির অনেক লেখার সঙ্গে এইভাবে সকলের পরিচয় করিয়ে দিতেন। মুখে মুখে অনুবাদ করার ক্ষমতাও ছিল অদ্ভুত— ইংরেজি বইয়ের দিকে চোখ রেখে মুখে অনর্গল বলে যেতেন যেন বাংলা লেখা পড়ে চলেছেন! মাঝে মাঝে কোন সদ্যপ্রকাশিত বিখ্যাত গ্রন্থ থেকেও পড়ে শোনাতেন যাতে সকলে বাইরের পৃথিবীর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। সেই জন্যে চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধে নব প্রকাশিত তথ্য তিনি সকলকে অনেক সময় শোনাতেন।

গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি কিছু নতুন লেখা হলেই এই সকল বৈঠকে তিনি সকলকে শোনাতেন। কিন্তু নিজের কবিতার ব্যাখ্যা করতে তাঁর বরাবর বিশেষ সঙ্কোচ ছিল। সকলের বিশেষ অনুরোধে তিনি একসময় 'বলাকা'র কবিতাগুলি ধারাবাহিকরূপে ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিলেন।

নিজের লেখা পুরাতন গল্প উপন্যাস প্রভৃতির ঘটনাবলি তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছিলেন। গোরা উপন্যাসের গল্পাংশ কিছুই মনে ছিল না— তাই প্রস্তাব করলেন সকলকে নিয়ে গোরা উপন্যাসখানি আগাগোড়া পড়বেন। সাধারণত সন্ধ্যাবেলাতেই পড়া হ'ত— পড়ার পর নানারূপ আলোচনা চলত। এই আলোচনা ছিল বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। ভাগ্যক্রমে কিছু কিছু আমার সে সময়কার ডায়েরীতে লেখা ছিল। গোরা উপন্যাসের উৎপত্তি সম্বন্ধে গুরুদেব একদিন বললেন : একবার জগদীশ বসু, তাঁর পত্নী ও ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে শিলাইদহে ছিলেন। তাঁদের ফরমাইস মত মুখে মুখে তৈরী করে গোরা গল্পের কাঠামো একদিন তাদেরকে

শোনান। তবে শেষটী ছিল অন্যরকম। গোরা যখন জানতে পারলে যে সে ইংরেজ এবং সুচরিতাকে বিয়ে করতে চাইলে, তখন সুচরিতা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে। সে বললে, 'তোমার কাছ থেকেই জেনেছি আমি হিন্দু এবং আমাকে হিন্দুই থাকতে হবে।' এইখানেই গল্প শেষ হল। এতে Sister Nivedita ভয়ানক দুঃখিত হলেন, বল্লেন, "It is cruel to think like that of the Bengali women."

এই প্রসঙ্গে গুরুদেব বলেন যে হঠাৎ গল্প বলার ফরমাইসে অনেক গল্পের উৎপত্তি হয়েছে মুখে মুখে তারপর সেগুলো কাগজে লেখা হয়েছে। অনেক সময়ে অনেক গল্পের প্লট চারুবাবু, প্রভাতবাবু প্রভৃতিকে তিনি দিয়েছেন, কিন্তু সকলে সবগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি।

আর একদিন গোরা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "গোরার মধ্যে যে জোর করে দেশের কথা বোঝাবার প্রবৃত্তি আছে, এটাকে আমি সমর্থন করিনে। বাইরে থেকে hypnotise করে স্বাজাত্যবোধ উদ্রেক করা যায় না— সেটা অস্বাভাবিক। আমরা হাতে হাতে ফল পেতে চাই বলেই আমরা যে কোন উপায়ের আশ্রয় নিই– আমি কিন্তু জোর জবরদস্তির পক্ষপাতী নই কোনদিন।" গোরা ও সন্দীপের তুলনামূলক আলোচনা করে বলেন, "এ দুজনের মধ্যে চারিত্রগত পার্থক্য যথেষ্ট— সন্দীপের দেশভক্তির পিছনে কোনো moral principles নেই– শক্তিতে সামর্থ্যে বাইরের ঐশ্বর্য্যে দেশ বড় হোক, সন্দীপ এই কামনা করেছে। কিন্তু গোরা চেয়েছে দেশের ভিতরকার আদর্শকে– তাকে পাবার জন্যে সাধনা করেছে। এই খানেই হচ্ছে দুজনের মধ্যে পার্থক্য।" "পরেশ হচ্ছেন একটি সাঞ্জস্যের প্রতিমূর্ত্তি— সমস্তকে একটা সুরে বেঁধে দিচ্ছেন তিনি। পরেশই আমার মনের Ideal ছিলেন। তবে কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অনেক Ideaর পরিবর্ত্তন হচ্ছে— এখন যদি গোরা লিখতাম, তাহলে অন্যরকম করে সমস্যার সমাধান করতাম হয়ত।"

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে গুরুদেব আশ্রমে রয়েছেন— আর বিশেষ কেউ নেই। অধ্যাপকরা সবাই চলে গেছেন। একদিন বিকালে সাধুচরণ এসে হাজির : "বাবুমশায় ডাকছেন"। যেতেই বল্লেন, "বোস, আমার সঙ্গে চা খা। একলা একলা খেতে ভাল লাগে না। সামনের টেবিলে খাদ্যসামগ্রী সাজানো— চিঁড়েভাজা, পেঁপে, আম, চা চিনি দুধ ইত্যাদি। পাৎলা চায়ে অনেকখানি দুধ মিশিয়ে নিজের জন্যে চা করে নিলেন। আমাকে আমার ইচ্ছামত চা করে নিতে বল্লেন। তাঁর সঙ্গে একত্রে একই টেবিলে খেতে আমার বিশেষ সঙ্কোচ হচ্ছিল—কিন্তু তাঁর সেই স্নেহের কথা মনে করে আজ মন আপনা থেকেই প্রণত হচ্ছে।

আর একবার বোলপুর থেকে কলকাতায় যাচ্ছি— সেই গাড়ীতে গুরুদেবও কলকাতায় যাচ্ছিলেন। বর্দ্ধমানে গাড়ী থামতেই তাঁর চাকর এসে তলব করল, "বাবুমশায় ডাকছেন।" তাঁর গাড়ির সামনে দাঁড়াতেই বললেন, " ভিতরে আয়।" ভিতরে গেলে বেঞ্চিতে বসতে বলে চাকরকে বললেন আমার হাতে একখানা রেকাবি দিতে। তারপর তাঁর সামনে ঢাকা রেকাবি

খুলে ছুরি দিয়ে আটার পরোটা কাটতে উদ্যত হলেন। আমি দেখলাম তাঁর নিজের জন্যে একখানা মাত্র পরোটা আনা হয়েছে— তার থেকে অর্দ্ধেক আমাকে দিতে যাচ্ছেন। আমি বল্লাম আমাকে দিলে আপনার আর কি থাকবে? আমি কিছু কিনে যাব'খন। পরোটাখানা আপনার জন্যে থাক। আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ করে বসে খা" বলে আধখানা পরোটা আমাকে দিলেন সঙ্গে আলুর তরকারিও। এ স্নেহ কি কোনদিন ভোলবার?

গুরুদেবের কাছে প্রায়ই চিঠি আসত কোনো এক উপলক্ষে কবিতা লিখে দেবার জন্যে। মান্দ্রাজে কোন এক স্কাউট Kings Scout হয়েছে সেই উপলক্ষে কবিতা লিখে পাঠাবার তাগিদ এল। আমাকে বললেন, "লিখে দে ত আমার হয়ে Poems cannot be made to order" ইত্যাদি। অনেক কবিযশপ্রার্থী গ্রন্থকার তাঁর কাছে স্বরচিত কবিতা পাঠাতেন তাঁর মতামতের জন্যে। এইরকম কোনও এক কবির কবিতার খাতাখানা আমায় দিয়ে বললেন, 'লিখে দে, কবিতার শ্রেণী বিভাগ নেই— কবিতা হওয়া চাই প্রথম শ্রেণীর— তার ২য় ও ৩য় শ্রেণী নেই।' বলা বাহুল্য তখন তাঁর খাস প্রাইভেট সেক্রেটারি বলে কেউ ছিল না— কিম্বা পুত্র-পুত্রবধূ তাঁর কাছে থাকতেন না।

কলকাতায় কলেজে পড়বার সময়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'বিচিত্রা' ক্লাবের অধিবেশনে মাঝে মাঝে যেতাম— বিশেষত যখন গুরুদেব উপস্থিত থাকতেন। এই 'বিচিত্রা' ক্লাব তখন কলকাতার সাহিত্যিকদের মিলিত হবার বিশেষ সহায়ক ছিল। এর উদ্যোগে 'ডাকঘর' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র অভিনয়ের কথা কখনও ভোলার নয় তাছাড়া প্রায়ই সাহিত্যালোচনা সঙ্গীতাদি হত। দু'একটা ঘটনা এখনো মনে আছে। 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী' কবিতাটি গুরুদেব আবৃত্তি করে চলেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোতে শ্রীযুক্তা ইন্দিরাদেবী তার সুরটি বাজিয়ে যাচ্ছেন— সে যে কি অপূর্ব্ব তা যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই অনুভব করেছিলেন।

আর একদিন আলোচনার বিষয় ছিল 'উপন্যাসের ভাষা'। অন্যান্য অনেক সাহিত্যিকদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন। গুরুদেব আলোচনার বিষয়টি উত্থাপন করে সকলকে মতামত ব্যক্ত করতে আহ্বান করলেন। কেউ বিশেষ কিছু বলছেন না দেখে গুরুদেব শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন "শরৎ, তুমি কি বল? উপন্যাসের ভাষা সম্বন্ধে তোমার কি মতামত ?" শরৎবাবু বললেন, "আমি কি বলব ? আপনি যা লিখবেন তাই হবে ভাষা— আপনি যে ভাষার সৃষ্টির করবেন, আমরা করব তার অনুসরণ। আমার মনে হয় এখন পর্য্যন্ত "গোরা"র ভাষা হচ্ছে আমাদের আদর্শ-স্থানীয়। আমি ত নিজে "গোরা"র ভাষাকে মডেল করেছি।" আলোচনা এইভাবে শুরু হল।

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন প্রবাসী কোনো বন্ধুর কাছে শুনেছি যে তিনি (শরৎচন্দ্র) 'গোরা' বইখানি কমপক্ষে ৪০ বার আদ্যন্ত পাঠ করেছিলেন এবং এর ভাষা অনুকরণ করে প্রথম প্রথম অনেক রচনা বারে বারে লিখেছেন ও ছিঁড়েছেন— যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'গোরা' অনুরূপ না হয়েছে ততক্ষণ ক্ষান্ত হন নি।

১৯৩৭ এপ্রিল মাস। উপরে বর্ণিত ঘটনাবলির বহু বৎসর পরে আবার শান্তিনিকেতন

আশ্রমে গুরুদেবের সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম, বললেন, "আর বর্ম্মায় কেন ? ওখানে ত তোদের মারতে সুরু করেছে, এবার দেশে ফিরে আয়।"

আমার হাতে ক্যামেরা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, ছবি তুলবি বুঝি ? ছবি কিন্তু আমাকে দিতে হবে।" আমি বললাম, 'নিশ্চয় দেব— যদি ভাল হয়।' কিন্তু দুঃখের বিষয় ছবি ভাল হয় নি। তবে যার জন্যে ছবি তোলা সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। গুরুদেবের সঙ্গে ছবি তুলবে আমার ছেলের ছিল বেজায় ইচ্ছা। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আমরা ছবি উঠালাম। এই ছবিখানি হয়েছে আমাদের বিশেষত আমার ছেলের, বিশেষ গৌরব ও গর্বের সামগ্রী।

তাঁকে প্রণাম করে আসতে আসতে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। এই শেষ প্রণাম।

"অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে
কবে কখন একটুখানি পাওয়া,
সেইটুকুতেই জাগায় দখিন হাওয়া।"

শান্তিনিকেতন আশ্রমে বাস করবার সুযোগ বেশ কয়েক বৎসর পেয়েছিলাম— ছাত্র হিসাবে (১৯১০-১৬) এবং শিক্ষকরূপে (১৯২০-২২)। উপরে বিবৃত ঘটনাবলি এই দুই সময়ের মধ্যে সংগঠিত। ছাত্ররূপে যখন ছিলাম, তখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নাম বাংলার বাইরে প্রায় অজ্ঞাত ছিল— এবং বিশ্বভারতীর পরিকল্পনাও গুরুদেবের মনে ছিল না। ১৯২০ সালে যখন শিক্ষকরূপে আশ্রমে যাই সেই সময় বিশ্বভারতীর আয়োজন চলছে মাত্র। তখন গুরুদেব আমেরিকায় ছিলেন— সেখান থেকে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন, সেখানা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। তার থেকে বিশ্বভারতীর আদর্শটি পরিস্ফুট হবে। এরপর থেকেই গুরুদেবের নামের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বভারতীর নাম জগৎ সমক্ষে প্রচারিত হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯২২ থেকেই আমি ব্রহ্মদেশে— আশ্রমের তথা গুরুদেবের সংস্পর্শ থেকে দূরে । তবু যে কয় বৎসর আশ্রমে বাস করার ও গুরুদেবের সান্নিধ্যলাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল জীবনে আজ সেইসব স্মরণ করে তাঁর সম্বন্ধে দু'চার কথা নিবেদন করলাম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে— আশাকরি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা সেই ত্রুটি উপেক্ষা করবেন। আমার উদ্দেশ্য গুরুদেবকেই প্রকাশ করা— নিজেকে নয়।

Hotel Algonquin
New York

কল্যাণীয়েষু,

সু, তুই আশ্রমের কাজে যোগ দিয়েছিস শুনে খুব খুশি হয়েচি। একদিন আশ্রম যখন ছোট চারাগাছ ছিল তখন ওকে বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছিলুম। তখন ও কেবল আমাদের দেশের জিনিস ছিল। এখন বেড়ে উঠে দিকে দিকে ওর ডাল ছড়িয়েচে। এখন পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে ওর যোগ। এই কথাটি সম্পূর্ণ ঠিকমত বুঝতে তোদের হয়তো কিছুদিন দেরি হবে।

বিশেষত আমাদের দেশের ঘের আজকাল কাঁটা গাছের বেড়ার মত অত্যন্ত ঘন এবং প্রখর হয়ে উঠেচে— খোলা আকাশ থেকে যে আলো সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়ে সেই আলো এইসব জঙ্গলে আটকা পরে। ভারতের যে বাণী উপনিষদের, যে বাণী বুদ্ধদেবের সেই বাণী এখানকার ঘোরতর হট্টগোলের মধ্যে আমার হৃদয়ে এসে পৌঁছয়। তা না হলে এখানকার গোলমালে আমার মনকে তলিয়ে ডুবিয়ে দিত। আমি এদের টানাটানি ছেঁড়াছেড়ি যতই দেখি ততই বলি এর মানে কি ? ততঃকিম্ ! যে শান্তি অন্তরাত্মার, যে সম্পদ নিত্যকালের, তারই প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা হচ্চে ভারতবর্ষের দান। সেই শ্রদ্ধাকে আবার পরিপূর্ণরূপে জাগিয়ে তোলবার দিন এসেচে। পশ্চিম ভূভাগ কামান বন্দুকের আয়োজন করুক— যে শক্তিতে সেই সমস্ত আয়োজনকে তুচ্ছ করতে পারি আত্মার সেই পরম শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের সাধনা। এই জন্যে আমাদের নিস্পৃহ হতে হবে, নির্ভয় হতে হবে এবং বলতে হবে যেনাহং না মৃতঃস্যাম্ কিমহং তেন কূর্য্যাম্। ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ মুছে যাক্— সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক— সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন। আমাদের জন্যে একটি মাত্র দেশ আছে সে হচ্ছে বসুন্ধরা, একটি মাত্র নেশন আছে, সে হচ্ছে মানুষ। আমাদের শান্তিনিকেতন পৃথিবীর উদয়গিরির কাছে, সেখানে আমি অস্তগিরির লোকদের নিমন্ত্রণ করেচি। তারা আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে। তাদের বরণ করে নেবার জন্যে তোরা তোদের ঘরকে প্রশস্ত কর্— হৃদয়কে উন্মুক্ত কর— শান্তিনিকেতনের আকাশ আজকের দিনের বিশ্ব-ব্যাপী আঁধির আক্রমণে যেন নিরালোক হয়ে না ওঠে। আমি এখান থেকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছবার রাজপথ তৈরি করতে বসে গেছি তাই এত দেরি হচ্ছে— যখন সে পথ খুলে যাবে তখন আমার এই তীব্র প্রবাসদুঃখ সার্থক হবে। ইতি ১১ ডিসেম্বর ১৯২০

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়

পরিচয়

পারিবারিক বংশলতিকা

নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গিরিবালা

মহিতকুমার(যদু)	প্রভাতকুমার	বীণা	সুহৃৎকুমার	কাত্যায়নী	কল্যাণী
(জ্যোতির্ময়ী)	(সুধাময়ী)		(সুহাসিনী)	(হীরালাল)	রাসবিহারী

১৯০৯ সালে শান্তিনিকেতনে এসে প্রায় ছ'মাস থাকেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রীষ্মের ছুটিতে গিরিডিতে বাসায় ফিরে দেখলেন দাদা মোহিতকুমার অসুস্থ। অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতে হবে তাঁকে। আশ্রম ত্যাগের কথা জানিয়ে চিঠি দিলেন রবীন্দ্রনাথকে। উত্তরে তিনি লিখলেন— '. . . . কর্তব্যের কঠিন পথে চলিতে গিয়া তুমি মানুষ হইয়া উঠিবে। . . . এই আশ্রমের আশীর্বাদ তোমার উপর রহিল ইহা নিশ্চয় জানিবে।' কিন্তু গ্রীষ্মাবকাশের পর একজন অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে মাসিক পনেরো টাকা বেতনে প্রভাতকুমার নিযুক্ত হলেন। তখন সাময়িকভাবে যে মেয়ে-বোর্ডিং স্কুল খোলা হয়েছিল সেখানকার দায়িত্ব কবি দিলেন প্রভাতকুমারের মা গিরিবালা দেবীকে। প্রভাতকুমার গিরিডি থেকে ছোটো ভাই দু'বোন ও মাকে নিয়ে এলেন। শারদাবকাশের পর মেয়ে-বোর্ডিং স্কুল বন্ধ হয়। গিরিবালা দেবী ও তাঁর মেয়েরা আশ্রমে ফিরলেন না। ছোটো ভাই সুহৃৎকুমার এলেন প্রভাতকুমারের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ বিনাখরচে আশ্রমে তার পড়াশুনারও ব্যবস্থা করে দিলেন।

সুহৃৎকুমারের জন্ম ১৮৯৯ সালে নদীয়ার অন্তর্গত চাকদহে। ১৯১০-১৬ সাল পর্যন্ত তিনি আশ্রমে অধ্যয়ন করেন। সেকালে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'আশ্রম কথা' অংশে সুহৃৎকুমারের বহু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বি.এসসি. পাশ করে ১৯২০-২২ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে তিনি শিক্ষকতা করেন। ১৯২২ সালে সুদূর ব্রহ্মদেশে যান চাকরির সূত্রে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে তাঁকে সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে আসতে হয়। পুণার কাছে খড়কীতে তিনি কয়েক বছর চাকরি করেছেন। গুরুদেব ও তাঁর আশ্রম তার জীবনে স্থায়ী প্রেরণা ছিল। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে আসেন, সেখানেই ২রা আগস্ট ১৯৬০ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

হিমাংশুপ্রকাশ রায় (১৮৮১-১৯৬১)— গিরিডিতে ন্যাশনাল স্কুলের সূচনা পর্বের শিক্ষক। সেখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ। ১৯০৮ সালে হিমাংশুপ্রকাশ আশ্রমবিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দেন।

ছোড়দা— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৫) রবীন্দ্রজীবনীকার।

অজিতবাবু–অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) ১৯০৪ সালে বি.এ.পাশ করে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে

ত্যাগব্রতী শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। ১৯১০ সালে একটি বৃত্তিলাভ করে ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য বিলাত যান। তিনি 'রবীন্দ্রনাথ', 'কাব্যপরিক্রমা', 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫)— দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র। রবীন্দ্রনাথ ফাল্গুনী নাটকের উৎসর্গপত্রে তাঁকে 'আমার সকল গানের কাণ্ডারী' বলেছেন। ২৫ বছর বিশ্বভারতীর সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন।

ফাল্গুনী— ৪ মার্চ 'ফাল্গুনী' নাটক লেখা শেষ হলে পরদিন কবি তা আশ্রমবাসীদের নিকট পড়ে শুনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বাউল সেজেছিলেন। সীতাদেবীর স্মৃতিচারণে–"অন্ধ বাউলের গান এখনও যেন কানে বহিতেছে–'ধীরে, বন্ধু গো, ধীরে, ধীরে ধীরে"। কালিদাস নাগের লেখায় আছে অন্যদের অভিনয় "নিছক acting থেকে যেত, যদি না শেষে কবি অন্ধ বাউল হয়ে নামতেন। গলা মাঝে মাঝে কর্কশ হয়ে যাচ্ছিল– হয়ত একটু আধটু বেসুরও হচ্ছিল তবু যখন 'ধীরে বন্ধু গো' গেয়ে থামলেন, তখন বুঝলাম অভিনয় শুধু চোখের উপর ভেসে না বেড়িয়ে প্রাণে প্রবেশ করেছে, তখন থেকে শেষ অঙ্ক 'সমাপ্তি' পর্য্যন্ত কবিই অভিনয়ের প্রাণ"—

প্রায়শ্চিত্ত (১৯১০)— বৈশাখ ১৩১৭ শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দ মিলিতভাবে প্রথম প্রায়শ্চিত্ত নাটকের অভিনয় করেন। এরপর শ্রাবণমাসে (১৩১৭) আশ্রমের ছাত্ররা নাটকটি অভিনয় করেন। এরপর ১৮ আশ্বিন ১৩১৭ পূজাবকাশের আগে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের তৃতীয় অভিনয় হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। অজিত চক্রবর্তীকে চিঠিতে লিখেছিলেন— 'এবারে সকলে আমাকে বৈরাগী সাজাবার জন্যে নিতান্তই চেপে ধরেছে–রাজি হয়েছি– তুলনায় পাছে হটে যাই এ ভয় যে একেবারে মনে নেই তা বলতে পারিনে– কিন্তু এখন ত আমার হারবারই বয়স হয়েছে– গাণ্ডীব তুলতে আর পারব না– অহংকারকে পদে পদেই বিসর্জন দিতে হবে।' প্রথমবার ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অজিত চক্রবর্তী মহাশয়।

কোনো এক অধ্যাপককে লেখা চিঠি— অজিত কুমার চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি। 508, W. High Street, Urbana, Illinois, U.S.A. থেকে ৭ পৌষ ১৩১৯-এ লেখা চিঠি।

গান্ধীজীর শান্তিনিকেতন আগমন— মগনলাল গান্ধীর অধিনায়কত্বে গান্ধীজীর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ষোলোজন ছাত্র হরিদ্বারের গুরুকুল বিদ্যালয় হয়ে চার নভেম্বর শান্তিনিকেতনে আসেন(১৯১৪)। গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯১৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। তাঁকে অভ্যার্থনার জন্য আশ্রমে বিশেষ আয়োজন করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন আশ্রমে ছিলেন না। ২০ ফেব্রুয়ারি সকালে গান্ধীজীর কাছে খবর এল গুরু গোপালকৃষ্ণ গোখলে পরলোকগমন করেছেন। খবর পেয়ে সস্ত্রীক তিনি পুণায় চলে যান। এরপর ৬ মার্চ আবার তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। এইবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

বিচিত্রা– কালিদাস নাগ কবির ৫৫ বছরের জন্মদিনের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন–'কবি এই উপলক্ষে কলা-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য একটি কেন্দ্র তাঁর বাড়ীতেই স্থাপন করলেন ও আনন্দের উৎস রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় আমাদের দেশের কি দুর্গতি হয়েছে বললেন–' এই বিষয়ে হাতে লেখা পত্রিকা (শান্তিনিকেতন

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের) 'শান্তি' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় আছে— 'গুরুদেব কলিকাতায় কলা ও শিল্পের উন্নতির জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি নিজের বাটি দান করিয়াছেন। ইহার নাম হইয়াছে কলাভবন। এইটিই পরবর্তীকালে 'বিচিত্রা' নামে পরিচিত হয়।

গৌ. ভ.

Rabindranath and the Sarabhais of Ahmedabad: Part II

The second part of **Rabindranath and the Sarabhais of Ahmedabad** includes the correspondence of Bharati Sarabhai, the second daughter of Ambalal and Saraladevi Sarabhai. The letters are not very important by themselves but any glimmer in the unlit areas of the Poet's life helps the researcher to know just that bit more about Rabindranath. It is amazing how he had time for young people who wanted to come close to him. His compassion must have been the turning point in the lives of many of his young friends.

Bharati was a talented girl and as we come to know through Amiya Chakravarty her literary explorations were appreciated by Edmund Blunden and the translator of Chaucer, Coghill; T.S. Eliot called her work 'strikingly original'.

Bharati knew Rabindranath since her childhood when Rabindranath stayed with them in Ahmedabad. She also spent a holiday in Shillong with her family and Rabindranath was there as their guest. But her literary work was introduced to Rabindranath by Amiya Chakravarty. In a letter from Oxford written on 13 April 1937, he writes to the Poet, "Bharati Sarabhai has surprised us quite a bit. The poems and other writings that she wrote in English and brought with her from India is not bad at all. She is keen to meet a few literary people from this country – so I introduced her to the poet Spender and Vera Brittain over lunch in London. The Book and Wine Restaurant is a very nice place, specially their Continental rooms on the second floor; very near the British Museum. Bharati has carefully read all your works in Bengali; her brother Suhrid and sister-in-law, Mani have taken a flat in London. They send you their regards."[translated] That he thought highly of Bharati and wanted to see her publish her work is known from another letter he wrote on 21 January 1938: "Bharati must have reached the asram (Santiniketan)- I had sent some of her poetry to Eliot, he has praised her quite highly. These days the publishing houses patronize certain writers – since Bharati's writings do not fall into any of these literary groups, Faber or Hogarth Press cannot publish her work in spite of being enthusiastic of her work. Perhaps Macmillans may publish her work- if Daniel Macmillan is told, because they do not belong to any group."[translated]

Rabindranath, too, praised her command over the English language and her choice of expressions. Also included in this part are 3 letters by Pratima Devi, of which letters 1 and 3 are translated from Bengali.

Correspondence with Bharati Sarabhai

1.

The Retreat
Shahibag
Ahmedabad

2 January 1938

Revered Gurudeva,

I am reluctant to intrude on you at a time when you are not still fully restored to vigour and health.[1] I have been following your illness in the papers and the reassuring news of your recovery makes me venture to write to you.

It is after months that I give way to my desire to find myself again in your presence – and this time with an offering – as happened so naturally, almost insensibly, in my childhood and after. You seemed then, as you do now, most intimately to know, most urgently, beautifully to express, what we are – or what we realize ourselves to have immemorially been, after contact with your vision. For years I have not had the privilege of seeing you, but ever since you first came here to our home, you awakened something which has never quite gone from my life – which has since been nourished by your poetry in Bengali. You know how I learnt Bengali to be able to read you in the original. I also realize that what inheritance, what allegiance, I owe to you, is something which is common to a vast number, here and elsewhere.

This being so, I have felt that if I could know whether my own ventures in writing find any place in your own universe of values, it would be no small impetus to my own urge. My hesitation is because, in approaching you, I approach one, who has his being in absolute standards of beauty and art. And I know utterly well that my expression is troubled and dark. Perhaps it is too premature. But to know its feelings from the absolute standard, would help me better to realize my work than the gratification of having pleased the present fashion in taste.

If I have been too presumptuous, I beg to be forgiven. My childhood's knowing of you makes me so bold. Also Amiyaji[2] has been asking me to send you a selection.[3] Mr. Andrews, too, has been with me in my seekings.

I hope, when the time comes, I may be able to come to you and spend some time at Santiniketan. My mother is still not very strong, Leena's wedding is just over, and I fear it is not easy to get away just now, otherwise I would not have chosen to write to you.

Please convey my pranamas to Shrimati Protimadevi, Rothibabu & Poupé.

With my affectionate pranamas,

Bharati

2.
Uttarayan 19.1.1938
Santiniketan,
Bengal

Dear Bharati,

Lately I have been extremely busy about a musical composition of mine[4], and when my mind was still humming with the newly hatched tunes in their different stages of completeness, your manuscript reached me with its rich cargo of poems. Not only their arrival was unexpected but they carry in them their character of unexpectedness, full of shining surprises and imageries that are fresh and genuine. They show your mastery of the medium, most difficult for a foreigner, the modern English, so fastidious about its choice of expression, avoiding with contempt words that are in the least tarnished and ideas that are frayed through conventional use. You have my best wishes my dear child and I hope that your literary mind may grow in radiance and develop into a star of first magnitude.
With my love and blessings

Yours affectionately,

Rabindranath Tagore

3.

The Retreat 4 March 1938
Shahibag
Ahmedabad

Dear and revered Gurudeva,

It is more than a month since your letter came and I have just returned after a seemingly long stay in Haripura[5]. But my absence does not plead my excuse. It is that I have found it difficult to say anything after your letter came to me, and I know not what can take the place of the silence which came into its own with your message. It was not perhaps your actual word but the presence, the benediction of your spirit. From the serenity of your poise, while the wing is spread for flight but the waters left behind still charge you with the stillness, the intensity of their emotion, I felt you would understand why I find words so unnecessary with you. I see countless words, uttered and unuttered, which seem to come to no final resting place in this world. With you, it may not be so – both the word that comes from you and the word sent out to you must find their rest in silence. For the blessing of this peace, for the unknown outcome of this initiation, my gratitude and love are yours, Gurudeva.

I hope this comes to you when you are fresh and well. I had a letter from Mr. Andrews some time ago. I do not know whether he has spoken to you about it, but he and I have often talked of my coming to Santi-niketan, to be with you for a few days – to be in the place which is your creation. May I come, Gurudeva? I have long wanted to come, and Bengal, after the outbreak of the rains, has long since held my imagination. But I shall abide by your wishes and do as you tell me. And I hope you will not hesitate to tell me if it is not convenient to you.

With my pranamas and love, Gurudeva,

Bharati

4.

Uttarayan 11 March 1938
Santiniketan
Bengal

Dear Bharati,

I am happy to know that you are thinking of paying us a visit and I assure you of our warm welcome. The summer is however already here and you should therefore wait till July when the rains will set in wearing down the fierceness of our climate and you will find Santiniketan at its best.
My plans for the summer are rather indefinite – but I may quite likely brave it here[6]. Traveling does not come quite easy to one nearing the eightieth milepost.

Affectionately yours,

Rabindranath Tagore

5.

Khali Estate 20 March 1938
Almora

Dear and revered Gurudeva,
Thanks ever so much for your letter. I look forward to being with you in the rains more than I can say. I hope that the Bengal summer may not be harsh this year, and many more milestones after the eightieth one, may rejoice at the coming of your steps.

My elder sister and I are spending some days here with Jawaharlalji[7]. This place is unlike any hill that I have been to. It is alone by itself, and so, most satisfying[8].
With love and pranamas,

Bharati

6.

The Retreat
Shahibag P.O.
Ahmedabad
India

13 July 1938

Revered Gurudeva,

Since I had your message asking me to make my pilgrimage to you after the rains have broken – I have wandered not a great deal but still far away from home. From Khali, I went to Haridwar, and thence to see my parents off, to Bombay, and then for a long solitary stay in Ootacamund to prepare myself after Haridwar and for the visit to Santi-Niketan. I read 'Letters from Abroad', 'Letters to a Friend'[9] then, among other things, and was in touch with Mr. Andrews from day to day almost. I cannot tell you how much I look forward to coming to you.

I was to have come in July. I also understand you are back from Kalimpong. With some hesitation, I ask you if I may be permitted to change my plans a little and visit you a little later? Leena is expecting her confinement and apart from the company I can give her at this time when she is not in a mood to exert herself in any way – I feel I may be of some help to my mother who is not over strong herself. Also I must confess that I am a little anxious my self, as this is her first confinement. Please tell me, Gurudeva, what you would like me to do and I will do it gladly.

I have been reading Leena's diary today, written after her visit to Santi-Niketan, and it has thrilled me beyond words! I do want to come.

I hope the summer rest has given you new strength and the creative urge upon you. With my affectionate pranamas to everybody and much love to you, Gurudeva,

Yours affectionately,

Bharati

7.
Uttarayan
Santiniketan
Bengal

Dear Bharati,
Come to us when you are free and your anxiety is over about Leena.

The burden of busy days has been growing too heavy for me and I am driven at last to send my appeal to the public to relieve me from the incessant pressure of its numerous claims[10] and allow me the leisure for reaping the last harvest of life. I hope it won't frighten you away if it comes to your notice for you are not of the crowd.
With my love and blessings,

Rabindranath Tagore

8.
The Retreat 23 July 1938
Ahmedabad

Revered and loved Gurudeva,
I am grateful to you from my heart for your letter which has just come.

May this harvest which you are now reaping be as incomparably radiant as your long spring time has been. I pray that when I come, I may become a part of what is around you and not disturb your growing peace. So I may be worthy for not being classed with the crowd.

With my affectionate pranamas,

Bharati

9.
The Retreat 15 September 1938
Shahibag
Ahmedabad

Revered Gurudeva,
Amiyaji's letter, day before yesterday, brought home to me my loss in not coming to you all these months. It was Leena's husband and the excitement of the new nephew – and now it is the pressure of work in connection with the Jyoti-Sangha[12], an institution for women where I work in the afternoons. We are preparing for the Gandhi-Saptaha[13] which starts from the 21st – I was so tempted to fling everything and every engagement out of mind and come straight to you even for a fortnight! Amiyaji, too, would be there now. Mr. Kar[14] tells me most probably you will escape from the sultriness of October and go to Kalimpong[15]. I leave it to you now to let me know definitely (as definitely as we can, while the world is heading for war) if I may come to you in November. I hope with all my heart that nothing now may stop me.
I hope, Gurudeva, you are feeling well and fresh.

With my pranamas and love,

Bharati

We may be going to Ceylon in October. I am hoping to come to Bengal via the Eastern coast and Jagannathpuri.

10.
Maldon House
35 New Marine Lines
Bombay
2 December 1938

Revered and dear Gurudeva,
The promised date is within reach, so may I come to you as an end to something I have cherished in my heart for a long time now? An end and a new beginning as in your *Prantik* poems, which I have been reading with my old childhood's teacher?
I did not write and ask for your permission to come earlier, as I felt it was

better to come when you wished me to come. I am ready now to start in a fortnight's time, to be with you at Santi Niketan, just before the festival starts. I hope to be there with my teacher Karunashankarji[16], about the 20th of this month, if I hear from you that I may come. I have arranged for two servants to accompany me, a maid and a cook. After I hear from you, I shall send you a telegram to say when I am starting. I do not wish to break journey on my way to Santi Niketan.

I hope you are strong and well. I have not heard any bad news, so I take it that you are really better. I hope Mr. Andrews will be there when I come. I am longing to see you.

With my pranamas and love,

Yours affectionately,
Bharati

Please write to me at my home address.

11.

Uttarayan
Santiniketan
Bengal

4 October 1938

Dear Bharati,

My programme is very uncertain. I have invitations from all parts of India, some of which tempt me, but most likely the inertia which is deeply rooted in my physical weakness will prevent me from stirring from this place. But I am never sure of my own mind. It will be best for you to finish your tour and then settle down in our Ashram. Our annual festival[17] will take place on the 22nd December when I shall be sure to remain here.

With blessings,

Affectionately yours,
Rabindranath Tagore

12.
The Retreat
Ahmedabad
9 December 1938

Revered Gurudeva,
Until yesterday I was preparing to start for Santi Niketan next week, when Sri Kshitimohan Sen[18]'s letter came. It is very good of him & of you to have acquainted me with the situation and I, too, agree with your suggestion that it is better I come about the middle of January when the crowd of visitors and guests have departed. For that is exactly what I should love.
With my pranamas and love,

Yours affectionately,
Bharati

I shall meanwhile study *Prantik*[19] and bear in my mind the message you have sent with my aunt Induben.
I have just sent off a telegram to you to inform you of my decision in time.

13.
The Retreat 13 January 1939
13 January 1939
Shahibag P.O.
Ahmedabad
India

Dear revered Gurudeva,
Now at last I am going to be with you in about ten day's time, I hope! I wanted to start a week earlier, to come to you at the date you exactly mentioned, but the City Adult Education Committee on which I am working has to submit a report within the next ten days and I am busy working for it. I hope you will forgive me.
According to present arrangements, I shall leave Bombay on the 22nd and come to Santi Niketan via Burdwan, on the 24th. Karunashankarji will accompany me. I hope to be with you about a fortnight at least, if that suits

you well also. I have to limit myself, rather unwillingly, because of my other work here.
I shall of course send you a telegram before I come. I cannot tell you how much I look forward to this, although again and again I remind myself that to anticipate is to bound the unlimited.
My love and pranamas to all – and to Sri Protimadevi, Rothibabu, Poupé – and specially to yourself.

Yours affectionately,
Bharati

I reach Santi Niketan – i.e. Bolpur Station at 11.21 on the 24th January.

15.
The Retreat
Shahibag
Ahmedabad
April 1939

I don't know why it has been so difficult to break through this silence of being taken from your constant presence, away from your look, your voice, your laugh, Gurudeva. A dumbness seems to have taken hold of me. Twice before I have felt compelled to write to you. Once it was when I was in Patna on the first afternoon of being there. The place was like a suspended terrace reaching out far over the Ganges. I had just got there from Calcutta and fell asleep. I woke – I felt I was not here but it was some strange place called Mayavati and an old palace full of women. I woke to see the room shaking almost, the sun gone and with it the land-like serenity of the river, - such a storm, the waters dust grey, all the slow boats gone, but a rainbow, an immense rainbow stretched from side to side of my bedroom window…
The second time was when I found myself again in the vast plain outside the city after a long time. Then I started to write to you – it was long before this, before I left for Tripuri[20], but I could not finish the letter that day. I tried to finish it from my journeyings. It seemed inadequate to me.
That day when the dumbness seemed suddenly to lift, it was that I felt your presence in the same way I used to – indeed it is hard for me to see anything 'Natural' now, without being made aware of you. In surprisingly different

ways this is so. Sometimes as though it were a part of what I see. At other times that you, too, have watched them – perhaps are watching this light and clouds now – and how you have loved them! And then sometimes time itself takes its measure from you... the unfolding of your day marks pace with my hours as they pass...now, I say to myself, he is up and sitting, alone in some mysterious way of which he never spoke to me, while Santiniketan lies asleep...now the post has come with relentless anchors which refuse to break loose, new journals and the gift of books and now perhaps Krishna[21] or Mr. Andrews fly breathless between his cottage and Shyamali for every summons from Gurudeva is urgent...and now it is evening ...does he hum his songs and new songs while dancers rise up before him – perhaps he misses the plays as I do? And in particular the dance of the hero and heroine in "Parishodha[22]" when they meet after his release from prison? ... "Bauma[23]" is now there for the evening meal and does he come in now leaning upon her and sit down in the audience room at Uttarayana, his back visible to us, with locks parted, moist and clinging together at some places like that of a child? ... Who can the new visitors be who come to him now – and who the new sitter is while he paints? ...

For each scene a story could be conjured, music raised, a legend painted, upheld. Still now that I am not with you any more – since the suspense, each time, of the tremorful entry into Shyamali, each time converted into sudden ease and rapturous self forgetting – lost in the laughter and the teasing – come to ripeness without flaw – the abundance, the shelter

Since all this is denied to me, I have to fight hard against the diffidence which says, Have I anything to <u>express</u> to Gurudeva which is worthy of what all this was to me?

For it was quite another thing to come down from my room in Uttarayana, seeing that Pratimadi's accustomed seat was empty, to walk quietly beyond the *sheemul* tree[24] – and entering the little room in front, to stand stilled, while still not ushered in. For now I hear laughter from inside – merry, amused, warm laughter in growing circles – Pratimadi and Ranidi[25] and a voice grave, undisturbed, ironical, quietly interjecting – and more laughter and still more...until on the crest of it I enter and before I realise, have found a place there, not apprehensive any more of the full blaze of presence...

That was easier.

To be worthy of my visit to you is another matter. Still I consider it my great good fortune to come to you when early *samskars* were fresh and real enough to take on new meaning, an added confirmation – and what is to come, a molten fluid, still waiting its crystallization and image. Those days were like my journey's food – *patheya* –they will last me a good long time to come. It will be my first joy if I can be worthy of them. That can be the fitting expression

of my deep gratitude to you.

Do you remember, Gurudeva, I had spoken to you once of the need of some other work besides what I am doing – and you had agreed? I have been given a free hand for opening and running as many schools as I can cope with in connection with the Congress Government's literacy campaign[26]. It takes up a great deal of my days just now. It is an exhilarating experience for me. From Tripuri I was invited to visit the working of the 'Gandhian' model constitution and the literacy drive in Aundha state, [27] by the prince. We went about from village to village with a large batch of voluntary workers. I felt the tremendous vitality and the real sense of social justice which was driving them on in spite of everything.

I am so happy to know that you are very well. Is a youngster allowed to bless one so venerable as you? My baby sister always writes to me as *chiranjeeva* & why not?

All my love and pranamas,

Bharati

16.

Puri 22 April 1939

Dear Bharati,

I have come to Puri hoping to be able to avoid the endless repetition of the accustomed routine of life[28]. I am tired. My body and mind have conspired to offer a passive resistance to all claims of daily duties not so much because of the strain that they imply but because of their nagging compulsion which would force upon me the obligations of petty social proprieties. Inactivity in the young is repelling but that in the old has some touch of the sublime owing to its somber harmony with the grayness that overspreads life's waning days.

And yet I feel ashamed of myself to be doing nothing when at this very moment a world wide struggle is fiercely raging between those who are out wrecking the basis of civilization and others who are trying to save themselves from being entombed in its ruins. My only passive source of pleasure is in watching others fulfilling their life by some voluntary acceptance of toilsome task as you have informed me in your letter about your own case and made me feel glad to realize that you are young even as I was once in a dim distant age.

With love and blessings,

Rabindranath Tagore

17.
Sonemarg
Kashmir
23 June 1940

Beloved Gurudeva,
You will not now expect to hear from me, for when the words should have flowered, they did not. Last year when I went to see Pratimadi on my way back from the Pindari Glacier, she asked me to write to you and then asked why I had not done so already...But as soon as I came to Kashmir, following an urge strong and mysterious, with an urgency such that this would be my last opportunity to be in this land – on the second day that I came here, out of all the books I had brought with me, poetry and sociology and philosophy, I chose *Chitra*[29]. I chose it knowing that it was absolutely 'right' at the time, that as a matter of fact there was no choice in the matter. For two sunlit mornings in the shikara, and in the privacy of the Shalimar and the Nishat bag, I plunged into the universality of that experience. Your presence came very near to me, as you must have been when you wrote it, and as you were when you read it to me. Then at times the scene would fade and I would be under the spell of an enchantment – you would be sitting with your back turned to me in the theatre, and music would come floating in, and dancers. And the loved presence of Pratimadi. And you, again, in changing moods.
And then one day in the papers, I read your statement on home politics and I read what came as a stab to me. I do not remember the exact words but you said, "Often I have cursed my long span of life – often I curse it."
And then I had the good fortune of forming a party with the Frontier Gandhi, Sheikh Abdullah and Pandit Jawaharlalji, in a trip to the Kolahi Glacier[30], to the interior. Slowly the sense of human happenings filled me. I felt a change was upon me. And in such a mood, I write today, to send my loving homage to one whom I bless again and again, as I would these Himalayas. And I am sure millions feel as I do. You are our paradise and it is fast slipping from us and with our blood we must save it.
Then again I read – and was gladdened to read – that you were writing your boyhood and manhood memoirs. I felt it would be like the dawn of light here and dancing sparkling leaves.
And I long to see you again, Gurudeva, you and Pratimadi. When the rains come and greenness is everywhere and waving the grass and the clouds most beautiful and changing. But I doubt if it is desirable that I indulge more

in such fantastic unearthliness. I should reach home soon and contribute actively to the preservation of the values which makes such paradise possible – and act so that the dream to make it universal be not dissipated in skepticism. Accordingly, I leave the enchantment of Kashmir in a week's time.
In Bombay, I shall try to see Poupé[31]. It gave me great pleasure and satisfaction to see her when I was there in February – to find that in that new place, she looked upon me as someone she knew – to ask her to our house and visit her in her home.
And when the news of Mr. Andrews came, I felt so desolate[32]. I wanted to write to you – but would it not have been impertinent?
I hope Kalimpong rested you. I end with my pranamas and love. May you live long – and your love and blessings upon us.

Bharati

18.
Uttarayan
Santiniketan
Bengal

9 July 1940

My dear Bharati,
It has been most kind of you to have remembered me and sent your tender enquiries about my health. The rest and change at Kalimpong certainly have benefited me but it would be a little too optimistic to think of me as in a "sea-worthy" condition. The safe anchorage of my quiet room is indicated more than ever for me.

You are always welcome – and it is already green all around. Come whenever you can.

Yours affectionately,

Rabindranath Tagore

Miss Bharati Sarabhai,
Sonemarg,
Kashmir

19.
Shahibag 15 January 1941
Ahmedabad

Gurudeva,
When Amiyaji wrote to me that a letter on your behalf would be written to Pearl Buck[33], introducing my play to her, I could not believe my good fortune. That letter has actually come. I know my first play is not worthy of such commending and not from you. I realized also how many young ventures had been set afloat at your hands and found a place in your light. What fortune that such a benedictory presence should be! I was then saddened by the remembrance of your illness. You are not well enough to spend your energies like this.
For this and much more I am so grateful to you, Gurudeva. I have no words simple enough to express the unfolding of your blessings.
Since I last saw you, I have found myself moving along directions foretold by you. That was two years ago. I want so much now to make my pilgrimage to you again. Amiyaji will tell you how anxious I am to come. He writes to me that Easter may be a better time for us to gather at your feet. If I have the word, I shall leave any preoccupation and come flying.
My deep affection and pranamas to you

Bharati

20.
Shahibag January 1941

Dear Anilji[34],
It was good to have your letter. Of course I understand the poet's not writing himself. I would not dream of it. But it is kind of him – and of you – to have sent this message.

I look forward to coming when he is well, whether it is this easter or later when all is green.
I hope you are all well. My greetings to Ranidi.
Yours sincerely,

Bharati Sarabhai

References

[1] On 10 September 1937, Rabindranath suddenly lost consciousness. He remained in a comatose condition for 48 hours. The cause of illness was erysipelas, a virulent infection located behind one of the ears. He had fairly recovered by January 1938.
[2] Amiya Chakravarty (1901-86): renowned poet and literary critic of the post-Tagorean period. He was Rabindranath's literary secretary from 1924 to 1933.
[3] Bharati Sarabhai, had sent Rabindranath a manuscript containing a selection of her poems. She had sent Amiya Chakravarty a telegram that day, "Sending today selected manuscripts to Gurudeva. Would be grateful if you write him as suggested. Pranaams." AC sent the telegram to the Poet with a note scribbled on it: "Bharati Sarabhai sends you her English poems. We were amazed by her skill in writing in English –Edmund Blunden, Coghill and others in Oxford were full of praise. Amritsar, 11.1.38." [translated]
[4] Rabindranath was busy composing the music for the dance-drama, *Chandalika*, which was staged in Calcutta in March 1938.
[5] Congress session at Haripura; her sister Mridula was appointed captain of the women volunteers by Sardar Patel and was in charge of their recruitment and training.
[6] He spent the summer in the hill resort of Kalimpong; after a month he went to Mangpu as a guest of Maitreyee Sen.
[7] Mridula Sarabhai developed a close association with Jawaharlal Nehru; she was on the same wave-length with him on most issues that came up before the Congress.
[8] Khali Estate is located in the Binsar Wild life Sanctuary near Ayarpani village in Almora district of Uttranchal. The Resort is situated on the top of a hill surrounded by pine and oak forest facing the vast panorama of the majestic snow clad mountains of the central Himalayas. It was these very sights that had led to the discovery of the erstwhile Khali Estate in 1874 by Sir Henry Ramsay, the Commissioner of Kumaon. Amidst the Binsar forests, he sighted a breathtaking sunrise from an open patch of land, which locals referred to as 'khali' owing to its empty nothingness. The name stayed, and so did Sir Henry, who built a cottage there. In 1893, the cottage was pulled down and a bungalow built in its place; it stands to this day. Over the next decades, the property underwent several changes of ownership—and names. In the 1930s, it was acquired by Vijayalakshmi Pandit's husband Ranjit Pandit. She notes in her autobiography that her brother Jawaharlal Nehru spent brief periods at Khali.
.[9] The two books contain letters written by Rabindranath to C.F.Andrews.
[10] There were appeals published in the press to this effect.
[1111] This letter has a hand-written note by Rabindranath that says: "For Krishna Kripalani, 31/7/38". Another comment on the letter says, No reply.
[12] Jyoti Sangha: a woman's organization run by women for women established in

1934. The Sangh was formed with the objective of providing women in need with opportunities for their physical and mental development so that they could gain self-confidence and become self-reliant.

[13] Gandhi Saptaha: Between 1934 and 1942, celebrated every year where cultural programmes concerned with women's awakening were organized; plays dealing with social issues were staged & physical exercise camps for women organized.

[14] Surendranath Kar

[15] Rabindranath remained in Santiniketan during the Autumn vacation.

[16] Karunashankar Bhatt: See note in earlier issue.

[17] Poush Utsav; the 7th of Poush is an important day in the Santiniketan calendar with celebrations and a fair.

[18] Kshitimohan Sen (1880-1960): Scholar and teacher; wrote on the religious traditions of medieval India. Joined Visva-Bharati in 1908.

[19] A slim volume of 18 mostly short poems; a direct outcome of the illness of 1937 (see note i), most of the poems were written during three strenuous months. According to Sisir K.Ghose, "Out of the greatest churning is born the greatest force. The verses of Prantik are some of the strongest, as they are among the most significant, that Tagore ever wrote, precisely because they are creatures of such a churning."

[20] Congress Session at Tripuri was held between 8 and 12 March 1939.

[21] Krishna Kripalani (1907-92): Came to Santiniketan in 1933 and at Rabindranath's request, started teaching English Literature and Political Science. In 1936, he married Rabindranath's granddaughter Nandita.

[22] A dance-drama based on an earlier poem, "Parishodh" (Retribution), which he renamed *Syama* after the name of the heroine.

[23] Pratima Devi, wife of Rathindranath Tagore.

[24] A silk cotton tree that was planted by the Poet; it still stands in front of *Konark*, the first house to be built in the Uttarayan complex.

[25] Rani Chanda (1912-67): wife of Anil Chanda, secretary to Rabindranath. Artist and renowned writer, she was close to the Poet and wrote some very good memoirs of her days with him. She also collaborated with Abanindranath in writing his memoirs.

[26] At the beginning of the 20th century India's literacy rate was 5.3%. It was not until 1922 that a mass movement inspired by Mahatma Gandhi addressed this challenge establishing education programmes such as night schools and literacy classes which covered urban areas, as well as villages and remote areas. The movement, however, was discontinued after the end of the Congress Government in 1939.

[27] In Maharashtra.

[28] Rabindranath had been to Calcutta for the Bengali New Year; he had to attend a number of programmes –the organizers were not sensitive to his age or his health. He

came to Puri at the invitation of the Congress Government of the newly-formed province of Orissa. He stayed for three weeks at the Circuit House. Writing of this stay, he says: *"The cool refreshing breeze from the sea that nurses my body and mind is the symbol of the hospitality shown by the newly-responsible government of Orissa."*

[29] *Chitra*: a lyrical drama, translation by the poet of *Chitrangada*

[30] Friends in Kashmir invited Jawaharlal Nehru repeatedly to go there. Sheikh Abdullah pressed him again and again, and everyone who was of Kashmir reminded him that he, too, was a son of this noble land and owed a duty to it. Finally in June 1940, while war was raging in Europe, Nehru, accompanied by Khan Abdul Ghaffar Khan, the Frontier Gandhi, was able to make the trip. Jawaharlal recalled: "I spent twelve days in Kashmir, and during this brief period we went some way up the Amarnath Valley and also the Liddar Valley to the Kolahoi glacier. We visited the ancient temple at Martand and sat under the venerable chenar trees at Brijbehara, which had grown and spread during four hundred years of human history. We loitered in the Moghul gardens and lived for a while in their scented past. We drank the delightful water of Chasme Shahi and swam about in the Dal Lake. We saw the lovely handiwork of the gifted artisans of Kashmir. We attended numerous public functions, delivered speeches, and met people of all kinds."

[31] Nandini Tagore, adopted daughter of Rathindranath and Pratima devi.

[32] C.F.Andrews passed away in Calcutta on 5 April 1940.

[33] Pearl Buck (1892-1973): Novelist; awarded Nobel Prize for *The Good Earth* in 1938. However, there is no record of this letter to Pearl Buck in Rabindra-Bhavana.

[34] Anil Chanda (1906-76): Secretary to Rabindranath from 1933 to 1941. Was elected Member of Parliament from Birbhum constituency; was Minister of State in Jawaharlal Nehru's cabinet.

Letters from Pratima Devi to Bharati Sarabhai

1.

Santiniketan 17 February 1939

Bharati,

Did you like Puri? I am sure you will like Konarak, too; at times I felt like getting out and joining you. But you realize how difficult it is for me to leave Gurudev suddenly. You write to say that you will be in Calcutta for a day; it will not be possible to meet you. I thought you would perhaps spend some days in Calcutta. You must tell Srimati[1] to show you the interiors of our house. Having had you with us at Santiniketan , we had the opportunity to know you well. You have really come very close to us. Gurudev often talks of you – I gave him the piece of royal brocade you brought for him. Laughing, he said, "Ask Bharati what I am to do with such gorgeous stuff. It will hardly suit my lifestyle in Shyamali!"

I am glad you got on well with Ranu[2] – she was brought up by us – I am fond of her. Andrews Saheb and Gurudev are well here – though Gurudev is a little tired after his trip to Calcutta. When are you going to come again – I shall be very happy if you do. I hope you can read my handwriting.

I never imagined you would mingle with us so well – all barriers between us are now removed. Did you get any inspiration from Konarak? Were you able to write poetry?

Have you seen the papers? Subhasbabu and Mahatmaji have reconciliated[3] – they must have found a simple way out. How are you keeping and how is Karunababu? Please give him my greetings.

Gurudev likes your chair- he sits on it these days. I try to keep his room a little tidy now but I am not sure for how long. Since you are a poet, you would understand a poet's moods. Nandini sends her love. Write to us after you reach home. Greetings to your father and mother. Love to you.

Pratimadi

2.
Santiniketan

22 March 1939

My dear Bharati,

I hope you will excuse my answering your letter so late. It was very kind of you to ask me to come to the Congress, but it was difficult for me to leave Gurudev at this time and also my health was not very good and I feared an increase of my asthma in the dust and change of climate.
Now, however, I am glad that I did not go to Tripuri[4], for the account I got from the news papers seems depressing for Bengal. Anyhow it is all over and I suppose you are back home. Your mother will probably soon be leaving for Europe and in that case she must be busy getting ready. I thought it would be more convenient for you if we come with Nandini when Mrs. Sarabhai returns from England. By that time we will be back from Kalimpong and weather for traveling will be better also. I enjoy your letters immensely. It was not like Rani's conversation for I could read it with ease. A few days ago, we had a Kathakali performance[5]. It was interesting but we were rather surprised, that critics such as Dr. Kramrische[6] and others had talked so much about it and given such different information from the one we saw. It is really a primitive art and very realistic, dances come here and there to fill up the gaps but it is definitely not the essential part of the show.

I am glad that you made friendship with Ranu. When I meet her in Calcutta she told me of your visiting her.

Don't take seriously my definition of the modern girl. I only wanted to tease you. But my criticism goes to those who have lost their conscience and follow the fashion, they talk of 'freedom' but their minds are imprisoned in their own conventional ways of liberty.

I have got your mother's letter; please tell her I will write soon. Nandini is sending her love. I hope you will come here again. How is Karunashankarbabu keeping? I hope his health is quite well again. Gurudev is very well. With love to yourself and greetings to your mother.

Yours sincerely,

Pratima-di

3.

Circuit House 26 April 1939

Puri

My dear Bharati,

I write to you in Bengali, again. Never having spoken to you in Bengali I feel some hesitation as if I am writing to someone else. Perhaps you have heard from Pushu[7] that we have come to Puri. We are keeping well here. Gurudev is well too. In front of our room is a long terrace, below it the blue sea; night and day we hear its roar; we feel the call of the endless reaching our ears and it is fixed to the reeds of our mind every moment. When the mind is quiet, we feel that call from outside. The same call has drawn man out of doors; put him on impossible work, whatever seemed beyond capacity has also not remained undone.

Out on the verandah, reclining on the wooden cot, I read books. The south wind strokes my body with its fingers, what comfort! Eyes get heavy with sleep and I see images in a dream. On the verandah, I hear footsteps, sometimes I see Andrews Saheb coming up to greet Gurudev. Sometimes I hear Sudhakantababu[8] (who is looking after Gurudev's work in place of Anilbabu) shouting. The ministers (Biswanathbabu[9] and others) come to discuss with Gurudev the students strike in Cuttack. In the midst of it all, the mango-seller comes with his mangoes and Mahadev and Banamali have unending discussions on the mangoes and their prices!

Somewhat like Amiyababu's *Khasra* (Drafts)[10] - days passing in a variety of events, there is not always a sequence. Amiyababu has written a new book in Bengali called *Khasra.* It is a book of poetry; there is a lot of discussion on this book in the Bengali magazines at present. The book is written in the fashion of modern European poems.

Buri[11] will stay with her mother this year, Krishna[12] is going to Karachi. Let me know which of the hills you are going to. It is vacation time in Santiniketan now, but Rathibabu[13] is still there. A new tube-well is being bored there; he will not leave till that is finished. We shall be here till Gurudev's birthday, after that possibly we shall be off to the hills. If you settle on Almora, please let me know. Perhaps I may go that way with Nandini. How long will you be at

Almora if you go there at all? Write to me when your mother returns. With my love to you and my regards to your parents. Hope there will be no difficulty in reading my handwriting.

Yours,

Pratimadidi

References

[1] Srimati Tagore (1903-78): Daughter of an industrialist from Ahmedabad, Srimati, then known as Krishna, came to Santiniketan to learn Dancing. She married Soumyendranath Tagore, the Poet's grand-nephew, in 1937.

[2] Ranu Mukherjee (1906-2000): She started a lively correspondence with Rabindranath when she was only twelve. The Poet was very fond of this pretty, precocious girl. In 1925, she was married to Sir Biren Mukherjee, an industrialist.

[3] See the next note.

[4] Internal strife and the Bose-Gandhi conflict reached a climax at the Tripuri session of the Congress and Subhas Bose resigned from its Presidentship.

[5] On 13 March 1939, the renowned Malabar poet Vallathol and a group of students from the Kerala Kala Mandalam gave a demonstration of the Kathakali style of dancing. Mrinalini Sarabhai (Swaminadhan) who was a student in Santiniketan at that time recalls in her memoirs that the story enacted that evening was the *Rukmangada-Mohini.*

[6] Stella Kramrisch (1896-1993): Austrian-born historian of South Asian art. In 1921, Rabindranath invited her to join Kala-Bhavana as a teacher of art history.

[7] Nandini Tagore

[8] Sudhakanta Roychaudhury (1895-1969): Teacher at the Santiniketan school; later became private secretary to Rabindranath.

[9] Biswanath Das: Prime Minister of Orissa; Rabindranath's host in Puri.

[10] Khasra. Calcutta : Bharati Bhavana, 1939.

[11] Nandita Kripalani (1916-67): Rabindranath's granddaughter, daughter of Mira Devi.

[12] Krishna Kripalani

[13]Rathindranath Tagore (1888-1961): Son of Rabindranath.

S.R.

একটি পাণ্ডুলিপির আখ্যান

রবীন্দ্রভবন-অভিলেখাগারে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিগুলি নানা প্রয়োজনে মাঝে মাঝেই দেখেছি, জেনেছি যে-কোনো পাণ্ডুলিপি দেখাই কত রোমাঞ্চকর। তবু তারও মধ্যে ১০২-সংখ্যক খাতাটির রোমাঞ্চ যেন তুলনাহীন। এই তো সেই খাতা, যে খাতায় লেখা হয়েছে কবির আর্জেন্টিনা-বাসের সময় রচিত অধিকাংশ কবিতা, এই সেই খাতা যে খাতা দেখেছিলেন ওকাম্পো, কবির বিজয়া। এ খাতার পাতায় পাতায় রয়েছে তাঁর ছোঁয়া। না, শুধু ছোঁয়াই নয়, রয়েছে তাঁর লিখনও। এ খাতায় রয়েছে কবিতার মার্জনা ঢেকে দেওয়া আশ্চর্য চিত্রকলা, যা দেখেছিলেন ওকাম্পো, আর রবীন্দ্রনাথকে প্ররোচিত করেছিলেন চিত্রকর হয়ে উঠতে। এ খাতায়, 'লেখন'-এর কয়েকটি অণু-কবিতার ইংরেজি অনুবাদ ছাড়াও রয়েছে 'পূরবী'র গোটা তিনেক কবিতার ইংরেজি পাঠ, যা, মনে করতে ইচ্ছে হয়, ওকাম্পোকে পড়াতে চেয়েই রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সব মিলিয়ে, ওকাম্পো-রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধের ইতিহাসে এ খাতাটির ভূমিকা অনেকটাই। ওকাম্পো-রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্র সম্পাদনা-সূত্রে কেতকী কুশারী ডাইসন এই পাণ্ডুলিপি অনেকাংশে ব্যবহার করেছেন। (দ্রষ্টব্য : In your Blossoming Flower Garden, Sahitya-Akademi 1996.)

প্রথমেই উল্লেখ করা যায় ওকাম্পোর লিখনগুলির কথা, স্প্যানিশ ভাষার পাঠ দিচ্ছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথকে। ওকাম্পোর নাম সেখানে কোথাও না থাকলেও, নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথকে স্প্যানিশ ভাষা শেখানোর গরজ ওকাম্পো ব্যতীত আর কারুরই হতে পারে না, রবীন্দ্রনাথের কবিতার খাতাতেই পাঠদানের অধিকারও একমাত্র ওকাম্পোরই থাকা সম্ভব। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে পরিচর্যা করেছিলেন ওকাম্পো, বোঝা যায় সেদিক থেকেই তাঁর পাঠ নির্বাচন। স্প্যানিশে লিখে তার ইংরেজি তলায় তলায় লিখে দিয়েছিলেন ওকাম্পো, ইংরেজি বাক্যগুলি এইরকম :

Good morning
Good night
I wait
I desire
Very well
Thanks
How are you
I am well
I am not well
I am sick
I am very glad to meet you

দেখা যাচ্ছে, শুধু যে ওকাম্পোর স্প্যানিশ বাচন বুঝে নিন রবীন্দ্রনাথ, এইটুকু চাইছিলেন তিনি, এমন নয়। রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকেও স্প্যানিশ শুনতে চাইছিলেন তিনি, অই How are you-এর সম্ভাব্য উত্তরগুলির স্প্যানিশও লিখেছিলেন খাতায়। আরও কিছুটা স্প্যানিশ ভাষায় লেখা রয়েছে খাতায়, যার ইংরেজি দেওয়া নেই। রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ওকাম্পো, 'I can't translate my heart in English' (২৮ ডিসেম্বর ১৯২৫)।[১] রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি আক্ষেপও করতেন এই বলে : 'কেন তুমি স্প্যানিশ ভাষা জানলে না, আমি যে সব কথা তোমাকে ইংরেজিতে বোঝাতে পারিনে'।[২] হয়তো-বা তিনি আশা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনও শিখবেন স্প্যানিশ। নাকি, স্প্যানিশে লিখে মুখে-মুখে তার ইংরেজি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কবিকে? এ প্রশ্নের তো উত্তর জানবার কোনো উপায় নেই। স্প্যানিশ ভাষাবিদ্ শ্রীমতী স্বাতী রায়ের সাহায্য নিয়ে জেনেছি, কী কথা ওকাম্পো বলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে : 'আপনি যে সব নগর, শহর, রাজধানীতে গিয়েছেন, আমারও ইচ্ছে করে সে সব জায়গা দেখতে, আপনার সঙ্গে সেসব জায়গায় মিলিত হতে। খুব ইচ্ছে করে কোনোখানে সত্যিকারের এক বাসা থাকবে, আমি যখন সেখানে থাকব, তখন আপনিও থাকবেন সেখানে'– এই রকম ইচ্ছেগুলির কথা ওকাম্পো ইংরেজি ভাষায় বলে উঠতে পারেন নি! কিন্তু দিয়েছিলেন কি কোনো আভাস? কেতকী কুশারী ডাইসন জানাচ্ছেন : "In the fourth volume of her memoirs Ocampo says that when Tagore left, she had the intention of buying a villa for him in Italy, where she could go and see him from time to time, but that she did not have the money 'to buy that dream for herself or for him'."[৩]

রবীন্দ্রনাথও কি শরিক ছিলেন সে স্বপ্নের? ওকাম্পোকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি পড়ে অবশ্য তেমন মনে হয়না।

২

১০২ সংখ্যক খাতাটি উল্টে নিয়ে শেষ পাতা থেকে রয়েছে এই স্প্যানিশ ভাষার লিখন, পেন্সিল দিয়ে লেখা। প্রথম যে শব্দটি রয়েছে স্প্যানিশে, পাশে লেখা তার ইংরেজিও, বাংলায় তা হলো 'যুদ্ধ'। এই শব্দটিও কেন শেখাতে চেয়েছিলেন ওকাম্পো! পেন্সিলে লেখা একটি বাংলা শব্দও আছে। সেই শব্দটি হল 'বাঙালি'। ওকাম্পো যে বাংলা শব্দটি শিখেছিলেন বলে জানিয়েছেন সেই 'ভালোবাসা' শব্দটি অবশ্য নেই এ খাতায়।[৪] রবীন্দ্রনাথের বহু পাণ্ডুলিপি-খাতাতেই উল্টো করে শেষ থেকে শুরু করার একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। 'বলাকা'-র একটি পাণ্ডুলিপি-খাতায় যেমন, মুক্তক ছন্দ যখন কবির হাতে উঠে এসেছে, সে ছন্দের কবিতাগুলি লিখেছেন উল্টে নিয়ে।[৫] ১০২ সংখ্যক খাতাটির উল্টোদিকে স্প্যানিশ পাঠের পর রয়েছে লেখন-স্ফুলিঙ্গের কয়েকটি অণু-কবিতা, তাদের ইংরেজি অনুবাদ। এ খাতাটিতে তাহলে পাওয়া যাচ্ছে আন্দেস জাহাজ থেকে আর্জেন্টিনা, আর্জেন্টিনা থেকে ইতালি যাবার পথ-পরিক্রমার কাব্য-স্বাক্ষর, কেবল ফেরার জাহাজ জুলিওচেজারে লেখা অল্প দুয়েকটি কবিতা বাদ দিয়ে। এ

খাতায় কবিতা লেখা শুরু হচ্ছে আন্দেস জাহাজে ভ্রমণ-সূচনা থেকেই। ফ্রান্স থেকে দক্ষিণ আমেরিকার দিকে যাত্রা করেছিলেন কবি এই জাহাজে। 'পূরবী'র 'অপরিচিতা' কবিতাটি এ খাতায় প্রথম কবিতা,পাণ্ডুলিপিতে যার নাম ছিল 'পথ' : 'তোমার সাথে কই হল গো দেখা'– এই আর্তি ছিল এই কবিতায়, ছিল : 'চোখের দেখায় হয় নি প্রাণের জানা'র আক্ষেপ। অল্প কয়েকদিন আগে (২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) রাণু অধিকারিকে লেখা চিঠিতেও প্রকাশ পেয়েছিল সেই আক্ষেপের সুর : 'আমি যা দিতে পারি তুমি যদি তা চাইতে পারতে তাহলে বড় দরজাটা খোলা থাকত। কোনো মেয়েই আজ পর্যন্ত সেই সত্যকার আমাকে সত্য করে চায় নি–যদি চাইত তাহলে আমি নিজে ধন্য হতুম ; কেননা মেয়েদের চাওয়া পুরুষদের পক্ষে একটা শক্তি। . . . কতকাল থেকে উৎসুক হয়ে আমি ইচ্ছা করেচি কোনো মেয়ে আমার সম্পূর্ণ আমাকে প্রার্থনা করুক, আমার খণ্ডিত আমাকে নয়। আজো তা হল না – সেই জন্যেই আমার সম্পূর্ণ উদ্বোধন হয় নি। কি জানি আমার উমা কোন দেশে কোথায় আছে?[৬] উমা কে? বুয়েনোস এয়ারিস্-এ পৌঁছে কি কবি দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর উমা কে? বুয়েনোস এয়ারিসে প্রথম কবিতাটি লেখার সময় হঠাৎ কেন কবি উল্টে নিয়েছিলেন খাতা? কবিতার তারিখটি যদিও আছে সোজা দিকেই ! 'শীত' নামের সেই কবিতার পাণ্ডুলিপি-পাঠে চরণগুলির শুরুতে আছে অতিপর্বিক পদ, যেগুলি পরে পরিত্যক্ত হয়েছে ছাপায়। প্রথম দিকের পরিত্যক্ত তিনটি 'কেন'-র প্রয়োগে ব্যক্তিগত স্বর অনেকটা যেন প্রকাশ্য ছিল : 'কেন শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল / গানের বেলা শেষ না হতে হতে?' শেষের দিকে 'আমার' পদটি পরিত্যক্ত হয়েছে :

'আমার মন যে বলে, নয় কখনোই নয়,
ফুরায় নি তো, ফুরাবার এই ভান
আমার মন যে বলে, শুনি আকাশময়
যাবার মুখে ফিরে আসার গান।'

৩

'যাবার মুখে ফিরে আসার গান' – এই বোধহয় 'পূরবী'র 'পথিক' অংশে আত্মসংকটের যে নাটক আছে, তার দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম পর্বে ছিল প্রার্থিতার কাছ থেকে প্রত্যাশা পূর্ণ না হওয়ার হৃদয়ভার, সেইসঙ্গে একাকিত্বের হাহাকার নিয়ে নূতন কোনো সম্বন্ধের আকাঙ্ক্ষা। 'তোমার ফাগুন উঠবে জেগে, ভরবে আমের বোলে, / তখন আমি কোথায় যাব চলে'– এ হলো আন্দেস জাহাজে রচিত প্রথম কবিতা 'অপরিচিতা'র পংক্তি, এমনই সম্বন্ধ-শেষের শোচনা অন্য কবিতাতেও রয়েছে : 'বাহিরদ্বারে অধীর খেলা ভিড়ের মাঝে হাসির কোলাহল / দেখে এলেম চলি' ('প্রকাশ')। তারই পাশাপাশি আছে এমন পংক্তি : 'আকাশভরা তারার মাঝে আমার তারা কই ('তারা') কিংবা 'দোসর ওগো, দোসর আমার দাও-না দেখা / সময় হল একার সাথে মিলুক একা' ('দোসর')। এই পর্বেরই দুটি কবিতা – 'ভাবীকাল' আর 'অতীতকাল', দুটিরই ইংরেজি

অনুবাদ আছে এই পাণ্ডুলিপিতে। 'ভাবীকাল' কবিতায় দেখি ভক্ত এক পাঠিকার ছবি, ওকাম্পোর সঙ্গে যাকে মেলানো যায়। আর 'অতীত কাল' কবিতায় আছে : 'নাম-ভুলে যাওয়া / প্রেয়সীর নিশ্বাসের হাওয়া / যুগান্তর সাগরের দ্বীপান্তর হতে বহি আনে।' 'ভাবীকাল' কবিতাটির অনুবাদ Poems-এ আছে, আর অতীতকাল-এর অনুবাদ 'রবীন্দ্রবীক্ষা'তেই (২১ সংখ্যক) প্রকাশিত হয়েছে।

অন্য আরেকটি কবিতা, বুয়েনোস এয়ারিস-এই লেখা, নাম – 'অদেখা', আত্মসংকটের সেই দ্বিতীয় পর্বের, যেখানে এমন পংক্তি আছে : 'এসেছে সে, মন বলে, এসেছে'। এরও একটি অনুবাদ রয়েছে এই পাণ্ডুলিপিতে। মূল কবিতার থেকে এর অনুবাদটি যেন বেশি ভালো। এটিও প্রকাশিত হয়েছে 'রবীন্দ্রবীক্ষায়' (২১ সংখ্যক)। অনুবাদগুলি ওকাম্পো দেখেছিলেন কি না, সে আমার জানা নেই। কিন্তু ওকাম্পো যে কবিতার অনুবাদ দেখেছেন বলে জানিয়েছেন,[৭] সেই 'কঙ্কাল' নামে কবিতাটি এই পাণ্ডুলিপিতে থাকলেও তার অনুবাদ নেই। 'অতিথি' কবিতাটি আছে এই পাণ্ডুলিপিতে, কিন্তু এরও কোনো অনুবাদ-প্রয়াস নেই, যদিচ, কেতকী জানিয়েছেন, 'অতিথি'র অনুবাদের একটি খসড়া তিনি ওকাম্পোর কাগজপত্রের মধ্যে দেখেছেন আর্জেন্টিনায়।

৪

কিন্তু 'এসেছে সে' এইটেই তো শেষ কথা নয়, দ্বিতীয় পর্বেই শেষ হয়ে যায় না সেই আত্মনাটক, থাকে আরো একটি পর্ব, শেষ পর্ব। আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক আর আকাঙ্ক্ষার পুরণের পর থাকে আকাঙ্ক্ষার থেকে উত্তরণ, 'পাথর দিয়ে ভিত্তি ফেঁদে' তো ভালোবাসাকে ধরে রাখা যায় না, 'জানে যারা চলার ধারা / নিত্য থাকে নূতন তারা' ('চঞ্চল')। 'প্রবাহিনী'র বয়ে চলাই কবির ধর্ম। এই নামের কবিতাটি পাণ্ডুলিপিতে অনেকটাই পৃথক। কয়েকটি পংক্তি–

আমি নিলাজ, আমি চপল আমি অকাম উদাসীনা,
আমি গভীর আমি প্রবল, আমি ঝড়ের রুদ্রবীণা,
আমি রাতের স্বপ্নসখী আমি প্রাতের জাগরণী
চিরকালের সূত্রে গাঁথি ক্ষণকালের রত্নমণি।

নিন্দা আমার উপলখণ্ড নিত্য মুখর পায়ে পায়ে
স্তবের গীতি নিত্য বাজে বেলাভূমির বনচ্ছায়ে।

'দুঃখ-সম্পদ' নামের কবিতাটি পাণ্ডুলিপিতে শেষ হয়ে যাবার পরও লেখা হয়েছিল আরেকটি স্তবক, কিন্তু প্রকাশের সময় সেটি আর গৃহীত হয় নি, হয়তো সেখানে যা বলার, তা আগেই বলা হয়ে গেছে বলে। তবু, একটি বিশেষ সময়ে দুঃখ কীভাবে সম্পদ হয়ে উঠেছিল কবির কাছে, সেই পরিত্যক্ত পংক্তিগুলিতে তা ধরা আছে :

যখনি কুঁড়ির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেয় তাপে
তখনি ত জানি, ফুল চিরদিন ছিল তারি চাপে।

দুঃখ চেয়ে আরো বড় না থাকিত কিছু
জীবনের প্রতিদিন হত মাথা নিচু
তবে জীবনের অবসান
মৃত্যুর বিদ্রূপ হাস্যে আনিত চরম অসম্মান।

এ কবিতা রচিত হয়েছে আন্দেস জাহাজে, কল্পনা করা যায় আত্ম সংকটের সেই প্রথম পর্বে কতটাই ভার ছিল কবির মনে। এমনকি কোনো মুহূর্তে যে ভার অধ্যাত্ম-অনুভবেও রূপান্তরিত হয়েছে, পাণ্ডুলিপিতে আছে তার পরিচয়। 'মুক্তি' কবিতাটির একটি স্তবক ছিল এরকম :

পথে পথে যদি কভু সাথী বলে চিনি, বিশ্বপতি
তোমারে কোথাও
প্রভু, যদি কভু তব প্রভুত্বের দাবী মোর প্রতি
ছেড়ে দিতে চাও
তাহলে আসুক সন্ধ্যা বিরামের মহাসিন্ধুতটে
শান্তিবারি পূর্ণ হোক গোধূলির স্বর্ণময় ঘটে
আনমনে যাহা-তাহা ছবি
শিশুর মতন বসি একাসনে তোমাসনে কবি।

অধ্যাত্ম-অনুভবের দিকে মোড় নেওয়া কবি না-মঞ্জুর করেছিলেন। এই স্তবক প্রকাশকালে গৃহীত হয় নি, আর এর পরের পাতার কবিতা সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়েছে ছবি।

৫

এমনভাবে কবিতাকে প্রায় ঢেকে-দেওয়া আঁকিবুকি, একের পর এক, রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে খুব সুলভ নয়, অন্তত আমি যে অল্প কয়েকটি পাণ্ডুলিপি দেখেছি, তার মধ্যে এর দোসর পাই নি। সেসব আঁকিবুকি আশ্চর্য আকার হয়ে উঠেছে, চিত্রশিল্পের দিক থেকে অসাধারণ। ওকাম্পো সেসব ছবি থেকেই চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকে যথার্থভাবে চিনে নিয়েছিলেন। সবই ঠিক। কিন্তু যে শিল্পের সমজদার ততটা নয় যতটা সমজদার কবিতার, তাকে টানতে পারে ছবির রেখায় ডুবে থাকা কবিতার বাণী, তার মনে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কেন, কেন এমন ভাবে মুছে ফেলতে হয় কবিতা। পাণ্ডুলিপির একেবারে প্রথম কবিতাটিই কবিতা-মার্জনা-ছবির ভিতর থেকে উঠে আসছে, 'পথ' নাম ছিল যার পাণ্ডুলিপিতে। 'তোমার ফাগুন উঠবে জেগে, ভরবে আমের বোলে, তখন আমি কোথায় যাব চলে'— কবিতার মধ্যে এই 'ফাগুনে'র উল্লেখ হয়তো আভাস দেয় কোনো ফাগুনবতী নারীর, কোনো বাস্তব আলম্বন, যাকে নিজের মনের মতন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন কবি, আর তারপর তার ফাগুন দিনে বুঝেছিলেন 'আধেক-চাওয়ায় ভুলে-যাওয়ায় হয়েছে জাল বোনা / তোমায় আমায় হয় নি জানাশোনা।' যে হৃদয়-ভার ধরা দিয়েছে কবিতাটিতে, অন্তরালবর্তী বাণীতে কি তা আরো বেদনা ভারাতুর ছিল ? এসব প্রশ্নে আকুল হয় মন এই পাণ্ডুলিপির পাতায় পাতায় পাতাজোড়া ছবিগুলি দেখতে দেখতে। পরের কবিতা

'আনমনা'ও এমনই পাতাজোড়া ছবির ভিতর থেকে জেগে-ওঠা, এ কবিতাতেও তো লুকানো রয়েছে একই শোচনা– 'বার্তা আমার ব্যর্থ হবে–সত্য আমার বুঝবে কবে'। 'আশা' কবিতার শুরুতে যে অংশটি কিছুটা বিবৃতিমূলক, 'মস্ত যে-সব কাণ্ড করি শক্ত তেমন নয়' ইত্যাদি, সেটি লেখা হয়েছিল মূল অংশ, যার শেষ পংক্তি 'ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা / করেছিনু আশা'– এর পরে, যেন-বা কৈফিয়ৎ হিসেবে। তার পরের কবিতা 'বাতাসে'র দ্বিতীয় পাতাটি চিত্রিত, সেখানে বেদনা আছে, কিন্তু বেদনার ভার আর নেই,বাতাসের মতো ভারহীন হয়েই তখন কবি বলতে পারেন 'সেই বসন্ত এল পথে, আমি কেবল সুর জাগাতে পারি / তাহার পূর্ণতারি'। পরের 'স্বপ্ন' কবিতাটি দীর্ঘ, তার দুটি পাতাই বিচিত্রিত, মনে হয় প্রয়াস করেই সেখানে পৌঁছে গেছেন কবি, যেখান থেকে বলা যায় 'সেই তুমি–আর নও তো বাঁধন, / স্বপ্নরূপে মুক্তিসাধন'– সেখান থেকেই চেনা যায়, নিত্যকালের সেই 'বিদেশিনী'কে। 'ঝড়' নামে কবিতাটির মাঝের অংশটিই পাতাজোড়া ছবি থেকে উঠে আসা, যেখানে আছে 'রুদ্রের জয়গান', যেখানে বদলে গেছে ছন্দ। 'পদধ্বনি' কবিতার আবার শুরুর পাতাটিই সবচেয়ে বেশি ছবি-ঢাকা, শুরুর পংক্তিগুলি ছবির ভিতর থেকে একটু করে উঁকি মারছে। পরের পাতাটিতে ছবি জায়গা জুড়েছে অনেক কম, আর তার পরের দুটি পাতায় তো যৎসামান্য ছোটো দুটি আকার। পাণ্ডুলিপিতে এর পরে রয়েছে 'প্রকাশ' নামে কবিতাটি, এটিরও প্রথম পাতায় ছবিই পাতাজোড়া, মাঝে মাঝে ফাঁক-ফোঁকরে লাইনগুলি দেখা যাচ্ছে। পরের পাতায় কবিতা-পংক্তিগুলিরই প্রাধান্য, পরের পাতাতেও কাটাকুটি নেই বললেই চলে।

পরের কয়েকটি কবিতায় মার্জনা-অংশ খুবই কম, ছবি তাই স্বল্প-পরিসরেই। কোথাও-বা কবিতার বাইরেই আঁকা হয়েছে কোনো মুখাবয়ব। 'দোসর' 'অবসান' 'তারা' 'মৃত্যুর আহ্বান' 'দান' – এই কবিতাগুলি সেই স্বল্প মার্জনার স্বল্প ছবির। পরবর্তী কয়েকটি কবিতায় কোনো সংশোধন নেই, তাই কোনো ছবিও নেই। 'দুঃখ-সম্পদ' 'সমাপন' 'ভাবীকাল' 'অতীত কাল' এবং 'বেদনার লীলা'– এই কবিতাগুলিতে বেদনার সুর নেই এমন নয়, তবু মনে হয় কবি অর্জন করেছিলেন সেই আনন্দ– 'সে আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে / যে আপন পরিপূর্ণতায় / আপন করিয়া লয় দুঃখবেদনায়।'

এই কবিতাগুলি লিখতে লিখতেই কবি পৌঁছে গিয়েছেন বুয়েনোস এয়ারিস। সেখানকার প্রথম কবিতাটি যে খাতা উল্টে নিয়ে লেখা, সে-কথা আগেই বলেছি। 'শীত' নামে সেই কবিতায় আবার ফিরে এল পাতাজোড়া ছবি, ছবির ভিতর থেকে উঁকি দেওয়া কবিতার পদ। আবার দেখা দিতে লাগল কোথাও-বা স্বল্প-পরিসরের ছবি, কোথাও কবিতা ঢেকে দেওয়া পুরো পাতার ছবি। 'বিদেশী ফুল'-এ শুরুর পংক্তিগুলিকে ঢেকে দিয়েছে সুন্দর একটি পাখি-অবয়ব।

'অতিথি'র প্রথম সাত পংক্তির পরের অংশ পুরোপুরি কালিমা-লিপ্ত, ছবির সামান্য আদলমাত্র আছে। বাঁদিকের পাতায় আবার নতুন করে লেখা হয়েছে। অনুমান করা যায়, কবিতা শেষ হবার পর এইভাবে বদল করেছেন কবি। কেননা কালি-লেপিত অংশের তলায়

দেওয়া আছে কবিতা-রচনার তারিখ– ১৫ নভেম্বর। 'শেষ আশা', কবিতার প্রথম পাতায় ছবি যৎসামান্য হলেও পরের পাতাটিতে কবিতা ছবিতে ঢেকে দিয়ে ছবির মধ্য থেকে শেষ অংশের কয়েকটি পংক্তি লেখা আছে–

বেণুবন ছায়াঘন সন্ধ্যায়
তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে, গোধূলির বাঁশরির
সর্বশেষ সুরে
রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিও তোমার . . .

'বৈতরণী' কবিতাটির পাণ্ডুলিপিতে প্রথম পাতাটিতে কবিতাকে না ঢেকেই রেখার ছন্দে ছবি ফুটে উঠেছে পুরো পাতা জুড়ে আবার শেষ পাতাটিতে কবিতাকে ঢেকে দিয়েছে ছবি। 'মধু' কবিতাটির লিপির মধ্যে রয়েছে তিনটি ছোট ছোট সংশোধন ঢেকে দেওয়া স্বল্প পরিসরের তিনটি ছবি।

ছবিগুলি সুন্দর। তবু তার তলাকার লুপ্ত হওয়া বাণী আমাকে টানে। ব্যক্তিগত থেকে নৈর্ব্যক্তিকে কীভাবে পৌঁছয় কবিতা তার হদিস তো আছে সেখানেই। কিন্তু কবি তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব গোপন করতেই চেয়েছেন। ১০২ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে তারই স্বাক্ষর। আন্দেস জাহাজে রচিত 'পূরবী'র ২৩টি কবিতার মধ্যে এই পাণ্ডুলিপিতে আছে ২৩টিই, আর আর্জেন্টিনায় রচিত ২৬টি কবিতার মধ্যে এই পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে ২০টি কবিতা। কাঙ্ক্ষিত দুজন নারীর সঙ্গে সম্পর্কের বর্ণালি এ-পাণ্ডুলিপিতে কোথাও ছবিতে ঢাকা, কোথাও বাণীতে প্রকাশিত। রবি-জীবনী নয়, কবি-জীবনীর অনুসন্ধানে তাই এই পাণ্ডুলিপিটির গুরুত্ব অনেকটাই। চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসেও এই পাণ্ডুলিপিটির স্থান কতখানি, তাও অনুমান করতে অসুবিধে হয় না।

সুতপা ভট্টাচার্য

তথ্যসূত্র

১. In your Blossoming Flower-Garden, p 419

২. রাণী চন্দ, 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', ১৪০৭, পৃ. ২৫

৩. In your Blossoming Flower-Garden, p 419

৪. দ্রষ্টব্য : শঙ্খ ঘোষ, 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ', ১৯৮৩, পৃ. ১৮৭।

৫. Ms. 131

৬. চিঠিপত্র, অষ্টাদশ খণ্ড, পৃ ২৯৫-৯৬

৭। দ্রষ্টব্য : শঙ্খ ঘোষ, 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ', ১৯৮৩, পৃ. ১৮৮

ঘটনাপ্রবাহ

রবীন্দ্রভবন-আয়োজিত প্রদর্শনী

প্রদর্শনীর বিষয়	প্রদর্শনকাল ও স্থান
আশ্রমকে শেষ বিদায়	২৫.০৭.০৫–৩১.০৭.০৫
(শান্তিনিকেতন থেকে কবির শেষ বিদায় উপলক্ষে)	'বিচিত্রা' গৃহ
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন	২৭.০৭.০৫– ৩০.০৭.০৫
(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাত্র-যুব উৎসব ২০০৫ উপলক্ষে)	সিউড়ি
শম্ভু সাহার চোখে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন	০৮.০৮.০৫– ২২.০৮.০৫
(২২ শে শ্রাবণ রবীন্দ্র-প্রয়াণদিবস উপলক্ষে)	'বিচিত্রা' গৃহ
স্মরণ : অমিতা সেন	২৩.০৮.০৫ – ২৭.০৮.০৫
(আশ্রমিক অমিতা সেনের মৃত্যুতে)	'বিচিত্রা' গৃহ
Teachers of old Santiniketan	০৫.০৯.০৫ – ৩০.০৯.০৫
(শিক্ষকদিবস উপলক্ষে)	'বিচিত্রা' গৃহ
Tagore in Russia	১৩.০৯.০৫ – ১৭.০৯.০৫
(রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের ৭৫ বছর-পূর্তি উপলক্ষে)	গোর্কী সদন, কলকাতা
Rabindranath and Czechoslovakia	09.11.05 – 14.11.05
(বিশ্বভারতীর বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠান উপলক্ষে)	'বিচিত্রা' গৃহ
নিভৃতচারী শিল্পী রথীন্দ্রনাথ	২৭.১১.০৫ – ১১.১২.০৫
(রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে)	'বিচিত্রা' গৃহ

রবীন্দ্রভবন-আয়োজিত আলোচনা প্রবাহ

বিষয় ও বক্তা	তারিখ ও স্থান
Rabindranath Tagore's Integration into European Culture	২৩ এপ্রিল ২০০৫
ড. মার্টিন ক্যাম্পশেন	'উদয়ন' গৃহ
রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন	২৬ মে ২০০৫
অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	'বিচিত্রা' গৃহ

দ্বিজেন্দ্রনাথের তত্ত্বচিন্তা ও রবীন্দ্র-কবিমানস ২৭ জুন ২০০৫
অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত 'বিচিত্রা' গৃহ

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ১৫ জুলাই ২০০৫
শ্রীসুপ্রিয় ঠাকুর 'বিচিত্রা' গৃহ

বাংলা গান : ফিরে দেখা ২২ অগস্ট ২০০৫
অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী 'উদয়ন' গৃহ

আমার দেখা শান্তিনিকেতন ২১ নভেম্বর ২০০৫
শ্রীললিতকুমার মজুমদার 'বিচিত্রা' গৃহ

রবীন্দ্র-সংগীত ও আধুনিক কণ্ঠবিজ্ঞান ০৩ ডিসেম্বর ২০০৫
ড. আনিসুর রহমান 'উদয়ন' গৃহ

রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা মনস্কতা ০৪ ডিসেম্বর ২০০৫
ডা. অনিলকুমার মণ্ডল 'বিচিত্রা' গৃহ

রবীন্দ্রভবনে উপহৃত সামগ্রী

প্রদর্শ-সামগ্রী

Sl No.	Gift from	Description of materials	Acc.No. & Date
01.	Tan Yun-Shan Family Collection	Small plate. Brass	00.3996.8 02.01.2002
02.	Do	Do	00.3997.8 02.01.2002
03.	Do	Do. Alloy	00.3998.8 02.01.2002
04.	Do	Small plate. Gun Metal	02.3999.8 02.01.2002
05.	Do	Do	02.4000.8 02.01.2002
06.	Do	Glass. Gun Metal	02.4001.8 02.01.2002
07.	Do	Do	02.4002.8 02.01.2002

Sl No.	Gift from	Description of materials	Acc.No. & Date
08.	Tan-Yun-Shan Family Collection	Glass. Gun Metal	02.4003.8 02.01.2002
09.	Do	Cup. Gun Metal	02.4004.8 02.01.2002
10.	Do	Cup. Gun Metal	02.4005.8 02.01.2002
11.	Do	Flower Vase. Brass	02.4006.8 02.01.2002
12.	Do	Ashtray. Alloy Metal	02.4007.8 02.01.2002
13.	Do	Spice Container. Alloy Metal	02.4008.8 02.01.2202
14.	Do	Flower Vase. Brass	02.4009.8 02.01.2002
15.	Do	Bowl (Bati). Gun Metal	02.4010.8 02.01.2002
16.	Do	Candle Stand. Alloy	02.4001.8 02.01.2002
17.	Do	Bowl with cover. Gun Metal	02.4012.8 02.01.2002
18.	Do	Do	02.4013.8 02.01.2002
19.	Do	Incense Pot. Gun Metal	02.4014.8 02.01.2002
20.	Do	Urn. Brass	02.4015.8 02.01.2002
21.	Do	Do	02.4016.8 02.01.2002
22.	Do	Top of a container. Alloy	02.4017.8 02.01.2002

Sl No.	Gift from	Description of materials	Acc. No.& Date
23.	Tan-Yun-Shan Family Collection	Head.Buddha. Bronze	02.4018.12 02.01.2002
24.	Do	Buddha. Brass	02.4019.12 02.01.2002
25.	Do	Do	02.4020.12 02.01.2002
26.	Do	Buddha. Stone	02.4021.12 02.01.2002
27.	Do	Buddha. Brass	02.4022.12 02.01.2002
28.	Do	Dancing girl. Sand Stone	02.4023.12 02.01.2002
29.	Do	Laughing Buddha	02.4024.12 02.01.2002
30.	Do	Figure (Male).Plaster of Paris	02.4025.12 02.01.2002
31.	Do	Ashoke Pillar. Alloy	02.4026.19 02.01.2002
32.	Do	Leather folder. Leather	02.4027.10 02.01.2002
33.	Do	Calling Bell. Alloy	02.4028.19 02.01.2002
34.	Do	Fountain Pen. Plastic and Metal	02.4029.19 02.01.2002
35.	Do	Do	02.4030.19 02.01.2002
36.	Do	Sword (Bhojali)	02.4031.13 02.01.2002
37.	Do	Plate. Brass	02.4032.8 02.01.2002
38.	Do	Prayer Pot. Copper	02.4033.19 02.012002

Sl No.	Gift from	Description of materials	Acc. No.& Date
39.	Tan Yun-Shan Family Collection	Powder Case. Stone	02.4034.19 02.01.2002
40.	Do	Bowl. Stone	02.4035.8 02.01.2002
41.	Do	Pocket watch. Omega	02.4036.5 02.01.2002
42.	Do	Paint Pot. Stone	02.4037.19 02.01.2002
43.	Do	Dhup Dani. Brass	02.4038.19 02.01.2002
44.	Do	Wooden Stand. Wood	02.4039.10 02.01.2002
45.	Do	Mao-Se-Tung— Plaster of Paris	02.4040.12 02.01.2002
46.	Do	Do	02.4041.12 02.01.2002
47.	Do	Glass Seal. Glass	02.4042.12 02.01.2002
48.	Do	Do	02.4043.19 02.01.2002
49.	Do	Do	02.4044.19 02.01.2002
50.	Do	Seal. Stone	02.4045.19 02.01.2002
51.	Do	Do	02.4046.19 02.01.2002
52.	Do	Ink pot. plastic	02.4047.19 02.01.2002
53.	Do	Medal. Alloy	02.4048.19 02.01.2002

Sl No.	Gift from	Description of materials	Acc. No.& Date
54.	Tan Yun-Shan Family Collection	Seal. Stone	02.4049.19 02.01.2002
55.	Do	Do	02.4050.19 02.01.2002
56.	Do	Do	02.4051.19 02.01.2002
57.	Do	Seal. Ivory	02.4052.19 02.01.2002
58.	Sm.Shyamali Khastagir Santiniketan	Rabindranath– Bust by Sudhir Khastagir.	02.4053.12 08.08.2002
59.	Mr. Burnhard Vester, Gorgesheideweg 119, D.40670 Meerbusch (Osterath) Germany	Sketch of Rabindranath –Print	03.4054.18 31.01.2003
60.	Sri S.K. Biswas Vill. Bhakari P.O. Chaltia Dist. Murshidabad	Stamp (50th death anniversary of Rabindranath)	05.4056.19 07.03.05
61.	The Nobel Foundation Sturegatan 14, Box 5232 SE - 10245 Stockholm Sweden.	Nobel Prize Medallion. (Replacement) Gold.Dia 6.5cm W 202.5 gms	05.4057.1 10.05.2005
62.	Do	Nobel Prize Medallion (Replacement) Bronze-Gold plated. Dia 6.5 cm. W.120.00 gms	05.4058.6 10.05.2005

Sl No..	Gift from	Description of materials	Acc. No.& Date
63.	Received through the Upacharya Prof Sujit Kumar Bose, Visva-Bharati	Special Exclusive Medallion (A felicitation) to Rabindranath on the occasion of Golden jubilee of Diplomatic Relation Between Poland and India Celebration on 06.07.2005) Metal Alloy Dia 9 cm. w. 332.75 gms	05.4059.6 08.07.05
64.	Sri Rabindra B Dhura 372,Veer Sawarkar Marg, Mumbai 400028	Portrait of Rabindranath. Nail art on paper	05.4060.19 14.07.05
65.	Do	Do	05.4061.19 14.07.05

আলোকচিত্র

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ-সংগ্রহ

শ্রীসৌরীন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত

প্রাপ্তির তারিখ **১৩.১১.২০০৫**

পরিগ্রহণ সংখ্যা : **১৩৪১৪ — ১৩৪২৭**

তারিখ : **১৯.১১.২০০৫**

ক্র.সং বিবরণ	মাপ	মন্তব্য
০১. রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য	১০১×৭৪ সেমি	কীটদষ্ট ও জীর্ণ
০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (মারাঠি পোশাকে)	১০৩×৭৫ সেমি	কীটদষ্ট ও জীর্ণ
০৩. বিদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যান্য	৭৬×১০৩ সেমি	কীটদষ্ট ও জীর্ণ
০৪. শান্তিনিকেতনের সভায় রবীন্দ্রনাথ	৪৯×৬০ সেমি	মোটামুটি ভালো

ক্র.সং বিবরণ	মাপ	মন্তব্য
০৫. দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৯x৬০ সেমি	মোটামুটি ভালো
০৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাঠরত)	৬০x৪৯ সেমি	''
০৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৫০তম জন্মোৎসবে)	৫৯x৪৭ সেমি	''
০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (জোড়াসাঁকোয়)	১০৪x৭৫ সেমি	জীর্ণ ও কীটদষ্ট
০৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৪x৭৬ সেমি	''
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের গৃহ-উদ্যানে)	১০৪x৭৬ সেমি	''
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কেদারায় উপবিষ্ট)	১০৪x৭৬ সেমি	"
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৪x১০৪ সেমি	''
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (মারাঠি পোশাকে)	১০৬x১৯১ সেমি	অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত
১৪. নন্দলাল বসু	২৮x৩৯ সেমি	''

দৃশ্য-শ্রাব্য সামগ্রী

ক্রমিক সংখ্যা	উপহৃত দাতা / দাত্রীর নাম ও ঠিকানা	উপহৃত সামগ্রীর বিবরণ	পরিগ্রহণ সংখ্যা ও তারিখ
০১	Prof. Sabujkoli Sen Director Rabindra-Bhavan Visva-Bharati	'রুদ্র নিঠুর স্নেহ' Tagore Songs (সুনামি দুর্গতদের সাহায্যার্থে বিশ্বভারতীর নিবেদন)	CD/131 12.07.2005 One copy
০২.	Sri Amit Roy CH-8001 ZURICH RAMISTRA SSE 3	"YOGASON' A Yoga Film (The ethical Discipline)	VC / 179 11.08.2005 One copy

গ্রন্থাগার সামগ্রী

ক্রমিক সংখ্যা	উপহার দাতা/ উপহার দাত্রীর নাম	গ্রন্থনাম	লেখক/ সম্পাদক	প্রকাশক	পরিগ্রহণ সংখ্যা ও তারিখ	মন্তব্য
০১.	অনুত্তম ভট্টাচার্য	নোবেল-নাট্য রবীন্দ্রনাথ	অনুত্তম ভট্টাচার্য	অমৃতলোক	১৪১২	৪৪২২৯ ১৫.৯.২০০৫
০২.	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৪৪২৩০ ১৫.৯.২০০৫
০৩.	ঐ	রবীন্দ্রনাথ ও মেদিনীপুর	ঐ	কে. কে. প্রকাশন	২০০৩	৪৪২৩১ ১৫.৯.২০০৫
০৪.	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৪৪২৩২ ১৫.৯.২০০৫
০৫.	Janet Alamelu Naidu	Rain water	Janet Ala-melu Naidu	Green heart Canada	2005	44486 24.11.05
০৬.	Do	Do	Do	Do	Do	44485 24.11.05
০৭.	পঙ্কজ সাহা	আগুন আর বৃষ্টি	পঙ্কজ সাহা	দীপ প্রকাশন	২০০১	৪৪৫০১ ২৫.১১.২০০৫
০৮.	ঐ	জেনি না শকুন্তলা	ঐ	দে'জ পাবঃ	[n.d.]	৪৪৫০০ ২৫.১১.২০০৫
০৯.	ঐ	সময়ের নাম মানুষ	ঐ	ঐ	১৪০৩	৪৪৫০২ ২৫.১১.২০০৫
১০.	নির্মলেন্দু দাস	বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় স্মরণ	নির্মলেন্দু দাস	কলাভবন বিশ্বভরতী	২০০৫	৪৪৪৯৯ ২৫.১১.২০০৫
১১.	অজিতকুমার দাস	বাংলার আভাষ	আশিস পাণ্ডে	আশিস পাণ্ডে	১৪১২	১২৩৬৮ (পত্রিকা) ১০.১১.২০০৫
১২.	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১২৩৬৯ (পত্রিকা) ১০.১১.২০০৫
১৩.	দিনেন ভট্টাচার্য	বানানের রবীন্দ্রনাথ	দিনেন ভট্টাচার্য	ডি.এম. লাইব্রেরী	১৪১০	৪৪৪৯৭ ২৫.১১.২০০৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শান্তশঙ্কর দাশগুপ্ত

জ্যোৎস্না চ্যাটার্জী	অজিতকুমার দাস
লছমী গুপ্ত	গৌতম চিত্রকর
গদাধর ভাণ্ডারী	প্রদীপকুমার মণ্ডল

স্বাতী ঘোষ

RABINDRA-VIKSHA : Vol. 43

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্পের ষাণ্মাসিক সংকলন

রবীন্দ্রভবন : শান্তিনিকেতন

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা
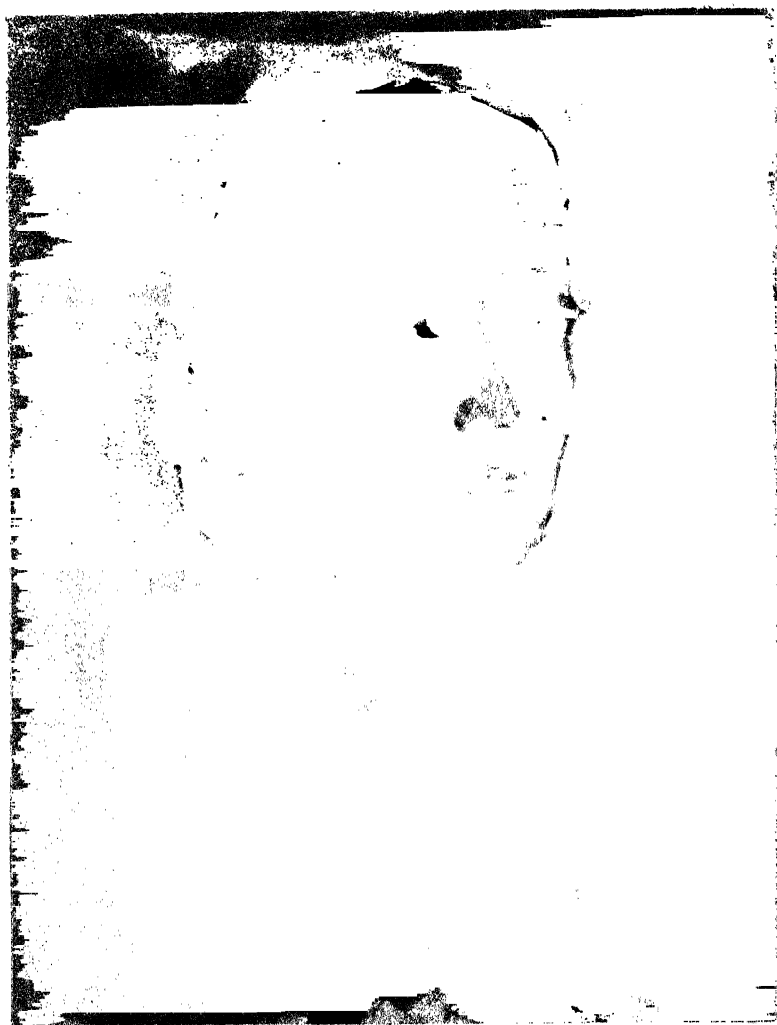
রবীন্দ্রবীক্ষা

সংকলন ৪৪ • ২২ শ্রাবণ ১৪১৩

র বী ন্দ্র বী ক্ষা

র বী ন্দ্র বী ক্ষা

রবীন্দ্রচর্চার ষাণ্মাসিক সংকলন

সংখ্যা ৪৪

রবীন্দ্রভবন

বিশ্বভারতী। শান্তিনিকেতন

চতুশ্চত্বারিংশত্তম সংকলন । ২২ শ্রাবণ ১৪১৩ । ৮ অগস্ট ২০০৬

সম্পাদক
সবুজকলি সেন

সম্পাদনা সহায়তা
সুপ্রিয়া রায়, দিলীপ হাজরা
তুষারকান্তি সিংহ, সুশোভন অধিকারী, শব্দ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ প্রস্তুতি
শান্তশঙ্কর দাশগুপ্ত

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্প, রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতীর পক্ষে কর্মসচিব শ্রীসুনীলকুমার সরকার -প্রকাশিত
ও সঞ্জয় সাউ, অ্যাস্ট্রাগ্রাফিয়া, ৪০বি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ-বিষয়ে ভবনে যে-কাজ চলছে তার ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রভবন তথা রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের প্রযত্নে ষাণ্মাসিক সংকলন-রূপে রবীন্দ্রবীক্ষা প্রচার। পত্রিকার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে :

রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা-ইংরেজি চিঠিপত্র এবং অন্যান্য বিশিষ্ট চিঠিপত্র ও রচনা।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ- সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচারিত সূচী, বিবরণ ও পাঠ।

রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের অন্যান্য বস্তুর তালিকা ও বিবরণ। যেমন :

ক. রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রাবলি।

খ. রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলি।

দেশে বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্রনাথ-প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র।

নানা উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাপাঠ তথা অলিখিত ভাষণ-প্রতিভাষণ— এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্মৃতিলিখন।

রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ঋতু-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ।

রবীন্দ্র-পরিবার বান্ধবগোষ্ঠী ও যুগ— এ-সবের পরিচায়ক যা-কিছু নিদর্শন তার যথাযথ বিচার বিবরণ ও তালিকা।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থতালিকা ও রচনার সূচী।

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রভবন-বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রানুরাগী সুধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

শান্তিনিকেতন
২২ শ্রাবণ ১৪১৩

উপাচার্য
বিশ্বভারতী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদের ছবি

আয়ত চোখের নারীপ্রতিকৃতি। বাদামী রঙের লম্বাটে মুখমণ্ডল, রাবীন্দ্রিক অঙ্কন-শৈলীর দীর্ঘ নাক; তবে বিষণ্ণ চোখের চাহনি দর্শকের দিকে নয়, দৃষ্টি যেন একটু পাশের দিকে প্রসারিত। রবীন্দ্র-চিত্রমালার অধিকাংশ নারী মুখাবয়বের মতো এ-ছবিতে চুল খুলে রাখা হয়নি, বরং মাথা জুড়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে সাবেকি খোঁপার আভাস। গাঢ় বাদামী রঙের তির্যক রেখা টেনে তৈরি হয়েছে শাড়ির পাড়। ছবির মূল প্রতিমা এবং সমগ্র পটভূমি জুড়ে ছড়িয়ে আছে কমলা রঙের উজ্জ্বল দীপ্তি। সম্ভবত সম্পূর্ণ চিত্রপট ঐ আগুন-রঙা কমলায় রাঙিয়ে নিয়ে তার পরে প্রতিকৃতিটি অঙ্কিত। তাই সমস্ত রঙের প্রলেপ ভেদ করে ফুটে উঠেছে নীচেকার বর্ণস্তরের রাঙা আভা।

এ-ছবি প্রধানত কালিতুলির টানে আঁকা হলেও কোথাও কোথাও জল-রঙের ব্যবহার চোখে পড়ে। ছবির নীচে ডানদিকের কোণায় শিল্পীর স্বাক্ষর ও তারিখ : 'রবীন্দ্র, ২২.৯.৩৭'।

১৯৩৭-এর ১৫ অগস্ট তারিখে নির্ধারিত বর্ষামঙ্গল উৎসবের আগের রাত্রে পণ্ডিত নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামীর পুত্রের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। ফলে শান্তিনিকেতনে তখনকার মতো উৎসব স্থগিত রইল। কিছুদিন পরে কলকাতায় 'ছায়া' প্রেক্ষাগৃহে ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর যথাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল বর্ষামঙ্গল। উৎসব শেষে কলকাতা থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথের গোয়ালিয়র যাবার কথা। এরই মাঝে ১০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে হঠাৎ হতচৈতন্য হলেন রবীন্দ্রনাথ।

এই অসুস্থতার কথা তড়িৎবার্তায় প্রচারিত হল। কলকাতা থেকে নীলরতন সরকার এসে চিকিৎসা করলে অচিরেই কবি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন, এবং অজস্র কাজের মধ্যে ডুব দিলেন। এই সময়ে রচিত হল 'প্রান্তিক'-এর কবিতাগুচ্ছ। শুধু কবিতা লেখাই নয়, 'বিশ্বপরিচয়' ও 'ছড়ার ছবি' ছাপা হয়ে প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। রবীন্দ্রনাথ এ-দুই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিলেন। এ ছাড়াও চলতে লাগল ছবি আঁকার বিপুল স্রোত।

দীর্ঘ অচৈতন্য অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে টেবিল-টপ্-এর উপরে সূর্যোদয়ের ছবি এঁকেছিলেন তিনি, সেই শুরু। তার পর প্রায় প্রত্যেকদিনই ছবি এঁকে চলেছেন, কোনোদিন-বা একটির বেশি। অসুস্থতার এ-পর্বে, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে চিকিৎসার জন্য ১২ অক্টোবর তারিখে কলকাতা যাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অনেকগুলি ছবি আঁকলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সিরিজের বাইশটি ছবি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে; সেখান থেকে নির্বাচিত একটি ছবি এবারের প্রচ্ছদে মুদ্রিত হল।

ছবিটির আকার ২৫ x ২৪ সেমি, রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০.২৫১৪.১৬

সু. অ.

শরৎ এসে পরাবে সাজ ।

নবীন রবি উঠবে হাসি,
বাজাবে মেঘ সোনার বাঁশি,
কালোর আলোর যুগলরূপে
শূন্যে দেবে মিলন মেলে ।

'শেষ বর্ষণ' স্টেজ-কপির একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্র

'শেষ বর্ষণ'-এর প্রথম অনুষ্ঠান হয় শুক্রবার ২৬ ভাদ্র ১৩৩২ [11 September 1926] জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' গৃহে। রবীন্দ্রনাথ মোট ২৪টি গানকে নটরাজ, রাজা, রাজকবি, নাট্যাচার্য্যর কথোপকথন-এর সূত্র দিয়ে বর্ষা, শরৎ চরিত্রকে উপযুক্ত মাপে সাজিয়ে মূকাভিনয়, গীতাভিনয়, দেহের ছন্দ ও গুজরাট অঞ্চলের লোকনৃত্যের মিশ্রণে গীতিনাট্যরূপে পরিবেশন করেন। সংলাপসহ পাঠটি মুদ্রিত হয় ১৩৩২ কার্তিক সংখ্যা 'সবুজ পত্র'-তে। 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়' থেকে প্রকাশিত 'ঋতুউৎসব' সংকলনে এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়। 'শেষ বর্ষণ'-এর আরও কয়েকটি অভিনয় 'বিচিত্রা' গৃহে হয়। ২৬ ভাদ্রর পরে ৩০ ভাদ্র ১৩৩২ এবং ১ আশ্বিন ১৩৩২ অভিনয়ের কথা জানা যায়। 'শেষ বর্ষণ'-এর একটি সংযোজন, বিয়োজন, স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর-সংবলিত মুদ্রিত প্রতিলিপি রবীন্দ্রভবনের কার্যালয়ে একটি ফাইলে সম্প্রতি পাওয়া যায়। বিশ্বভারতী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত রচনাবলী থেকে এটি পৃথক। পুস্তিকাটির প্রথম ছয়টি পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। যে অংশ থেকে পাওয়া গেছে সেই অংশ থেকেই এখানে মুদ্রিত হল। 'বর্ষামঙ্গল' নামে শান্তিনিকেতনে নববর্ষাকে আবাহন করার পরে কলকাতাতেও বিশ্বভারতীর অর্থ সংগ্রহের জন্য সেটি পরিবেশিত হত। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠানটি হলেও কবির শারীরিক অসুস্থতার জন্য এবং আসন্ন বিদেশ যাত্রার প্রস্তুতিতে কলকাতায় সেটি পরিবেশিত হয়নি। বর্ষা শেষ হবার মুখে কবি বর্ষাকে বিদায় জানালেন 'শেষ বর্ষণ' নামে। বর্তমান রবীন্দ্রবীক্ষায় মুদ্রিত 'শেষ বর্ষণ'-এ সংগীতের সংখ্যা ২০। এটিতে 'কোথা যে উধাও হল', 'একলা বসে বাদল শেষে', 'ওলো শেফালি', এবং 'যে ছায়ারে ধরব বলে' এই চারটি গান বর্জিত হয়েছে। 'শ্যামল শোভন শ্রাবণ, নাইবা গেলে'র স্থলে 'শ্যামল ছায়া নাইবা গেলে' ও 'এসো শরতের অমল মহিমা'র স্থানে 'এসো শরতের কিরণ প্রতিমা' হয়েছে। বিশ্বভারতী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রচনাবলী-ধৃত পাঠের সঙ্গে আলোচ্য 'শেষ বর্ষণ'-এর পাঠভেদ রবীন্দ্রবীক্ষার বর্তমান সংকলনে দেওয়া হল।

সম্পাদক

শেষ বর্ষণ

গানের আসনে তাঁকে বসাও, সুরে তিনি রূপ ধরুন। হৃদয়ে তাঁর সভা জমুক। ডাকো—"এস নীপবনে ছায়াবীথি তলে"।

বাদল লক্ষ্মীর প্রবেশ।

এস নীপবনে ছায়াবীথি তলে,
এস কর স্নান নবধারা জলে॥
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পর দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ;
কাজল নয়নে যুথীমালা গলে
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে॥
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি সখি
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লার গানে তব মধুস্বরে
দিক্ বাণী আনি বনমর্ম্মরে।
ঘন বরিষণে জল কলকলে
এস নীপবনে ছায়াবীথি তলে॥

নটরাজ

মহারাজ, এইবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন, রিমঝিম শবদে বরিষে।

রাজা

ভিতরের দিকে! সেদিকের রাস্তাই ত সব চেয়ে দুর্গম।

নটরাজ

গানের রাস্তাটা ধরুন। সুগম হবে। অনুভব করচেন কি? প্রাণের আকাশে পূব হাওয়া মুখর হয়ে উঠ্‌ল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো সব গীতরসিক; আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল কর। ধর ধর, "ঝরে ঝরঝর"

(গান)

ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর
বিরহকাতর শর্ব্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন কানন মর্ম্মরি॥

আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিছে বাজিয়ে।
মোর, হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চরি॥

রাজা

পূবদিকটা আলো হয়ে উঠল যে। কে আসে?

নটরাজ

শ্রাবণের পূর্ণিমা।

রাজকবি

শ্রাবণের পূর্ণিমা! হাঃ হাঃ হাঃ। খাপটাই দেখা যাবে। তলোয়ারটা রইবে ঢাকা।

রাজা

নটরাজ, শ্রাবণের পূর্ণিমায় পূর্ণতা কোথায়? কবির এ কী বিচার! এ ত বসন্তের পূর্ণিমা নয়।

নটরাজ

মহারাজ, বসন্তপূর্ণিমাই ত অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই। কেবল মাত্র হাসি। শ্রাবণে শুক্ল রাতে হাসি বলছে আমার জিৎ।

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কি এনেছিস্ বল,
হাসির কানায় কানায় ভরা নয়নের জল॥
বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
যূথীবনের বেদন আসে,
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল॥
কি আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
ফেরে সে কোন স্বপন লোকে।

মন বসে রয় পথের ধারে
জানে না সে পাবে কারে,
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল॥

রাজা

বেশ বেশ এটা মধুর লাগল বটে। আরো একবার হোক্ না।

নটরাজ

কিন্তু মহারাজ কেবল মাত্র মধুর, সেও অসম্পূর্ণ।

রাজা

ওই দেখ, যেমনি বল্লুম মধুর, অমনি তার প্রতিবাদ। তোমাদের দেশে সোজা কথার চলন নেই।

নটরাজ

মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে তবেই হয় হরপার্বতীর মিলন। সেই মিলনের গানটা ধর।

বজ্র-মাণিক দিয়ে গাঁথা
আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে
বিদ্যুতেরি জ্বালা॥
তোমার মন্ত্র বলে
পাষাণ গলে ফসল ফলে,
মরু বহে আনে তোমার পায়ে
ফুলের ডালা॥
মর মর পাতায় পাতায়
ঝরঝর বারির রবে,
গুরু গুরু মেঘের মাদল
বাজে তোমার কি উৎসবে?
সবুজ সুধার ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ঙ্করী
বন্যা মরণ ঢালা।

রাজা

সব রকমের ক্ষ্যাপামিই ত হ'ল। হাসির সঙ্গে কান্না, মধুরের সঙ্গে কঠোর। এখন বাকী রইল কি?

নটরাজ

কালিদাস বলেন, মেঘ দেখলে সুখী মানুষও আনমনা হয়ে যায়। এইবার সেই যে "অন্যথাবৃত্তি চেতঃ" সেই যে আনমনা পথ চেয়ে আছে, তারি গান হবে। নাট্যাচার্য্য, ধর হে, "পূব হাওয়াতে।"

পূব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি
হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ঐ আসে তোমার সুরেরই তরী॥
ব্যথা আমার কূল মানে না বাধা মানে না,
পরাণ আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না।
মিল্‌বে যে আজ অকূল পানে,
তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী॥

নটরাজ

বিরহীর বেদনা রূপ ধরে দাঁড়াল, ঘন বর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ। অশান্ত বাতাসে ওর সুর পাওয়া গেল। কিন্তু ওর বাণীটি আছে তোমার কণ্ঠে, মধু মঞ্জরী।

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা॥
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে,
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা॥

রাজা

মনে হচ্চে না কি যে, বিরহের পালাটাই বড় বেশী হয়ে উঠল। যেন ওজন ঠিক রইল না।

রাজকবি

ওহে, তোমরা যে অশ্রুবাষ্পের কুয়াসায় উৎসবটাকে ঝাপসা করে দিলে।

নটরাজ

মহারাজ, মিলন ত পদ্ম, আর বিরহই সরোবর— তারই পরিমাণ বেশি, তাতে মিলনের অগৌরব নেই। আমাদের বর্ষার পালায় আছে মিলন, মহারাজ। খুব বড় মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের। নাট্যাচার্য্য, একবার শুনিয়ে দাও না। (গান)

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসব সভা মাঝে
শ্রাবণের বীণা বাজে
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে।
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া
বরষণে মুখরিয়া
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘন মন্দ্রে।

রাজা

আঃ এতক্ষণ পরে একটু উৎসাহ লাগল। থামলে চলবেনা। দেখনা তোমাদের মাদলওয়ালার হাত দুটো অস্থির হয়েছে। ওকে একটু কাজ দাও।

নটরাজ

ওহে নাট্যাচার্য্য, এবার তাহলে আমাদের মেঘের দলকে মাতিয়ে তোলা যাক্। কি বল?

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ গগন অঙ্গনে।
(শোন্ শোন্‌রে) মনরে আমার, উধাও হয়ে
নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে॥
দিক-হারানো দুঃসাহসে,
সকল বাঁধন পড়ুক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে॥
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে;

সর্ব্বনাশের করিস্ সাধন বজ্র-মন্তরে।
অজানাতে কর্‌বি গাহন,
ঝড় সে পথের হবে বাহন,
শেষ করে দিস্ আপ্‌নারে তুই
প্রলয় রাতের ক্রন্দনে॥

রাজকবি

ঐ রে ঘুরে ফিরে এলেন সেই "অজানা।" সেই তোমার "নিরুদ্দেশ।"
মহারাজ, আর দেরী নেই, আবার কান্না নামল বলে।

নটরাজ

বর্ষার রাতে সেই অজানা স্বপ্নে দেখা দেন, বর্ষার প্রাতে জানার বেশে মন তাঁর সঙ্গ পেতে চায়। মধুমঞ্জরী, তাঁকে ভৈরবীর সুরে ডাক। যিনি রস, তিনি রূপে আসুন। (গান) "বন্ধু রহো"

বন্ধু রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণের প্রাতে॥
ছিলে কি মোর স্বপনে
সাথীহারা রাতে॥
বন্ধু বেলা বৃথা যায়রে
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে।
কথা কও মোর হৃদয়ে
হাত রাখো হাতে॥

রাজা

কান্না হাসি বিরহ মিলন সব রকমই ত খণ্ডখণ্ড করে হল, এইবার সমস্ত নিয়ে বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখাও দিকি।

নটরাজ

ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। নাট্যাচার্য্য, তবে ঐটে সুরু কর।

শেষ বর্ষণ

(গান)

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবন বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে;
নিখিল-চিত্ত-হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা॥
কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতী মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা॥
আন মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব কর বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।

কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ্জ পাতায় কর নবগীত রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী।
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী॥

কেতকীকেশরে কেশপাশ কর সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পর করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁক নয়নে।

তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকশিত বয়নে;
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে॥

এসেছে বরষা এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সন সন বন-বীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেকযুগের গীতিকা,
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা॥

রাজা

বাঃ বেশ জমেছে। আমি বলি, আজকের মতো বাদলের পালাই চলুক।

নটরাজ

তাহলে কবির সঙ্গে বিরোধ বাধবে। তার পালায় বর্ষা এবার যাবো যাবো করছে।

রাজা

তুমি যে বিদ্রোহী দলের দেখচি। কবির কথাই মানো, রাজার কথা মান না? আমি যদি বলি যেতে দেবনা।

নটরাজ

তাহলে আমিও তাই বলব। কবিও তাই বলবে। ওগো রেবা, ওগো করুণিকা, বাদলের শ্যামল ছায়া কোন লজ্জায় পালাতে চায়?

নাট্যাচার্য্য

নটরাজ, ও বলছে ওর সময় গেল।

নটরাজ

গেলই বা সময়। কাজের সময় যখন যায় তখনই ত সুরু হয় অকাজের খেলা। শরতের আলো আসবে ওর সঙ্গে খেলতে। আকাশে হবে আলোয় কালোয় যুগল মিলন।

শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে,
শেষ বরষার ধারা ঢেলে॥

সময় যদি ফুরিয়ে থাকে
হেসে বিদায় কর তাকে,
এবার না হয় কার্তিক্ বেলা অসময়ের খেলা খেলে।।
মলিন, তোমার মিলাবে লাজ,
শরৎ এসে পরাবে সাজ।

নবীন রবি উঠ্‌বে হাসি
বাজাবে মেঘ সোনার বাঁশী,
কালোয় আলোয় যুগলরূপে
শূন্যে দেবে মিলন মেলে।।

বাদল লক্ষ্মীর প্রস্থান।

নটরাজ

শরতের প্রথম প্রত্যুষের ঐ প্রথম শুকতারা। মহারাজ, দয়া করবেন, কথা বলবেন না। চেয়ে দেখুন।

রাজা

নটরাজ, কথা কইতে তুমি ত কসুর কর না।

নটরাজ

আমার কথা যে গানের ধারারই অঙ্গ।

রাজা

আমার কথা শুধু বাধা। কিন্তু বাধাও ত সৃষ্টির অঙ্গ। তোমার কথা যদি জলের ধারা হয় আমার না হয় হল নুড়ি— দুইয়ে মিলেই ঝরনা। যে বিধাতা রসিকের সৃষ্টি করেচেন অরসিকের সৃষ্টিও তাঁরই, রস জমাতে দুইয়েরই প্রয়োজন।

নটরাজ

আপনাকে চিনলুম মহারাজ, আপনি ছদ্মরসিক, বাধার ছলে রস নিংড়ে আদায় করেন। চেয়ে দেখুন অন্ধকারের কানে কানে অরুণের পরিহাস।

দেখ দেখ শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছেরে শিউলি ফুলেরে
আয় আয় আয়।

ওযে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টীপ,
ওযে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয়।
জাগো জাগো সখি
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি।
মালতীর বনে বনে
ঐ শুন ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশির বায়
আয় আয় আয়॥

নটরাজ

এইবার আসুন শরৎশ্রী। বাদল হাওয়ায় হৃদয়টা দোল খাচ্ছিল, তার উপরে তিনি পা রাখুন। শতদল তাঁর চরণ ঘিরে ফুটে উঠুক। করুণিকা তাকে ডাকো।

এস শরতের কিরণ-প্রতিমা
এস হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে॥
বিরহ তরঙ্গে অকূলে সে যে দোলে
দিবা যামিনী আকুল সমীরে॥

নটরাজ

নাট্যাচার্য্য, ধ্যানের মূর্ত্তি বুঝিবা কাছে এল। কিন্তু এখনো আবরণ ঘোচেনি। দেখা না-দেখার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। এখনো তিনি বাদলের আবৃত বেশ সম্পূর্ণ ছাড়েন নি।

বাদল লক্ষ্মীর পুনঃপ্রবেশ

ওগো শেফালি বনের মনের কামনা।
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে?
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া?
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে?

তুমি মূরতি ধরিয়া চকিতে নাম না!
আজি মাঠে মাঠে চল বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি,
নামো তালপল্লব-বীজনে
নামো জলে ছায়া ছবি সৃজনে।
এস সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে।
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থাম না!
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা!
কত আকুল হাসি ও রোদনে,
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি' জোনাকি প্রদীপ-মালিকা
ভরি নিশীথ-তিমির থালিকা;
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁজে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে,
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা॥
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা!
ঐ বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে।
আহা, শ্বেতচন্দন তিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে!
আহা বরিল তোমারে কে আজি
তার দুঃখ-শয়ন তেয়াজি',
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা!

নটরাজ

প্রিয়দর্শিকা, বাদললক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখ। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎপ্রতিমা। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদগদ, শিউলি বনে তাঁরই গান, মালতী বিতানে তাঁরই বাঁশীর ধ্বনি।

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হলো।
শিউলি-সুরভি রাতে
বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্ম্মর গানে তব মর্ম্মের বাণী বোলো।

তব গোপন অশ্রুজলে মিলুক সরম হাসি—
মালতী বিতান তলে বাজুক বঁধুর বাঁশি।
শিশিরসিক্ত বায়ে
বিজড়িত আলো ছায়ে
বিরহ-মিলনে গাঁথা নব
প্রণয়-দোলায় দোলো॥

নটরাজ

অবগুণ্ঠন ত খুলল, কিন্তু একি দেখলুম! এ কি রূপ, না বাণী। একি আমার মনেরি কল্পনা, না আমার চোখেরি আনন্দ?

তোমার নাম জানিনে সুর জানি।
তুমি শরৎ প্রাতের আলোর বাণী॥
সারা বেলা শিউলি বনে
আছি মগন আপন মনে,
কিসের ভুলে রেখে গেলে
আমার বুকে ব্যথার বাঁশিখানি
আমি যা বলিতে চাই হল বলা
ঐ শিশিরে শিশিরে অশ্রু-গলা।
আমি যা দেখিতে চাই, প্রাণের মাঝে
সেই মূরতি এই বিরাজে,
ছায়াতে আলোতে আঁচল গাঁথা
আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি॥

সুন্দরের প্রবেশ।

রাজা

শরৎশ্রী ইসারা করে কাকে ডেকে আন্‌লেন?

নটরাজ

সুন্দরকে। যা ছিল ছায়ার কুঁড়ি, তা ফুটল আলোর ফুলে। গানের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

কার বাঁশি নিশি ভোরে বাজিল মোর প্রাণে?
ফুটে দিগন্তে অরুণ-কিরণ-কলিকা॥
শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে,
হৃদয় কুঞ্জবনে মঞ্জরিল

মধুর শেফালিকা
মরি লো॥

রাজা

নটরাজ, শরতলক্ষ্মীর সহচরটি এরই মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন।

নটরাজ

শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়া আসায় স্বর্গ মর্ত্যের মিলন পথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া॥
কোন্ অমরার বিরহিণীরে
চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশির নীরে
এলে নাহিয়া॥
ওগো অকরুণ, কী মায়া জানো,
মিলন ছলে বিরহ আনো।
চলেছ পথিক আলোক-যানে
আঁধার পানে,
মন-ভুলানো মোহন তানে
গান গাহিয়া॥

ফুল ছড়িয়ে দিয়ে ক্ষণিকের প্রস্থান

নটরাজ

এইবার কবির বিদায় গান। বাঁশী হবে নীরব। যদি কিছু বাকী থাকে সে থাকবে স্মরণের মধ্যে।

আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে?
তোমার বুকে বাজল ধ্বনি
বিদায়-গাথা, আগমনী, কত যে
ফাল্গুনে শ্রাবণে, কত প্রভাতে রাতে॥

যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি করে।
সময় যে তার হল গত
নিশি শেষের তারার মত,
তারে শেষ করে দাও শিউলি ফুলের মরণ সাথে॥

রাজা

ও কি! একেবারে শেষ হয়ে গেল নাকি? কেবল দু দণ্ডের জন্য গান বাঁধা হোল, গান সারা হোল! এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা— তারপরে?

নটরাজ

"তারপরে?" প্রশ্নের উত্তর নেই সব চুপ। এ'কেই বলে সৃষ্টির লীলা। প্রলয়ের শমে এসে তার গান সম্পূর্ণ হয়। এ ত কৃপণের পুঁজি নয়। এ আনন্দের অমিত ব্যয়।

মুকুল ধরেও যেমন, ঝরেও তেমনি। বাঁশীতে গান যদি বাজে সেইত চরম— তারপরে? কেউ চুপ করে শোনে, কেউ গলা ছেড়ে তর্ক করে। কেউ মনে রাখে, কেউ ভোলে। কেউ বিদ্রূপ করে। তাতে কী আসে যায়। (গান)

গান আমার যায় ভেসে যায়।
চাস্‌নে ফিরে দে তারে বিদায়॥
সে যে দখিণ হাওয়ায় মুকুল ঝরা,
ধূলার আঁচল হেলায় ভরা,
সে যে শিশির ফোঁটার মালা গাঁথা বনের আঙিনায়॥
কাঁদন হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা,
মেঘের গায়ে রঙের মায়া খেলার পরে খেলা।
ভুলে যাওয়ার বোঝাই ভরি
গেল চলে কতই তরী
উজান বায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়॥

রাজা

উত্তম হয়েছে।

রাজকবি

আরও অনেক উত্তম হতে পারত।

পাঠভেদ

রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী) ১৮শ খণ্ড বৈশাখ ১৩৮৫, পৃ. ১২৭-১৪৩ এবং রবীন্দ্র-রচনাবলী (প.ব.সরকার) ৬ষ্ঠ খণ্ড ফাল্গুন ১৩৯১, পৃ. ১৭৭-১৯০-ধৃত পাঠের সঙ্গে পাঠান্তর দেখানো হল।

পাণ্ডুলিপি পাঠের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

প্রথম অংশের [রাজা ওহে থামো . . . গন্ধের অদৃশ্য-উত্তরীয়। বি.ভা. (পৃ. ১২৭-১২৯) এবং প.ব.স. (পৃ. ১৭৯-১৮০)] পাণ্ডুলিপি নেই।

পৃ. ১. ছত্র ১৮— 'এইবার ভিতরের দিকে' স্থলে— 'এখন একবার ভিতরের দিকে' পৃ. ১২৯ (বিশ্বভারতী), পৃ. ১৮০ (প.ব.সরকার)।

ছত্র ২০— 'সেদিকের রাস্তাই' স্থলে— 'সেই দিকের পথই' পৃ. ১২৯ (বি.ভা), পৃ. ১৮০ (প.ব.স.)।

ছত্র ২২— 'গানের রাস্তাটা ধরুন' স্থলে— 'গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন', পৃ. ১২৯ (বি. ভা), পৃ. ১৮০ (প.ব.স.)।

পৃ. ২. ছত্র ৬— 'উঠিছে বাজিয়ে' স্থলে - 'উঠিল বাজিয়ে' পৃ. ১৩০ (বি.ভা.), পৃ. ১৮১ (প.ব.স.)।

ছত্র ৭— 'মোর হৃদয় একি' স্থলে - 'হৃদয় একি' পৃ. ১৩০ (বি.ভা.) পৃ. ১৮১ (প.ব.স.)।

এর পর "নটরাজ। শ্রাবণ . . . অশান্ত বাতাসে।" এই অংশটি বিশ্বভারতী (পৃ. ১৩০) এবং প.ব.সরকার (পৃ. ১৮১) প্রকাশিত রচনাবলীতে অতিরিক্ত দেখা যায়।

ছত্র ১৪— 'খাপটাই দেখা যাবে। তলোয়ারটা রইবে ঢাকা' স্থলে— 'কালো খাপটাই দেখা যাবে। তলোয়ারটা রইবে ইশারায়' পৃ. ১৩০ (বি.ভা.), পৃ. ১৮১ (প.ব.স.)।

ছত্র ১৬— 'কবির এ কী বিচার?' অংশটি বি.ভা. (পৃ. ১৩০) এবং প.ব.স. (পৃ.১৮১) প্রকাশিত রচনাবলীতে নেই।

ছত্র ১৯ এর পর 'কান্না বলছে আমার। . . . ও কী আনলে।' অংশটি বি.ভা.(পৃ. ১৩০) এবং প.ব.স. (পৃ. ১৮১) প্রকাশিত রচনাবলীতে অতিরিক্ত দেখা যায়।

ছত্র ২১— 'ভরা নয়নের জল' স্থলে - 'ভরা কোন নয়নের জল' পৃ. ১৩০ (বি.ভা.), পৃ. ১৮১ (প.ব.স.)।

পৃ. ৩. ছত্র ৫— 'মধুর লাগল বটে' এরপর 'আরো একবার হোক্ না।' অংশটি পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত দেখা যায়। পৃ. ১৩১ (বি.ভা), পৃ. ১৮১ (প.ব.স.)।

ছত্র ৭— 'সেও অসম্পূর্ণ' স্থলে— 'সেও তো অসম্পূর্ণ' পৃ. ১৩১ (বি.ভা.), পৃ. ১৮১ (প.ব.স.)।

ছত্র ৯— 'যেমনি বল্লুম মধুর' স্থলে— 'যেমনি আমি বলেছি মধুর' এবং 'সোজা কথার চলন নেই।' স্থলে— 'সোজা কথার চলন নেই বুঝি?' পৃ. ১৩১ (বি.ভা), পৃ. ১৮১ (প.ব.স.)।

ছত্র ২৫— 'সবুজ সুধার ধারায়' স্থলে— বি.ভা. (পৃ. ১৩১) প্রকাশিত রচনাবলীতে সম্ভবত ভুলক্রমে 'সবুজ সুধার ধারায় ধারায় হয়েছে।'

পৃ. ৪. ছত্র ৫— 'কালিদাস বলেন' এর পূর্বে 'বাকি আছে অকারণ উৎকণ্ঠা।' অংশটি বি.ভা (পৃ. ১৩২) এবং প.ব.স. (পৃ. ১৮২) প্রকাশিত রচনাবলীতে অতিরিক্ত দেখা যায়।

ছত্র ৬— 'সেই যে আনমনা পথ চেয়ে আছে', স্থলে—'সেই যে পথ চেয়ে থাকা আনমানা', পৃ. ১৩২ (বি.ভা), পৃ. ১৮২ (প.ব.স.)।

ছত্র ২০— 'মধু মঞ্জরী' স্থলে 'মধুরিকা' পৃ. ১৩২ (বি.ভা.), পৃ. ১৮২ (প.ব.স.)।

ছত্র ২৮— 'মনে হচ্চে না কি যে,' স্থলে— 'আর নয় নটরাজ,' এবং 'যেন ওজন ঠিক রইল না।' স্থলে— 'ওজন ঠিক থাকছে না।' পৃ. ১৩২ (বি.ভা.), পৃ. ১৮২ (প.ব.স.)।

এর পর 'নটরাজ। মহারাজ, রসের ওজন . . . একটি দুর্লভ ধন।' অংশটি বি.ভা. (পৃ. ১৩২) এবং প.ব.স. (পৃ. ১৮২-১৮৩) প্রকাশিত রচনাবলীতে অতিরিক্ত দেখা যায়।

পৃ. ৫. ছত্র ২— 'ওহে তোমরা . . . ঝাপসা করে দিলে।' স্থলে— 'তাই না হয় . . . তো চলবে না।' পৃ. ১৩৩ (বি.ভা.), পৃ. ১৮৩ (প.ব.স.)।

ছত্র ৪-৬—'মহারাজ মিলন ত . . . শুনিয়ে দাও না' (গান) স্থলে— 'মিলনের আয়োজনও . . . শুনিয়ে দাও তো।' পৃ. ১৩৩ (বি.ভা.), পৃ. ১৮৩ (প.ব.স.)।

ছত্র ১৮— 'এতক্ষণ পরে একটু' স্থলে— 'এতক্ষণ একটু' পৃ. ১৩৩ (বি.ভা), পৃ. ১৮৩ (প.ব.স.)।

ছত্র ২১— 'ওহে নাট্যাচার্য্য, . . . তোলা যাক্ কি বল?' স্থলে— 'বলি ও ওস্তাদ . . . মেঘে বিদ্যুতে ঝড়ে।' পৃ. ১৩৩ (বি.ভা.), পৃ. ১৮৩ (প.ব.স.)।

ছত্র ২৩— '(শোন শোনরে)' অংশটি বি.ভা. (পৃ. ১৩৩) এবং প.ব.স. (পৃ. ১৮৩) প্রকাশিত রচনাবলীতে নেই।

পৃ. ৬. ছত্র ৭— 'ঐ রে ঘুরে ফিরে' স্থলে— 'ঐ রে আবার ঘুরে ফিরে' পৃ. ১৩৪ (বি.ভা), পৃ. ১৮৩ (প.ব.স.)।

ছত্র ১০-১১— 'বর্ষার রাতে . . . (গান) বন্ধু রহো' স্থলে— 'ঠিক ঠাউরেছ। . . . হৃদয়ে কথা কবেন।' পৃ. ১৩৪ (বি.ভা), পৃ. ১৮৩ (প.ব.স.)।

ছত্র ১৩— 'শ্রাবণের প্রাতে' স্থলে— 'শ্রাবণপ্রাতে' পৃ. ১৩৪ (বি.ভা), পৃ. ১৮৩ (প.ব.স.)।

ছত্র ২১— 'এইবার সমস্ত নিয়ে বর্ষার' স্থলে— 'এইবার বর্ষার' পৃ. ১৩৪ (বি.ভা), পৃ. ১৮৪ (প.ব.স.)।

ছত্র ২২— 'দেখাও দিকি' স্থলে— 'দেখাও দেখি' পৃ. ১৩৪ (বি. ভা.), পৃ. ১৮৪ (প.ব.স.)।

ছত্র ২৪— 'মনে করিয়ে দিয়েছেন।' স্থলে— 'মনে করিয়ে দিলেন মহারাজ।' পৃ. ১৩৪ (বি.ভা.), পৃ. ১৮৪ (প.ব.স.)।

পৃ. ৭. ছত্র ১— (গান) শব্দটি রচনাবলীতে নেই।

ছত্র ৪— 'নবযৌবন' স্থলে— 'নবযৌবনা' পৃ. ১৩৪ (বি.ভা.), পৃ. ১৮৪।

ছত্র ২৩— 'কর নবগীত রচনা' স্থলে— 'নবগীত করো রচনা' পৃ. ১৩৫ (বি.ভা), পৃ. ১৮৪ (প.ব.স.)।

পৃ. ৮. ছত্র ১০ এর পর 'নটরাজ। কিন্তু মহারাজ . . . মনটা বেশ ভরে উঠেছে।' অংশটি বি.ভা. (পৃ. ১৩৫-১৩৬) এবং প.ব.স. (পৃ. ১৮৫) প্রকাশিত রচনাবলীতে অতিরিক্ত দেখা যায়।

ছত্র ১৪— 'তুমি যে বিদ্রোহী দলের দেখছি।' স্থলে - 'তুমি তো দেখি বিদ্রোহী একজন,' পৃ. ১৩৬ (বি.ভা.), পৃ. ১৮৫ (প.ব.স.)।

ছত্র ২৪— পৃ. ৯, ছত্র ৮ 'শ্যামল ছায়া. . . শূন্যে দেবে মিলন মেলে' গানটির স্থলে—

শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া, নাই বা গেলে
সজল বিলোল আঁচল মেলে।
পুব হাওয়া কয়, 'ওর যে সময় গেল চলে',
শরৎ বলে 'ভয় কী সময় গেল বলে,
বিনা কাজে আকাশ মাঝে কাটবে বেলা
অসময়ের খেলা খেলে।
কালো মেঘের আর কি আছে দিন।
ও যে হল সাথিহীন।
পুব হাওয়া কয়, 'কালোর এবার যাওয়াই ভালো',
শরৎ বলে, 'মিলবে যুগল কালোয় আলো,
সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে
কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে।

পৃ. ১৩৬-১৩৭ (বি.ভা.), পৃ. ১৮৫-১৮৬ (প.ব.স.)।

পৃ. ৯. ছত্র ৯— "বাদল লক্ষ্মীর প্রস্থান" অংশটি রচনাবলীতে নেই।

ছত্র ১১— 'শরতের প্রথম . . . চেয়ে দেখুন।' স্থলে— 'শরতের প্রথম . . . কথা কবেন না।' পৃ. ১৩৭ (বি.ভা.), পৃ. ১৮৬ (প.ব.স.)।

ছত্র ১৪— 'নটরাজ, কথা . . . কসুর কর না,' স্থলে— 'নটরাজ, তুমিও . . . কসুর কর না।'' পৃ. ১৩৭ (বি.ভা.) পৃ. ১৮৬ (প.ব.স.)।

ছত্র ১৬— 'গানের ধারারই অঙ্গ।' স্থলে—'পালারই অঙ্গ।' পৃ. ১৩৭ (বি.ভা.), পৃ. ১৮৬ (প.ব.স.)।

ছত্র ১৮-২০— 'আমার কথা শুধু . . . দুইয়েরই প্রয়োজন।' স্থলে— 'আর আমার হল . . . রসেরই প্রয়োজনে।' পৃ. ১৩৭ (বি.ভা.), পৃ. ১৮৬ (প.ব.স.)।

ছত্র ২২-২৩— 'আপনাকে চিনলুম মহারাজ, . . . অরুণের পরিহাস।' স্থলে— 'এবার বুঝেছি . . . গীতাচার্য গান ধরো।' পৃ. ১৩৭ (বি.ভা.), পৃ. ১৮৬ (প.ব.স.)

পৃ. ১০. ছত্র ১০ এর পর 'নটরাজ। ঐ দেখুন শুকতারার ডাক . . . বাজায় সে কঙ্কণ' অংশটি বি.ভা. (পৃ. ১৩৮) এবং প.ব.স. (পৃ. ১৮৬-১৮৭) প্রকাশিত রচনাবলীতে অতিরিক্ত দেখা যায়।

ছত্র ১২-১৩— এইবার আসুন 'শরৎশ্রী, . . . করুণিকা তাকে ডাকো।' স্থলে— 'শুভ্র শান্তির মূর্তি - বিকশিত হয়ে উঠুক।' পৃ. ১৩৮-১৩৯ (বি.ভা.), পৃ. ১৮৭ (প.ব.স.)।

ছত্র ১৪— 'এস শরতের কিরণ-প্রতিমা' স্থলে— 'এসো শরতের অমল মহিমা,' পৃ. ১৩৯ (প.ব.স.)।

ছত্র ১৮— এর পর 'বাদল লক্ষ্মীর প্রবেশ . . . আমন্ত্রণের গান ধরল।' অংশটি বি.ভা. (পৃ. ১৩৯) এবং প.ব.স. (পৃ. ১৮৭) প্রকাশিত রচনাবলীতে অতিরিক্ত দেখা যায়।

ছত্র ১৯-২৩— 'নটরাজ . . . বাদল লক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ' অংশটি পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত।

পৃ. ১১. ছত্র ২৬— 'প্রিয়দর্শিকা, বাদললক্ষ্মীর' স্থলে— 'প্রিয়দর্শিকা সময় হয়েছে, এইবার বাদললক্ষ্মীর' পৃ. ১৪০ (বি.ভা.) পৃ. ১৮৮ (প.ব.স.)।

পৃ. ১২. ছত্র ১— 'তব গোপন অশ্রুজলে' স্থলে— 'গোপন অশ্রুজলে' পৃ. ১৪০ (বি.ভা.), পৃ. ১৮৮ (প.ব.স.)।

ছত্র ৬— এর পর 'অবগুণ্ঠন মোচন' অংশটি বি.ভা. (পৃ. ১৪০) এবং প.ব.স. (পৃ. ১৮৮) প্রকাশিত রচনাবলীতে অতিরিক্ত দেখা যায়।

ছত্র ৮-৯— 'আমার মনেরি কল্পনা, না আমার চোখেরি আনন্দ?' স্থলে— 'আমার মনেরই মধ্যে, না আমার চোখেরই সামনে?' পৃ. ১৪১ (বি.ভা.), পৃ. ১৮৮ (প.ব.স.)।

ছত্র ২১ এর পর 'সুন্দরের প্রবেশ' অংশটি পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত।

ছত্র ২৪— 'শরৎশ্রী ইসারা করে কাকে ডেকে আন্‌লেন?' স্থলে— 'শরৎশ্রী কাকে . . . এবার কে আসবে?' পৃ. ১৪১ (বি.ভা.), পৃ. ১৮৯ (প.ব.স.)।

ছত্র ২৬— 'সুন্দরকে,' স্থলে— 'উনি ডাকছেন সুন্দরকে।' পৃ. ১৪১ (বি.ভা.), পৃ. ১৮৯ (প.ব.স.)।

পৃ. ১৩. ছত্র ২— 'মরি লো' অংশটি পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত।

ছত্র ২২— 'ফুল ছড়িয়ে দিয়ে ক্ষণিকে প্রস্থান' অংশটি পাণ্ডুলিপিকে অতিরিক্ত।

পৃ. ১৪. ছত্র ১০-১১— 'একেই বলে সৃষ্টির . . . সম্পূর্ণ হয়।' স্থলে— 'এই তো সৃষ্টির লীলা,' পৃ. ১৪২ (বি.ভা), পৃ. ১৯০ (প.ব.স.)।

ছত্র ১২— 'বাঁশীতে গান যদি বাজে' স্থলে— 'বাঁশীতে যদি গান বেজে থাকে,' পৃ. ১৪২ (বি.ভা.), পৃ. ১৯০ (প.ব.স.)।

ছত্র ১৩-১৪— 'কেউ বিদ্রূপ করে,' স্থলে— 'কেউ ব্যঙ্গ করে,' পৃ. ১৪৩ (বি.ভা.), পৃ. ১৯০ (প.ব.স.)।

ছত্র ২১— (গান) শব্দটি পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত।

RABINDRANATH AND THE SARABHAIS OF AHMEDABAD : PART III

This is the third and concluding part of the correspondence between the Tagores of Jorasanko and the Sarabhais of Ahmedabad. This part includes 2 letters by Rabindranath to Leena Sarabhai and a letter each by Leena and Mrinalini Swaminadhan to the Poet and a medley of letters written between members of the Sarabhai family and members of the Tagore family. There are also a few trivial letters which will be discussed later.

Leena Sarabhai (1915-) was the fourth child of Ambalal and Saraladevi Sarabhai. Like the other Sarabhai children, she too was given the best possible education. As a young girl she was interested in the Fine Arts, her primary interest being Painting. Since 1933, Saraladevi had been trying to come to Santiniketan with the specific reason of consulting the Poet on Leena's educational plans. Saraladevi also corresponded with Abanindranath and wanted him to meet Leena and give his personal advice. Ambalal and Saraladevi did give Leena a head start by placing her in the orbit of the master artists of the time: Rabindranath, Abanindranath, Gaganendranath and Nandalal Bose. Apart from working with artists of the Bengal School, she learnt painting techniques of Mughal Miniatures and of Kashmiri paintings on papier-mâché. She was trained in gold-leaf illumination techniques in London. Her parents did not spare any efforts to give her the best training and opportunities. But it goes to the credit of Leena Sarabhai that she was able to take all this in her stride with no trace of diffidence; in stead she was able to absorb what she saw and experienced. She took the trouble of spending weeks in Ajanta and Ellora, studying and sketching. She read extensively and sought permission to study paintings in various private collections as there were very few museums before Independence. In her travels to U.K., France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Turkey, U.S.A., Japan, China, U.S.S.R., Cambodia, Indonesia and Sri Lanka she devoted herself to the study of art and culture of these regions.

She started her career as an art teacher in a junior school and in 1947, she created Shreyas, a school with its own museum, art centre, theatre and

library. Of this school, Mrinalini Sarabhai writes, "Today, viewing the dreadfully inadequate schools, I am thankful to the founder of Shreyas for her great dedication to good education." This school, with its annual melas, must have been influenced in some measure by her contacts with Rabindranath and Santiniketan.

There are a couple of telegrams and a letter from Rathindranath and Suhrid Sarabhai. **Suhrid Sarabhai (1914?-1942)** was the eldest son of Ambalal and Saraladevi. He was probably close to the Tagore family considering that they visited Santiniketan a number of times; Rabindranath stayed with the Sarabhais on his visits to Ahmedabad. They had also spent a holiday in Shillong together in 1927.

Mrinalini Sarabhai: Renowned dancer and choreographer, Mrinalini Swaminadhan came to Santiniketan in 1938. It was here that she realized her true calling. After seeing her dance, Rabindranath gave her a leading role in his dance-drama, *Chandalika* and asked her to choreograph her own part. It was the first time Bharatnatyam was introduced in Rabindranath's dance-dramas. "Here was an artist asking me to choreograph dances!" she recalls, "It was as though something deep within me was liberated and given the authority to be my real self! It was a moment of such intense joy that the radiance, not of his words, but of his acceptance of my individuality, still remains within my heart....For me, the enchantment came alive each time Gurudev said, 'Here is the music. This is the story. Dance it as you wish.' I felt so elated, so free to express myself. Finding new forms from traditional techniques was my need and it was Gurudev who first understood and encouraged this creative urge."

The letter Mrinalini writes to Rabindranath is before she leaves for Java where she will learn their classical dance. "As we had letters of introduction from Gurudev Tagore, we were royal guests of the Mangkoenegoro the VIIth....In Yogya[karta] I learnt that only the princesses studied dance and the guru was none other than the Sultan's brother....As a special privilege, coming from Tagore's Academy, I was allowed to learn the classical dance."

1.

Santiniketan
26 January 1935[1]

My dear Child,

You have won your place in our home where your sweet presence will always be remembered. You have your true gift of an artist which, I hope, will grow to a perfect maturity and bring your life fulfillment.

With my love and blessings,

Yours affectionately,
Rabindranath Tagore

2.

3 December 1937

My dear Gurudev,

I have not written to you, not because I have not thought of you but because I did not like to disturb you.

I have often thought of you in my happy moments and today I warmly invite you to come to my wedding which will take place in Ahmedabad on the 11th of December.[2]

You have not been keeping well and Ahmedabad is so far away — still if your blessings are with me, I shall feel happy.

I hope you are feeling better now.

With loving regards,

Yours very sincerely,
Leena

3.

Uttarayan
Santiniketan
Bengal
7.12.1937

My dear Leena

Though I am myself nearing the other shore of life and one by one cutting off all my moorings with the turbulent waters of its joys and sorrows, I am happy to look back for a while and share with you the joy of

embarking on life's most exquisite adventure and wish you a happy sailing, rocked along by the rhythm of a common ideal and a loving comradeship.

Yours affectionately
Rabindranath Tagore

4.

Uttarayana
Santiniketan, Bengal

Dear Friend,
The wedding of my grand-daughter, Sreemati Nandini Devi, will be solemnized at Santiniketan on Saturday, the Thirtieth of December, 1939, with Sriman Ajit Singh[3], the eldest son of Srijut Morarji Mulraj Khatau[4] of Bombay. I shall be happy if you will kindly give us the pleasure of your company on the occasion.

Yours sincerely,
Rabindranath Tagore[5]

5.

5 Dwarkanath Tagore Lane
[Calcutta]

Dear Miss Leena,

In a separate cover to your father I have invited you all to my son J.N. Tagore's[6] wedding which takes place on 4th of December. When you were here we had a talk about this marriage, you wanted to see our marriage ceremony but as you are far away from here, I cannot fulfill your wish. We will miss you so much. However better luck in future may come when we shall have you among us in such ceremonies. I hope you are in best of health —My blessings to you

Samarendranath Tagore[7]

6.

5 Dwarkanath Tagore Lane
Calcutta
24 February 1933

Dear Mr. Ambalal Sarabhai,

This is to introduce to you Mr. P. M. Mookerjee the director and organizer of the Basanti Cotton Mills Limited which has been recently floated here with a view to seek your help and valuable advice about the selection of machineries which are to be indented from abroad.[8]

I hope you will take keen interest in this matter and help him in the best way possible by allowing him to survey your mills at the same time sparing a little of your valuable time in discussing the technical matters with him.

I hope yourself and other members of your family are enjoying the best of health. With best regards,

Yours sincerely,
Abanindranath Tagore[9]

7.

The Retreat,
Shahibag
Ahmedabad
June 30, 1934

Dear Dr. Tagore,

I wonder if you remember us having met you at Dr. Rabindranath Tagore's Calcutta home in 1927. All our children were with us then. One of my daughters[10] who is now 19 years old has continued her interest in Drawing and painting from her early childhood and has always shown some aptitude in the subject. She has been learning this subject from infancy under an Artist Tutor as well as developing it herself under his guidance. She has take all her education at home in our private family school. She matriculated in 1932; since then she has been continuing her education in our private institution taking such subjects as Fine Arts — Drawing, Painting and Music — and Literature — English, Sanskrit and Gujarati. Since some time I have been feeling that for her education, both general and particular, I would like to consult you and take your advice and guidance as well as that of

Dr. Rabindranath Tagore. With this view I want to bring her over myself with her work to Calcutta and Shantiniketan. I shall feel grateful if you could kindly give us some time for this on our way to Shantiniketan where we may go in the 1st or second week of August. I shall be obliged if you will kindly let me know if you can conveniently spare some time and if this time will be suitable to you. Kindly give our Pranams to Sri Goonendranath Tagore[11].

With our kindest regards,

Yours sincerely,
Mrs. [Sarala Sarabhai]

To,
Dr. Abanindra Nath Tagore, C.I.E.,
5, Dwarkanath Tagore's Lane,
Calcutta

8.

2 August 1934

Dear Mr. Tagore,
Many thanks for your letter of the 29th ultimo. We are sorry to hear you are not well. We are much obliged to you for giving us time to see you in spite of your delicate health. As soon as our programme is fixed for going to Calcutta I shall let you know previously the day we may be coming to see you.

Hoping you will soon get better and with our kindest regards,

Yours sincerely,
[Sarala Ambalal Sarabhai]

To,
Abanindra Nath Tagore, Esq.
5, Dwarkanath Tagore's Lane,
Calcutta

9.

8 August 1934

Dear Mr. Tagore,

We were looking forward to going to Calcutta and Santiniketan; but since writing to you last, some trouble has started in my eyes which will require for a long time constant medical attention and treatment. Hence I regret we have to postpone our visit to some future time, probably to next winter.

I am sorry for this change of programme which is unavoidable. Please excuse me for the trouble this has given you.

Hoping you are feeling better and with our kind regards,

Yours sincerely,
Mrs. [Sarala Ambalal Sarabhai]

To
Abanindranath Tagore, Esq.

10.

Telegram from Suhrid Sarabhai to Rathindranath [10 December 1938]
KINDLY WIRE IF CONVENIENT ARRIVING BOLEPUR 15TH MORNING AND LEAVING 16TH.

Telegram from Rathindranath Tagore to Suhrid Sarabhai [10 December 1938]
SUHRID SARABHAI SHAHIBAG AHMEDABAD FIFTEENTH QUITE CONVENIENT WELCOME RATHINDRANATH TAGORE

11.

5 January 1940

My dear Suhrid,

Many thanks for your letter and the good wishes you have sent for Nandini and Ajit.

We had been very busy the last fortnight but now all the worries are over and we are settling back to our normal life once again. The couple left this morning for a motor trip in the hilly tracts of Chota Nagpur.

I am very glad to hear you will be visiting Calcutta towards the end of this month. I am going down there on the 15th and may stay on for a few days. If we do not happen to meet there — do come up to Santiniketan. It is such a short run.

With kind regards,

Yours sincerely,
Rathindranath Tagore

Sj. Suhrid A. Sarabhai
IL PALAZZO
Ridge Road
Malabar Hill
Bombay

12.

Kandy
3 May 1939

Gurudev,

I hope this letter arrives in time to offer you my namaskars for your birthday. To write down in mere words all my love and gratitude to you, would be quite impossible so I will not attempt to do it, but I know that you will understand.

We are at the moment staying in Kandy, but tomorrow we shall go on to Colombo from where our boat sails on the 5th.

Ceylon is indeed as beautiful as one hears, and we arrived on the birthday of Buddha, so the whole town is lit up with millions of lamps — and looks like a tale from the Arabian Nights — though our pleasure is somewhat decreased by the thoughts that all the lamps are made in Japan!

I shall write again from Java. I do wish Buri[12] could have come with me. I miss her all the time and letters take such a long time to go to and fro.

My mother sends you her namaskars and hopes that you are well.

With the deepest love,—

Mrinalini

Correspondence between Household Department of Sarabhais and Tagores

In the Sarabhai Files are some letters between the Household department of the Sarabhais and Jorasanko. Apparently trivial, these letters could be pointers to the difference between the Gujarati industrialist and the Bengali aristocrat. There is a saying that to become a millionaire, it is not important to earn millions but to save millions. The amount owed to the Sarabhais by the Telephone department in Calcutta was a paltry amount by their standards but the Household department was pretty insistent on recovering the money! On his part, Rathindranath sends the entire amount given to the Telephone department without caring to deduct the used amount. One even suspects that Rathindranath may not have bothered to even pursue the matter but sent the entire amount from his own account. It is the attitude towards money that makes this difference noteworthy.

13.

AMBALAL SARABHAI
Ahmedabad
8 March 1935

HOUSEHOLD DEPARTMENT

Dear Sir,

During Mr. Ambalal's visit to Calcutta in the month of January we had deposited Rs. 50/0/0 in your name for Telephone No. BB3995 in order to enable him to make trunk calls. Now we wish to get back the deposit balance and according to their letter no. K15/201 of the 5th February it is necessary that the application for refund must be signed by you. So I am enclosing herewith a letter to the Officer concerned together with the original receipt of the deposit paid. Kindly sign the letter and forward it with the original receipt. I hope you will not mind this trouble.

Thanking you,

Yours faithfully,
R.H. Advani (?)
Household Secretary

14.

To, R.N. Tagore, Esqr.
Santiniketan

Letter attached

Calcutta
22 March 1935

To
The Accounts Officer
Telephone Revenue Stores and Workshops
Telegraph Store Yard
Alipore
Calcutta

Dear Sir,

I shall thank you to please refund the balance of the deposit of Rs. 50/- after deducting your bill for trunk calls made from Telephone No. B.B.3995. Please remit this balance to

The Household Secretary
Ambalal Sarabhai Esqr.
The Retreat
Shahibag
Ahmedabad

The receipt of the deposit paid is sent herewith for your information.
Thanking you,

Yours faithfully,
Sd. Rathindranath Tagore

Receipt No. 2517 for Rs. 50/-
General Hospital- Calcutta

15.

3 May 1935

The Household Secretary to Mr. Ambalal Sarabhai
Shahibag
Ahmedabad

Ref: Your letter dated 8.3.35

Dear Sir,

Under instructions from the office of Mr. Rathindranath Tagore, I have today sent you Rs. 50/- per money order. The sum was deposited by you for Trunk Calls for phone No. B.B.3995 in Calcutta during the last visit of Mr. Sarabhai to Calcutta.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,
Anil K Chanda
Secretary to Rabindranath Tagore.

16.

AMBALAL SARABHAI
Ahmedabad
6 May 1935

The Secretary to Dr. Rabindranath Tagore
Uttarayana
Santiniketan

Dear Sir,

I beg to acknowledge with thanks the receipt of money order of Rs. 50/- which amount you have received from the Telephone Office, Calcutta.

Amount due was less the charges of Trunk calls made from No. B.B.3995. It appears that the bill of Trunk calls made has been paid by you. I shall thank you to please let me know the amount of the bill.

Thanking you,

Yours faithfully,
Household Secretary

REFERENCES

1 This letter was probably written after Leena's visit to Santiniketan with Karunashankarji in the first half of January 1935.

2 Leena married a young textile magnate, Sheth Madanmohan Mangaldas.

3 This marriage did not last long and ended in a divorce.

4 Renowned textile magnate and industrialist.

5 This formal invitation to the wedding of Nandini had a personal inscription by Rathindranath: 'My dear Leena, The only reason for addressing the envelop to you only, is that I could not recollect the full name of your husband. Would you kindly ask his pardon for my ignorance? We do wish that you could all participate in the wedding festivities of Poupeé. Sincerely Yours, Rathindranath'

6 Wedding of Jayindranath Tagore, son of Samarendranath.

7 Samarendranath Tagore (1869-1951): brother of Gaganendranath and Abanindranath.

8 A note in Ambalal Sarabhai's handwriting states: 'My dear Gulmand (illegible) or Gandhi, Will you arrange for the gentleman & his friend to go round Calico New Mill & back house including Chamber(?). If they want any out of the way information please offer it. AS.'

9 Abanindranath Tagore (1871-1951): Renowned painter, ushered in the modern art movement in Bengal. Nephew of Rabindranath.

10 Saraladevi's third daughter, Leena Sarabhai

11 Gunendranath Tagore (1847-1938). This name belonging to Abanindranath's father must have been written by mistake. She must have meant Gaganendranath Tagore, Abanindranath's brother.

12 Nandita Kripalani (1916-67): Rabindranath's granddaughter, daughter of Mira Devi.

Ed : Supriya Roy

RABINDRANATH AND SCANDINAVIA
Part One : Sweden

The world of correspondence of Rabindranath Tagore is one that is full of exciting events, anecdotes, ideas and conversations not merely limited to a select group of intellectual cohorts but, in fact, percolating down to the common man amidst whom he evoked tremendous interest and response throughout the length and breadth of the globe. Needless to say, Tagore found great friends and admirers through his correspondences among whom there were many world leaders, stalwarts and statesmen. But the present project would show that Tagore's influence and attraction of this 'messiah from the East' go far beyond that: he was branded a 'prophet' and 'a harbinger of new hope' for the common man. This new dimension of Tagore, sadly enough, goes largely unrecognised from scholarly theses. Indeed, Tagore the man and Tagore the poet invoked a great deal of askance and a sheer degree of hope to the common man in the West suffering from the decadence associated with the ills of materialism and that of the War.

Tagore's correspondence with people from Scandinavian countries bear ample testimony to this. In the first part of the article we will discuss Rabindranath's correspondence with people from Sweden kept in the archives of Rabindra-Bhavana. The present article, however, does not include correspondence with the Swedish Academy or of those directly related to the Nobel Prize. They mainly comprise letters written to Rabindranath by people from different walks of life who were greatly influenced by the thought and work of the poet. Tagore visits Scandinavia thrice: once in 1921, again in 1926 and briefly in 1930. These were the times when we see a surge of correspondences that help us understand the popular mood of the Swedes which was much favourably inclined to Tagore and thus evoked tremendous interest.

That Tagore's visits to Sweden aroused unprecedented public response is evident from an anecdote recounted by Nirmal Kumari Mahalanobis[1]. The Tagores were late in arriving at the Stockholm station from where they were to leave Sweden in 1926. Sven Hedin who had come to see the poet off was astonished to find the Trans-Continental Express leave the station twelve minutes

late that day only in the honour of Rabindranath. It was as he thought an 'inconceivable incident'.

Correspondence with Sven Hedin, documents the deep-rooted friendship and understanding between the two stalwarts. There are three letters written by Tagore and one by Hedin in the Rabindra-Bhavana archives. Tagore met Hedin in his first and second trips to Sweden. There are two letters written by Rabindranath's Swedish translator Andrea Butenscheön who incidentally was responsible for translating, among others, *Gitanjali.* True to his rather peculiar habit of re-christening foreigners into indigenous names, Tagore to the amusement of the tour party, notes Nirmal Kumari, had transformed Ms. Butenscheon into Smt. Bhootnasini.

It would be necessary to mention here that the letters below are reproduced in their original form.

Correspondence with Andrea Butenscheön

1.

GULLEBO
VETTAKOLLEN
CHRISTIANIA, NORWAY
June 22, [19]13.

Dear Mr. Rabindranath Tagore,

Mr. Coomarswamy[2] wrote to me a short time ago, that Mr. Strangways[3] would give me a permission from you to translate "Gitanjali" from English to Swedish. I cannot tell you how glad I am, and only hope I will be a not too unworthy medium for the transmutation of your thoughts into my native language. If not, I have every reason to believe that your singularly beautiful poetry will meet with deep enthusiasm in Sweden.

However I would be most grateful if you would charge Mr Strangways to let me have some book in Bengali, containing a smaller or greater number of the poems gathered together in Gitanjali. With the help of some learned young friends of mine — most interested in India — I would then try to catch directly something of the rhythm and the local spirit, so to speak, of the poems. If you object in any way to this proposal of mine, do nothing at all! And forgive my troubling you.

Lastly, let me thank you more than words can expresss for what you have given me. During my ill-health no doctor and no care could have been to me

what you are. May your words be sown like seed the world over and bear fruit accordingly.

With deep respect

Your's sincerely
Andrea Buthenschön

P.S. Is a special permission from you needed, if I translate some or all of your poems quoted in Mr. Coomaraswamy's "Art and Swadeshi" in an appendix to the Gitanjali trans. or perhaps separately? If so, please give your orders to Mr Strangways.

How I wish you would come to our countries some day.

You may perhaps!

2.

GULLEBO
VETTAKOLLEN
V. AKER
NOV. 7, [19]19

Dear and revered Gurudev,

Very often my thoughts wander towards you, and I am so pleased to have your image on my wall.

How I hope that you are now much stronger than when we met and that all your work for India — nay for all the world — progresses in every respect.

I think I must tell you that my book has at last appeared. The illustrations are fine. My friends like it.

I am now trying to translate it into English because I have dedicated it to India.

Some days ago I got a letter from a lady (authoress) in Stockholm who wrote an article some years back for Mr Nag's[4] Review[5] — requesting me to write something about women's emancipation and work in India. Now I find that such an article would be ever so much more refreshing if an Indian lady would write it. So I venture to ask you to exhort one of your young subjects in your kingdom of soul to find such a lady! One of the leading newspapers in Stockholm has opened its columns to us women once a week. We may write about anything we choose. Is not that rather grand?

II

I think it will interest you to know that some university men and others interested in the question, will come together on the New Year in Oslo to discuss matters of religion. They deeply feel the need of a reform in religious enunciation in the churches and education in schools. A big book is going to be published demonstrating the religious outlook of our day. Nansen[6] will be amongst the authors.

And you will like to hear that Vigeland[7] has made model for most wonderful perches (5 of them) and a railing for the park in which the pillar and fountain are going to be placed. I hope Professor Mahalanobis[8] got the photographs from the atelier, sent to his address in London. Please remember me most kindly to our charming friends also to Mr. Lal and my dear friend Prof. Nag, if he still remembers me.

How I wish I could go to India and see you! But I am too old and money is scarce—

I did not go and hear Mrs. Besant[9]. The Krishnamurti[10] idea shocks me too much! I hate religion in a ridiculous form - promulgated by people who ought to know better. A friend of mine, a young professor in Iceland quotes your Sadhana in his introduction to his valuable work on Vŏluspa, the great Icelandic poem from ancient times. You are often quoted in Europe and sometimes where the sun sinks. I think your thoughts go westward and you feel that you left in the world something — and not little — of that Asia that you once said Europe needed again. It seems to me that I always have seen you and I believe one day — here or hereafter — we will meet again.

Respectfully and most sincerely,

Andrea Butenschön

Correspondence with Sven Hedin

3.

Stockholm May 27, 1921

Dear Doctor Tagore,

I take the liberty of sending you two of my last books, one dealing with the war of Germany against Russia[11], and the other with my journey to Bagdad

and Babylon [12] in 1916. As I have no copies of the other books on the war I will have them sent to you to India.

It has been a very great privilege and pleasure to me to meet you, and there is hardly anything I should appreciate more sincerely than to come out to see you in India. At present, however, a journey to your charming, wonderful and beloved country is impossible to me – isn't it ridiculous that a European nation has the power to forbid a subject of another European nation to travel peacefully and visit his personal friends — in India!! I wonder how long this horrible state of things will remain.

I wish you a very happy journey to Germany and to the dreaming forests on the banks of the Sacred Ganges. And I wish that you will take a sympathetic and favourable impression of my country home with you.

Believer in me
ever faithfully yours

Sven Hedin

Please give my hearty greetings to your son and my sincere salaams to Mr Bomaji[13]

S.H.

4.

Stockholm, Sep. 5, 1926

Dear friend,

Thousand thanks for your book and photos. Allow me to send you my photographs in return and dedicate to you my book[14] consisting of some fleeting thoughts and fancies, which I have offered to my publisher here to be translated and published in Swedish. The English version of it has not yet been published and I do not yet know whether the book will find favour with my Swedish publisher. If not, please accept my intention in the place of fulfilment and the assurance of my friendship for you.

With kindest wishes

Sri Rabindranath Tagore

5.

I offer these thoughts and dreams of mine through his own mother tongue to Sven Hedin in order to commemorate the pleasure I have felt in meeting and knowing him.

Rabindranath Tagore

1st January 1927

6.

Visva-Bharati
Santiniketan
Bengal
[April 26, 1933?]

Dear Friend,

This is to introduce to you my young friend Mr. L.K. Sinha[15] who is on our staff specially in charge of establishing the sloyd system in our Institution. He has already been very successful in his work and drawn the sustained interest of our people to this eminently useful contribution of Sweden towards practical and artistic training of real educational and commercial value which is specially needed in India today.

I hope you are fit and working splendidly as ever.

With my warm greetings of fellowship —

Very sincerely yours
Rabindranath Tagore

7.

February 1, 1938

My dear Sven Hedin,

Your letter has brought me the pleasant news that I may look forward to a new book of yours in the near future. I love your books and your exploration even as I love you and I have read almost all of your available books in English, not excluding the latest, "The Big Horse's Flight".

I often wonder if you wouldn't some day include Santiniketan in your explorations; we could not however give you the thrill that Gobi has for you. It is a mere poet's refuge which can offer no stimulation of

danger but some experience which is a novelty for you, that of rest.

With love,

(Sd/-)
Rabindranath Tagore

Sven Hedin
C/o. Swedish Academy
Stockholm,
Sweden.

General Correspondences

8.

Upsala, Sweden, Dec. 12, 1913

My dear Sir,

Although my name is quite unknown to you I take the liberty to writing to you, and I hope that you will not be angry with me for that. I shall put forth my case quite simply to you.

I am born in 1884, began my studies here at the University of Upsala in 1902, took my philosophical degree in 1908, and was appointed a fellow in Sanskrit and Comparative Philology here in that same year, a position that I have held continually till now on a small salary of about £130 a year. I have studied the whole time Sanscrit, Comparative Philology and the history of religions, and published some fifty large and small papers in European periodicals mainly on Indian litterature, grammar and religion. I am extremely interested in everything concerning India, and I only cherish two hopes of my life – one to be able one day to visit India, and see with my own eyes that marvellous country of the oldest culture and most interesting litterary and religious development amongst the Aryan peoples and the other one to get one day the position of a professor for Sanscrit in my own country.

But it seems to me as if neither of these aims would be ever fulfilled because I am so very poor. My father was a military man, and left absolutely nothing to my old mother and me at his death. I have been forced by my studies and the smallness of my salary to run into debts, and now, the worst of all, my salary which I have held for five years is

finishing with the end of this year. So I am left quite without means of subsistence, and I do not see the possibility to continue with the studies which are the interest of my life, and to which I have devoted all my time and energy. There are some years yet ere there will be a vacancy for a professor in Sanskrit. So you understand that I am quite at my wit's end and in a desperate state of mind as regards my future.

A sum of £ 300 would be enough for me to subsist on for yet two years which is the time till there will be a vacancy. But there is a very feeble interest as yet amongst my people for the study of Sanscrit, and I see no possible means for raising that great sum. I dare now ask you, dear Sir, if you would out of the prize that was given to you yesterday by the Swedish Academy spend that sum upon me. I have read the biography of your father and another paper concerning your family, and I have seen that the philantropical interest, always more vivid amongst Orientals than Occidentals, has always flourished in the highest degree in your family. This is why I have taken the liberty to write to you concerning my desperate state of things and mind.

You could think, my dear Sir, that I was only an impostor wishing to get money from you by a fraud. But I am happy to know that the great Sanscritist, Professor Jacobi[16], who has been for several time my teacher, and who knows me very well, I might say through and through, is now in Calcutta, and could be able to give you references both of my person and my studies and publications.

Do not be angry with me, my dear Sir, for the prayer I have put to you. If you wish to help me please see Professor Jacobi, and ask him concerning me.

As I do not know your exact address I send the letter through my good friend Dr. Thomas of the India Office in London.

Awaiting your answer and hoping for help from you I am, dear Sir,

Yours very sincerely

Karl Charpentier

9.

Upsala, February 10, 1914

Rabindranath Tagore Esq.
Calcutta, India

My Dear Sir,

May I offer you my most sincere thanks for your kind letter of Jan. 22 which was received by me here two days ago.

I am extremely thankful for your kind promise to try to get some position for me in the educational service. I have already referred to Professor Jacobi and I am also sure that my friend Dr. F.W. Thomas of India Office, London, would give you the best information concerning me, as he knows me very well from the time (once in 1911 and once in 1913) I have stayed there to work at the library.

I am born in 1884 and was promoted a doctor of philosophy at this University in 1908. Since that time I have held the position of a fellow of Sanskrit and Comparative Philology here, and I still continue to do so. But as I told you last time I do not now get any salary, which I shall have to wait some years for getting a professorship. Till that time I have absolutely no means of support, not possessing one single penny of my own.

Consequently you understand how extremely thankful I should be for getting any position in your country where I could be of use. May I venture to entreat you not to forget my affairs but to do for me what you will find yourself able to do; I am quite sure that it would be well able for you with your great influence to move the authorities to get any small position for me.

In the hope to hear further from you I remain, my dear Sir,

Yours sincerely
Karl Charpentier

10.

Den 9 Febr. 1916.
Res: Karin Daulen
Yalhallavagen 101 [1]
Stockholm Sverlge

D:r Rabindranath Tagore!

I am going write to you while I cannot help it. Will you forgive me my boldness? I am a Swedish girl of twentyone and I cannot correspond good on English, but I hope you will understand me!

I have had the delight of having read some works of yours – "Nationalismen[17]" "Ortagardsmastren[18]", "Sadhaänä[19]" and "Gitanjali[20]". I never read anything so lovely before! Yours religion is so elevated and true and I love it! All the beautiful in our religion there is also in yours – but the superstition in our religion – nothing there is of that in Gitanjali. "Gitanjali" is so very much for me. I am reading by Gitanjali every day and I love this book.

D:r Tagore, I hope you will go soon to Sweden, please! Will you not? There are so many people here, who loves your works.

Once more, forgive me, I am going write to you, but I cannot help it!

I remain, D:r Tagore,

Yours affectionately
Karin Daulen

D:r Tagore, a have a great regard to make you! You would give me happiness if you would be kind sending me but a few lines of you – a sentence – motto or what you will. Perhaps you think I am too obtrusive? Will you forgive me?

11.

Stockholm. Sept. 17, 1920

Sir Rabindranath Tagore,

In this way I want to thank you for all the pleasure your books have given me. I haven't read them all, only two, but I have read extracts from several.

If I could be able to describe my feelings, when I read them, but I can't; one is not able to describe the thoughts of the soul.

The Eastern poetry is so tender and soft; it is just like the perfume of flowers and a warm breeze over the blue ocean; there are dreams in your poetry.

After reading the poetry you have written, I don't know where I am, if I am still on the earth or in the sky; I must be quite alone, the tears coming [to] my eyes.

I can see the scenery you describe and hear [here?] the girls coming after water, don't they laugh and joke, when the come after water to the well?

Everything coming from India I love, the music, the poetry and, of course, the stories. I am sure no land has so many mysterious and charming things than India. And everything must be wonderful and the people must be good.

I have read a book containing thoughts by several Eastern philosophers and authors; it is called "A Little Book of Eastern Wisdom" and I am very fond of it. There are so many beautiful thoughts and deep reflections that I can't but love it.

You poets must be very happy. your thoughts are so beautiful and good, and you can with words describe your feelings.

Now I want you to see my land, Sweden, it is beautiful but its beauty is very melancholic.

You are an old man and I am only seventeen; you have lived a long life and I am sure you are very, very good, I have just now begun to live and have found it very difficult. Thank you for all your good thoughts!

Don't think I am foolish, but I should be as glad, if you would send me a portrait of you yourself; when I read your books I want so very much to look at you.

Yours truly
Greta Nordwall
Branukyexagatan 28
Stockholm
Sweden

12.

Brahegat. 38
Stockholm 25 May 1921

Mr. Rabindranath Tagore!

You have come from the far East to visit this land in west and north. From a land, prolific of intense sunbeams, to the land, where in these days the mild rays of a sun, that never darkens, shine through soft, transparent leaves, down on a grass so downy tender as found in no southern climate. And I wish you to feel the ancient heart of your native land sound its thrills and throbs right here, as I feel it from the love of the Heart of the Universe. Men are not separate. West is separate from East – and, might be, more separate than East from West. But men, who find the Heart-Life are always united in innermost sense.

Diving in the unity of science and religion, I found a sounding tone, which I later heard following through your writings, especially in Sadhana. As a touch of a heart-thinking, uniting East and West, I bid you to read the

enclosed few leaves, which I recommend with a few utterances of other thinkers, to interest you in wasting an evening hour on the little fascicle. — I wished it were in your own tung, or at least in english, but yet you will understand the tung in the heart although translated from swedish into german.

Still more I wished that I had in translation to send you my other book; [illegible] ("Two World religions"), as it is still nearer to my heart.

Yours affectionately
Oscar Ljugtström

13.
GRAND HOTEL & GRAND HOTEL ROYAL
DIREKTION: NILS TRULSSON
TELEGR.—ADR. GRAND
TELEFON:
GRANDS VAXELSTATION Stockholm den 22/5/1921

Sir,
My son, Count Göste Mörner, has several times written to me, telling me how good you have been to him in New York and he has asked me to be to every service to you in Sweden.

I have no need to assure you, dear Sir, how happy I would be if I could be for you and your party to every good!

I ask you most respectfully if you sir, would allow me to show you and your party a little of my country. I am told that since the year 1805 such a beautiful spring has not been seen in Sweden and just now my country is as most beautiful.

When you have been some day in Stockholm, will you kindly allow me to take you and your party on a motor trip in Sodermanland/the province close south of Stockholm/. This country is of our most beautiful districts, and there are plenty of old country-houses, little towns and lacs. If you like, you may return around the big loc Molaren, possing Upsola.

This I write in hope that you before your arrival may be able to consider the matter and and spare some days of your programme for the trip.

I hope Doctor Karlfeldt[21] will join the party.

Wishing you of all my heart welcome to Sweden. I am

Sir,

Most respectfully
Your obedient servant
Count Birger Mörner

14.

To Rabindranath Tagore:

I would, I were in India land
And India itself a dream
With white pearls as grit and rubies as sand
With castles on sign of an Akbars hand
Dreamed forth near an holy stream

—

I would my soul could fly free and light
From the wakens wasted strand
But cold and scornful eyes sight!
Oh! Were I a son of dreamland bright
— a native of India land.

—Gustaf Froding[22]

I have translated to english and for you the first and last verse from a poem of our great Swedish poet. He is the soul of Sweden, and he has an Indian soul too, i think – the fanciful infinite, loving and dreaming soul of India. A translation cannot quite give the beauty of the poem, but your intuition will perhaps.

I have read you re your books, I have thought your thoughts. i have an Indian soul – I think or how could I understand you? Or how could your ideals be mine? And I feel my arian origin instinctively and/or intuition in soul and heart.

I live in Norway, but Sweden is my country. I am proud of it, and for having learned the north and me to know you I love it more.

Dear Master! Your are my ideal of a man. There are many beings within you and all of them speaks of a loving heart with a value of charity. Our european minds are stronger perhaps and our hearts not so mild as yours.. Oh! If we could learn of you to seek more spiritual profits and less commercial and egoistical! From the moment you took my soul with your

mighty and be witchering tales I was longing to see you and thank you for all you have been for me. But how could I reach you in India? Now when you are in Sweden, my own country, this letter will reach you and tell you, dear Master, how I love and admire you. If you will be glad for it? Oh yes! I see you smile, and there is such childbeauty in your smile. I always have seen you thus. It is my illusion of you, and "illusion is the first appearance of truth", as says Tagore. My illusion of you is the truth itself — it must be so. — Dear Master! I am for ever your thankful scholar.

Ester Telt

Nordstrand, Norway, the 23/5 1921

15.

Stockholm 24/5/-21

Dear, dear Rabindranath Tagore,

Since I heard that you would come to Sweden, my heart has been filled of happiness, in thought that I now might see and hear you.

And I am no so sorry that I have got no ticket to your lecture

Every word you have written is dear to me and how glad may I not be if you gave a lecture to.

Many with me wish so.

But perhaps it may be to exciting for you after all, if so I will not ask you more.

All I possess of love and flowers I give to you in my thanks for your wonderful poems — and for your coming here.

May the sun ever remain over you,

With reverence,
A young Swedish woman.

16.

Stockholm 25/5/1921

Sir Rabindranath Tagore,

This is not a letter, it is only some words from one, who wants to thank you for all good thoughts, that you have spread over the world and that you have let her catch a glimpse of.

Ever gratefully
An unknown.

17.

From my heart I thank you for all that you have given humanity of deep wisdom and pure, beautiful thoughts. For me has specially Gitanjali and Sadhana been a great help and a great joy.

A Swedish old woman

Göteborg 25/5 1921

18.

Stockholm, 26th of May 1921
Blasecholmsborg

Rabindranath Tagore Esquire,

Thanks, thanks that you came to us in Sweden! Thanks that you spoke and will speak to all of us, so that many many may be as your words of love and humanity, your warning for material aims and for machines. Even before you came here, we knew you through your books, you were not a stranger to us, but now that you are here yourself, that we have heard your message personally, you have drawn us still nearer to yourself and to India.

I am only a girl of seventeen and I can't write as I want to and I cannot master the English properly, but I do want to thank you, for what you have done for us, for what you give us. Your gift to us is so great and high that our thanks seems so poor. But I simply <u>must</u> thank you with all my heart.

I shall never forget yesterday evening when I heard you speak to us. That was such a moment in my life which always will be living in my mind, and this memory will give me strength and inspiration in the future.

Often I dream of my ideals and of my great wish of life: that I shall grow to be able to be of some real use in my own country. And I have dreamed that the people should be more spiritual and I have looked to East and wished that we in the West should learn from the East in many ways. In the East, Indian philosofi seems to me something very high and beautiful and I have learned to love India, the real India, though I have never been there.

Master, I can't call you Mister, I will call you as the people in old times called their prophets, teachers and poets. Master, you will not be annoyed with me that I dared to write. You who love children and young people will understand how I feel and that I wanted to thank you.

I hope you will accept a few little flowers with the expression of my deepest gratitude, admiration and reverence.

Yours most sincerely
Nora Torulf

19.

To Rabindranath Tagore—
from a soul

How can I thank you for all that you have been to me? I don't know English enough to find the slightest for what I would say, but, even if I could find them, they could never tell you the feelings of my heart. There must be a language above all other languages and a voice speaking this language in the silence. For in the silence you came to my aching heart and you told me in "Gitanjali" what I had to do, you laid a friends hand on this same heart and it was healed through the forces hade become from God and was giving to others with open hands. There has been hard times in my life when no man's words were able to touch me but yours, — and my heart became calm, and out of this calmness came a new spring, now filling me with life and love to God and His world. Thank you, Master, for these silent words, these silent hours, when I was sitting at your side at the seashore listening, learning, praying.

S.S.

Stockholm 27.5.1921

20.

Stockholm, den 28 May 1921
Karlbergsvagen 82 3 lrapyor t.h. c/o dhlin

To our Venerable Visitor!

I beg your pardon, dear Sir, for my hindering. I should like to say you a few words.

I have had the pleasure to hear your lecture in auditorium wednesday.

You say that we Eastern and Western et have to learn of each other, we have all to learn of you, but you have nothing to learn of us.

From beginning we have received the great strains, the eternal verities from Eastern, but we could not understand them, we have been too little souls and so we have spoiled the verities, and after a long time we come back

again to you, and, in our short-side, we tried to force upon Eastern our lower reasons.

The money is the Westerner God and this God set on him so he could not keep quite and lend a willing ear to the inward monitor.

Why have God given such a plenitude of power to the base Westerner?

What shall be the penalty? Not become alive to reflection before all is too late?

I dont know. But you Sir, who is a good and wise man, you understand it and we have been cautioned.

I love your wonderful India since many years ago and I feel a deep reverence to you and your wisdom.

I wish by heart to see your India some time.

Yours respectfully
Gunh Millen

At your convenience if you will write a few words, I should be very glad, happy I would be.

21.

Mr. Rabindranath Tagore,

You are going far away — but, before you leave our country I feel I must send you from the innermost of my soul — from the bottom of my heart my love and thanks for all you are giving uneasy and thirsting souls. I am one of them.

I love the Nature, the animals, the beasts — but I fear the mankind, and I know it is a great sin — but now, knowing there is one so good, so loving so right-thinking as you — I will try to gape for the sunrise of care and peace and goodness in this world of cruelty and errors — and I will thank God for the great blessing he gave the world in your life and work.

With the greatest respect
Julia Hakanunon
at the Royal theatre in Stockholm

22.

For

The Master of Songs and of the Blessed Sounds of Strings

Meekly I bend down in thanks to the eternal God whos[e] words have talked to me in your songs. I always hear and am sensible of how they belong

together, your music and the King who gave it to you. I may not feel too much sorrow if I ever may see you and hear you talk. For I have met you, and I know, that I will recognise you in another life.

I am very little flower in the grass, and I also have a sunrise, but it sounds so weak, and I never play any sounds of strings for others. I think, I can never get any music tuned so, that I may sing out from my heart all that I wish to sing, I think that all I wish to sing is just a very, very little like what you wish to say to us in the west. Always I have longed for the contemplation of Eastern since I was a little child. I am so tired. We are so tired all of us in the West. You have helped me to find the way we have to go. I am a young mother, and I will soon begin to let my little ones listen to your songs and help them to the meditation of the East. I love the world and love life, and like you I thank God who gave me this invitation to the great festival of life, where we just are to find God. Long is the way I have to go, and often it is very hard. Bu[t] I am glad that I may go it. Most joyfull is that day, when the way is ended and my music is full-tuned. Sometimes I have heard in my dreams, how it will tune.

I have followed you with my thoughts on your way to us, and I am sorry that we all tire you so much. But, however, I know from your songs, that a stranger for you is your brother, and you feel the joyfullness of the contact with the only one in the manys play about you, and you find friendship with new things of human being, because you in them recognise things that are well-known to you. I suppose, I may not see you, for I am laid up for some weeks. But I have met you in your songs and may hear them every day.

I only wish to thank you for your greeting Sweden and most of all for your songs. But I hardly know how to dare to bring you this letter. It must tire you.

— — — — —

Now I know that you are coming to Uppsala to-morrow. How I wish that my Doctor would let me go and hear you. Perhaps I may. Thank you, oh, thank you very very much.

Is not Sweden full of beauty! You should see our wild rose in full bloom! You should see our Pyrola uniflora (eye-light). You should see our Primula Veris like a couple of little suns. They call it cowslip in England. I long to see your country.

Yours

a young mother in Sweden

23.

Not being able to communicate with a member of my comrades now in summertime, nevertheless I ask you to receive this simple little token of gratitude as did it come from all Swedish students. In your poems and essays many, many among us have found — and always will find — a help to realize that way of love, which leads to life and eternity — for your blessings we ask, we young students of Sweden.

A member of the High School
at Stockholm

24.

1921
Sweden

Doctor Rabindranath Tagore,

My name of course is quite unknown to you, but I am the lady who came yesterday morning with Countess Ilila Mobity and for a few moments I had the pleasure of talking to you sitting next to you on the sofa.

I have a great favour to ask of you— may I ask you t write a few words in my autograph album and may I bring it myself to you if you have a few moments to spare for me.

I know talking to you would be like a ....to me— I am a dreamer and a few words from you might give me something for my whole life to remember, to meditate over and to try to give its results to others. I know your love for children and am so interested in your schools. My belief is that through the children love, happiness and peace will be brought back to the world, but only when we all feel for each others as brothers. As long as hate and envy reign between classes and nations no peace will come, but when love founds its way through darkness and clouds, when love reign over hearts and souls the great day of brotherhood is there. O, doctor Tagore, I should so like to speak to you about these things and listen, if only for a moment, to your wisdom, feel your atmosphere and the peace of your soul.

Excuse me for disturbing you,

Your's sincerely
Countess Alice Teolle
Adr. Carlavagen 11#
Illykon 13912

My husband would have been delighted to see you, but is unfortunately not in town before Friday evening. He is one of the great political men in Sweden, has been Minister of Foreign Affairs and minister in Berlin, if I may say it, one of Sweden's most capable men.

25.

Straingnas, Sweden,
20 April 1922

Sir Rabindranath Tagore, Bolpur!

I write in order to confess my intense wish to come to your school and if possible give my tribute to the work. Many years I have been educating boys and girls in Swedish schools. But I am, by many reasons, unsatisfied with this work; our school organisations built upon brain-mind training, give, it seems to me, no chances for the evolution of soul-life. I am graduated Philosophy, d:r in Mathematics in Uppsala and have moreover studied Physics, Mechanics, Astronomy, Geography. Yet I am mostly interested for philosophy and poetry. I have read all your works that have been translated into Swedish and English, and I have received inexpressible inspiration, consolation and joy from them. My great wish now to meet you once in this life and testify you my sincere gratitude.

I am not sure that I can come to stay at Bolpur, as many connections still bind me to my home-country, but at all events I will try to find opportunity to visit Bolpur, within the nearest years, eventually with my wife and my little children, 3 girls now 1-5 years old.*

My best respects and thanks

Sincerely yours
Bengt Lindwa, Lit Dr Adr. Straingnas, Sweden

* My own age is 33 years, my wife's age 28.

26.

Le Secretaire Particulier
Des. M. Le Roi De Suede

Stockholm

The private secretary to H.M. the King of Sweden is commanded to convey to you His Majesty's and H.M. the Queen's thanks for the new years card you have sent to them.

Stockholm, January 15, 1930.

Mr. Rabindranath Tagore,
Santiniketan

27.

8th of May [19]30

Dear Dr. Tagore,

As I have been for several years' listening to your lectures, also, inspired by you, dreaming a part of your dreams, and having although felt this necessity of a sincere union between India and Europe, I venture to write you upon a certain point of view.

I feel almost sure that together with the wish for more understanding between the East and West, young souls are now being created to work for the fulfilment of this great hope.

II

My own boy, who is at his 7th year began talking to me often more like an Indian than like a European child, gave me the idea to work with you. His development is certainly like a European boy, but still, he seems to be born with Indian belief and said at 7 years: "When I die I shall turn into an other human being, and this being will think and act exactly as I." He, being so young, I proposed that he must have overheard someone speaking about life after death. "No little Mamma," he said and shook his head, "What I am telling you I dreamt before I was born." When 9 years, one evening, a little melancholy, he said, "We all do not know whom we are, but when death comes we will know – therefore death is not so hard!" He is now 11 years and tells me, he loves to play soldiers as long as he is a boy (his strong western instinct!) but this evening he said, "there is an inner voice in me who says that I must do all the work I can against war when I grow up. This was indeed a very serious evening to me Mamma."

I cannot help believing that there are young souls who might soon be adapted to take up work for humanity in the direction in which you are doing your great and beautiful work. – Could one only gather these scattered children, who seem somehow to be the "missing links" between the races? And could you form a class or unite such children, then do you not think, dear Master, that such children might be meant to work towards the great union which the world is in need of?

Your voyages only seem to bring you in contact with grown up Europeans, to me, the children should have been allowed to come in touch with you. You would, I feel almost sure, love the little "missing links" and would perhaps someday send one of your Indian helpers to form a children's association based upon Indian thought and ideas?

Yours devoted pupil

Lily Zabaraty nee Pischcke Kocdt

28.

E. Wessman,
Klara N. Kyrkog. 5,
Stockholm.

November 18th, 1933

Sir Rabindranath Tagore, Santiniketan
Sir,

Having heard that your female pupils are taught self-defence[23], I take the liberty to ask you kindly to give me some advice.

The fact is that a number of young Swedish girls have formed, a society with the object of learning how to defend themselves in case they are molested or assaulted. This society is called the Amazon Club.

The papers have written a great deal about this new movement. The girls have been given the opportunity of showing their abilities, i.e. by means of a couple of short films and a few public demonstrations.

The movement is based on my book "Self-defence for girls" to which Mr. Elmquist, the late governor of Stockholm — who tock great interest in the idea — and the chief of Police have written a laudative preface.

I send you the book, although unfortunately there is no English translation. The program of the Amazon Club also includes sport and games, and the study of different subjects. Most of the girls have left school, so that the studies should chiefly be a development and application of knowledge already acquired, and aim at giving a broader outlook on life.

I should be very grateful if you would kindly give me an idea about the instruction in self-defence at your school; I should be very glad, too, if you would give me a few hints about the teaching of girls in general, particularly which subjects you think specially apt to rouse their interest.

I hope you will excuse my intruding upon you like this; I felt sure you would be willing to let us profit a little by your own rich experience.

Yours faithfully,

E. Wessman,

29.

Sateborg the 24/,1937 Ehlandag-11.

Honourable Sir!

Many thanks for your beautiful photo which I received on the 10th Jan. I have tried to get a book with characteristic photos of Sweden with english text in it, if I dare to send it to you, but yet I haven't succeeded in it. After some time I shall send you a photo to show you where your photo is hanging in my home.

Respectfully greetings from

Barin Kermer

Nobelpristengaren
Sir Rabindranath Tagore
6, Dwarakanath Tagore Lane,
Santiniketan
Kalkutta
East Indies.
Burrabazar P.O.
Calcutta

30.

Swedish home-slojd[24] (home-industry) at Tagore's (by Peder Henrie Lovin)

In Santiniketan Rabindranath Tagore's international cultural institution in Bengal, Swedish home-slojd is taught with Swedish carpenters' benches and looms. The aged Nobelprize-winner — who in his old days eagerly has started painting — believes in human cooperation through the Nordic people but is doubtful (also critical) as to Indian Swaraj (self-rule).

We reached Santiniketan, Rabindranath Tagore's international cultural institution, in the evening after having toured on line roads from Calcutta. Unfortunately these did nor stretch the whole way, last 24 miles or so was bad road. At the time of a wonderful Indian sunset we unloaded our baggage from the car at the Ajoy-river with the water high up the wheels. The desertlike tract of land was coloured red by the sun's last intensive rays and coming along twilight-lit Indian roads we reached our goal.

Santiniketan lies near the railway station in the district of Birbhum in Bengal, which perhaps does not say much. But imagine an oasis with about

a thousand inhabitants, electric light and grey-bearded professors and the picture is clear.

Since more than half a century ago this place was a retreat for the great religious reformer Maharshi Devendra Nath Tagore. It was here to this place he fleed from Calcutta's noise and hurry and even to-day the big foliaged tree is found under which he sought peace to meditate over the burning questions of India. On these journeys he was often followed (accompanied) by his sons who learned to love the place of his father's meditations — and out of this grew Santiniketan.

Here in the poorest district of Bengal Rabindranath Tagore decided to build up the institution which now is a guiding star for the cultural life of the whole of India and even centre for scholars from all countries of the world.

We meet Gurudeb, The Great Teacher, as usual sitting on the veranda of his little dolls' house. I see that he is reading Iven Hedin's latest book in English translation. It is just convenient and I get an excellent opportunity to ask about the memories of Sweden.

The answer Tagore gives is significant as to his personality and outlook.

The Nobel Prize made him naturally proud and happy apart from that it made possible the creation (formation) of his institution — his life's work — and the thankfulness which he himself and all his co-workers feel towards the Swedish nation is greater than words can express. But still another even sweeter remembrance remains, and that is the greeting of welcome he received on arrival in our country.

"I do not remember any more who uttered it," Tagore continues, "but the approximate wording has fastened itself in my memory. They wished me welcome not as a famous poet or traveller or as a representative for a nation but as the guiding orator of idealism in short-sighted and nationalistic world — and that warmed my heart more than anything else. You understood me, and I feel, that your country belongs to those who could help the suffering humanity forward. To that end clean minds and hands are necessary and that the people of the North has.["]

Specially the countries, that are free from imperialistic tendencies, could fulfill a mission in this world. Specially that kind of people can be a link to all human cooperation and understanding. Therefore I send with you, who during a travel of thousands of miles have seen our need and misery, a message to the West: India is a land of poverty and suffering and needs help. But my

country has long been oppressed that years of awakening and help are needed in order to give the people of India a human existence.

One of the instructors in Santiniketan,, Laximswar Sinha[25], has during several years studied slojd and weaving in Sweden. He has now introduced Swedish carpenters' benches and tools, Swedish looms and designs and together with Swedish friends he has succeeded in getting two Swedes as weaving teachers in Saniniketan. One of these is the well known sportswoman Aina Cederblom[26]. On my question if this work really could have any importance for India, Tagore answered that one of the surest means of India to regain her old well-being is the renaissance of urban life. The gain, as the introduction of Swedish slojd and weaving among Indian home-industry, cannot be emphasized enough, and Mahatma Gandhi had in his all-India school-project also taken up this problem.

As I asked Tagore to express about his attitude towards Swedish and generally Christian missions in India, he answered:

Unfortunately I have not come into much contact with the Swedish mission, but I know, that that mission-work which roots in real love for the people has done an immense work for the advance of India. That which has done, that the mission has not got so good a name is that our rulers confess to the Christian religion but show considerable little of Christian life. But we have had innumerable good really Christian co-workers. India can assimilate Christianity and ought to do it.

Can India in this hour rule itself, if England withdrew?

The answer depends on circumstances — can a defenseless people, of which 95% are illiterate and which for hundred of years have been treated worse than animals, rule itself straight forward? That which first and primary is claimed is selfreliance, education and responsibility. The Congress party has given optimism to the masses. I will not say that it leads to freedom — to absolute freedom — but it is a blessing for the people to get optimism and self-reliance. The people must get strengthened in order to fight for India's concern (I am not quite sure of this word). In the end the undoubtable risk remains, that if England withdraws, Japan, Russia as well as the pan-Islamic states will seek to conquer India, which now it seems to be able to succeed too easily.

As I questioned Tagore about the actual situation in world-politics he answered:

I am a poet not a politician, but I have a feeling that the tension between the nations augments. But I believe in youth! It is that which shall stretch the

hand across the frontiers and in common understanding fight for one if not materially united then still otherwise united Westerland! And the hands stretch further over the earth and embrace all countries.

Beside his poetry Tagore has many interests. Music probably occupies first place, but he is also a warm friend of singing and dance. In his old days he has eagerly taken to paintings.

I did not know about my disposition earlier, he says, Concentration has never been my strongest side — my many-sidedness presses me to try as much as possible. Before I started my institution, I lived onboard my houseboat on the Ganges, studied nature and life on land and in the water and it was during this period I wrote most of my works. I shall feel that what I gave humanity through these was not sufficient and therefore I founded this institution, partly with the help of my father. During the last forty years I have struggled for this my beloved life's work — often alone, misunderstood and disbelieved — but now I believe I have almost succeeded. I have offered all I possess of spiritual as well as material means, but not in vain for I feel that the work will continue — even when I am no more.

NOTES :

1 Nirmal Kumari (Rani) Mahalanobis (1900-1981), was a very close associate of Rabindranath. He accompanied the poet on his 1925-26 tour to Europe documented masterfully in "Kavir Songe Europe" [*In Europe along with the Poet*], Mitra O Ghosh, Kolkata,

2 Ananda Kentish Coomaraswamy 1877-1947) was a pioneering historian and philosopher of Indian art, and a great interpreter of Indian culture to the West.

3 A.H. Fox-Strangways (1859-1948), was a writer on Music and the founder-editor of "Music and Letters", an English quarterly. He visited India in 1903 and 1910-11 to study Indian Music. He was also the author of *Music of Hindustan.*

4 Kalidas Nag (1891-1966), an associate of Tagore who accompanied the poet in his 1924 trip to China and the Far East. He was the Managing Director of *Modern Review.*

5 *Modern Review* (see note 4 above)

6 Fridtjof Nansen (1861-1930) was a Norwegian explorer, scientist and diplomat. Nansen was awarded the Nobel Peace Prize in 1922.

7 Gustav Vigeland (1869-1943) was a noted Norwegian sculptor.

8 Prasanta Chandra Mahalanobis (1893-1972), was a close associate of Tagore and famous statistician and scientist.

9 Annie Besant(1847-1933), was a theosophist, educator and friend of India.

10 J. Krishnamurthi (1895-1986) was an Indian religious figure whose message centred on the need for maximum self-awareness.

11 *My Life As an Explorer* by Sven Hedin, Cassel and Company, Limited. Visva-Bharati Central Library Accession No. 28021

12 *Across the Gobi Desert* by Sven Hedin, George Routledge & Sons, Ltd., London. Visva-Bharati Central Library Accession No. 47856. The Accession Registrar notes that the book was obtained from Rabindranath Tagore. I thank Sri Sukumar Das of Rabindra-Bhavana Library, who has collected the above inrformation for me.

13 S.R. Bomanji (1868-1951) was a wealthy Parsi businessman and nationalist.

14 Rabindranath dedicated the Swedish edition of *Fireflies* to Hedin.

15 Laxmiswar Sinha (1905-1977), was a close associate of Tagore concerned chiefly with the rural development work in Sriniketan

16 Professor Herman Jacobi (1850-1937) was an eminent German Indologist, Sanskritist and Jain Scholar. Besides, he was also interested in Indian Mathematics, Astrology, and Natural Sciences, poetry, epics and philosophy.

17 *Nationalism* translated into Swedish *Nationalismen*: översättning fran englskan av August Carr. Stockholm. P.A. Norstedt & Soners forlag, 1918.

18 *Malancha* translated into Swedish *Ortagardsmastren;* Bemyndigad översättning av Kr. I. Anderberg. Tredje Upplagan. Stockholm. P.A. Norstedt & Soners forlag. 1914.

19 Sadhana translated into Swedish *Sadhaänä;* livets mening. Bemyndigad översättning av Kr. I. Anderberg. Tredje Upplagan. Stockholm. P.A. Norstedt & Soners forlag. 1914.

20 *Gitanjali* translated into Swedish *Gitanjali.* [In F'agerhol-Petre. Karin Helgedomen] Gitanjali (Sanfoffer) af Rabindranath Tagore en samling Dikter. af Forfatteraren of verfoda till engelsk prosa Fran original dikterna pa Bengali, med inledning af W.B. Yeats, auktoriserad of versattning till Svenska o Andrea Buttenschon, Stockholm, P.A. Norstedt, 1913.

21 Erik Axel Karlfeldt (1864-1931) was Secretary of the Swedish Academy

22 Gustaf Fröding (1860-1911), a Swedish poet, was one of the pioneers liberating Swedish verse from traditional patterns.

23 A "new Gymnasium properly equipped for jiujutsu classes "was built in Santiniketan in the late 1920s after the arrival of Shinzo Takagaki (1893-1977), who was instrumental in introducing martial arts in Santiniketan. Rabindranath was greatly interested in proper physical conditioning of his pupils. In *Makers of a Mission: 1901-1941* Supriya Roy notes: "An outstanding feature of these [jiujutsu] classes was the interest shown by girls." But Tagore's interest in martial arts dates as far back to beginning of the twentieth century. In 1902, he had requested Okakura to send a jiujutsu teacher following which Jinnosuke Sano was sent. A tin-roofed shed was built on the northern side of *amrakunja* for his classes. The poet himself enjoyed watching these classes. In a letter [to Manoranjan Bandyopadhyay] he writes: "A jiujutsu teacher has come here from Japan – it

is worth watching his capers!" Rathindranath reminisces elsewhere: "Father had brought a jijutsu expert from Japan. We took lessons from him in order to prepare ourselves to fight the British! Had not the spirit and training of judo helped the Japanese to win the war?"

24 Slojd or sloyd is the English translation of the Scandinavian word 'sljd' which means craft or manual skill. It originated in rural, lower class Scandinavian homes. Parents would teach children to make useful items rather than buying them; these crafts would also be sold to earn extra money when needed. Talents such as woodcarving metal working and basket making were passed down to younger generations to help prepare them for their own future homes. Otto Salomon, an American, focussed slojd on creating well rounded individuals with strong personalities. In his hand book of educational slojd (1900), he laid out its aim:

To instill a taste for and an appreciation of work in general.

To create a respect for hard , honest physical labour

To provide training in habits of order, accuracy, cleanliness and neatness.

To train the eye to see accurately and to appreciate the sense of beauty in form.

To develop a sense of touch and to give general dexterity to the hand

To inculcate the habits of attention, industry, perseverance and patience.

To promote the development of body's physical powers.

To acquire dexterity in the use of tools.

To execute precise work and to produce useful products.

Needless to say Tagore wanted the pupils of his institution to be Complete Man and his philosophy of education finds much resonance in the philosophy behind slojd. In 1934-35 Countess Hamilton of Sweden sent two teachers to Santiniketan to introduce the system of slojd here. Miss Inga Jeanson was first to come in October 1934. The Slojd Association of Sweden sent her with "a full complement of looms, instruments etc. to run the department at Santiniketan. She was replaced by Cederblom a year later. *Visva-Bharati News* notes in different issues during the period 1934-35 the rapid progress made by the students in slojd and congratulates the teachers. In its October 1935 issue the magazine notes: "the articles produced by students trained in Sloyd weaving are to be commended."

25 Laxmiswar Sinha (see note 22 above)

26 see note 24 above

Ed : Sobdo Chakrabarti

৪৬৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি এবং পূরবী

রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত ৪৬৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটি শ্রীমতী রমা দেবীকে উপহৃত পাণ্ডুলিপির একটি প্রতিলিপি। ১৯২৩ সালের ডায়ারি এটি। মূলত এটি রবীন্দ্রনাথের গান লেখার খাতা, একটি-দুটি হিন্দি গানও লিখে রেখেছেন তিনি, সম্ভবত যেসব গান ভেঙে নতুন গান রচনা করেছেন। এই ডায়ারিটিও কি দেখেছিলেন ওকাম্পো? গানের বাণীর মধ্যে কোথাও কোথাও জেগে উঠেছে রেখাচিত্র। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে এ ধরণের রেখাচিত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ওকাম্পো, আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথের আর্জেন্টিনা বাসের সময়, তার আগের এবং পরের জাহাজযাত্রায় লেখা কবিতা রয়েছে এ খাতায়, গানের ফাঁকে ফাঁকে। সেগুলি 'পূরবী'র 'পথিক' অংশের কবিতা। তার আগের অংশেরও অল্প ক'টি কবিতাও আছে। 'পূরবী' কাব্যের অন্যতম প্রধান পাণ্ডুলিপি এটি। 'পূরবী' তো কবির 'বিজয়া'র করকমলেই উপহৃত। তাই প্রশ্ন জাগে, ওকাম্পো কি দেখেছিলেন এই ডায়ারিটি?

'যাত্রা' কবিতাটি এ খাতায় 'পূরবী'র প্রথম কবিতা, পাণ্ডুলিপিতে তারিখবিহীন, বইতে তারিখ পাচ্ছি ৫ আশ্বিন, ১৩৩০। এটি 'পূরবী'র প্রথম অংশের কবিতা। পাণ্ডুলিপির পাঠের সঙ্গে প্রকাশিত পাঠটির যৎসামান্য ভিন্নতা আছে, একটি মাত্র শব্দের এবং দু'একটি ছেদবিধির। কবিতাটির পর বেশ কয়েকটি গান লেখা হয়েছে, তারপর আছে 'পূরবী'র 'গানের সাজি' কবিতাটি, পাণ্ডুলিপিতে তারিখ নেই, প্রকাশিত পাঠে তারিখ রয়েছে ফাল্গুন ১৩৩০। ১৩৩০-এর আশ্বিন থেকে ফাল্গুনের মধ্যে 'পূরবী'র আরো কয়েকটি কবিতা রচিত হয়েছিল, সেগুলি অন্য খাতায়। 'গানের সাজি' কবিতার এই পাণ্ডুলিপির পাঠ প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়, দ্বিতীয় স্তবকের শেষ দুটি পংক্তি শুধু পৃথক। 'স্মৃতি আঁকা আবেশমাখা / চারি চোখের চাহনি'— পাণ্ডুলিপির এই পংক্তি দুটি রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়িয়েছে; 'দেখো তো ডালা, সে স্মৃতি-ঢালা / আছে আকুল চাহনি?' 'গানের সাজি'র পরে এই পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে 'বকুল বনের পাখি' কবিতাটি, ১৩৩০-এর ফাল্গুনেই রচিত। কিন্তু 'পূরবী' কাব্যে এই মাসেরই আরো কয়েকটি কবিতা আছে, 'গানের সাজি' আর 'বকুল বনের পাখি'র মাঝখানে, যেগুলি এ পাণ্ডুলিপিতে নেই।

'পূরবী'র প্রথম অংশের এই তিনটি কবিতা রয়েছে ৪৬৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে। 'পূরবী'র 'পথিক' অংশ শুরু হচ্ছে হারুনা-মারু জাহাজে লেখা কবিতা থেকে, 'যাত্রী' নামে ডায়ারি-বইটিও লিখছেন সেসময়। 'পথিক' অংশের প্রথম কবিতা 'সাবিত্রী'র একটি পাঠ ৪৬৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে আছে। মনে হয়. কবিতাটির প্রথম পাঠ এইটিই। এই পাঠে কবিতাটিতে দশটি স্তবক আছে, রচনার পর স্তবকের পাশে পাশে সংখ্যা বসিয়ে স্তবকবিন্যাস পরিবর্তিত করা হয়েছে। যেমন, এই পাণ্ডুলিপির সপ্তম স্তবকটি পরের পাঠে হয়েছে চতুর্থ স্তবক। পরের পাঠটি হল 'যাত্রী'র পাঠ। 'যাত্রী'র ডায়ারির পাতায় একদিনের লেখার শুরুতে

লাঞ্ছিত কয়েকটি পংক্তি থেকে প্রয়াস করে পড়া যায়— 'সূর্যের দিকে লক্ষ্য করে একটা কবিতা আরম্ভ করেচি; আজ সকালে সেটা শেষ হল।' এর পরে আছে 'সাবিত্রী' কবিতাটি; অর্থাৎ শেষ হবার পরে লেখা। প্রথম লেখা হয়েছিল ৪৬৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতেই। 'যাত্রী'র পাঠে স্তবকগুলি পুনর্বিন্যস্ত; এই পাঠের সপ্তম এবং অষ্টম স্তবক কিন্তু প্রকাশিত পাঠে গৃহীত হয় নি, পরিত্যক্ত স্তবকদুটি উদ্ধৃত করে দিলাম :

তোমার উৎসব ধারা যাওয়া আসা দুকূল ধ্বনিয়া
ছুটে চলে যায়
তোমার নর্তকীদল বিরহমিলন ঝঞ্ঝা নিয়া
খঞ্জনী বাজায়।
স্মৃতিবিস্মৃতির ছন্দ আন্দোলনে উত্তাল ছন্দিত
মুক্তি আর বন্ধ দোঁহে নৃত্য করে নূপুর মন্দ্রিত
দুঃখ আর সুখ।
বিশ্বের হৃৎপিণ্ড ছন্দ নিয়ত স্পন্দিত
করে ধুকধুক!

এই ভালো এই মন্দ এই ছন্দ আঘাতে সংঘাতে
নিক মোরে টেনে!
আলো-আঁধারের দোলে অকস্মাৎ আশা-আশঙ্কাতে
যাক মোরে হেনে!
সেই তরঙ্গের ঊর্দ্ধে চেয়ে দেখি হে রুদ্র নিষ্ঠুর
জ্যোতিঃশতদল তব স্থির দীপ্ত আসন বিধুর
অম্লান মহিমা।
সব দ্বন্দ্ব মগ্ন করি গন্ধে খেলে আনন্দিত সুর,
নাহি তার সীমা।

'সাবিত্রী'র পর পাণ্ডুলিপিতে 'আহ্বান' কবিতার সূচনাটুকু মাত্র দেখতে পাই, পুরো কবিতাটি লেখা হয়েছে 'যাত্রী'র পাণ্ডুলিপিতে। প্রথম সেই পংক্তি কয়টিও পরের পাঠের থেকে কিছুটা ভিন্ন :

যে মোরে ডাকিতে পারে ফিরিনু ডাকিয়া তারে
দ্বারে দিনু নাড়া
ক্ষণে ক্ষণে নানা বেশে বাহিরিয়া এসেছে যে
দিয়েছে সে সাড়া
সে তার প্রদীপ ধরে বরণ করেছে মোরে
যত বারবার

'আহ্বান'-এর পরের কবিতা 'ছবি' এই পাণ্ডুলিপিতেই সম্পূর্ণ। প্রথম পংক্তির শুরুতে 'অশান্তি' শব্দটি বর্জিত হয়েছে পরের পাঠে। শেষ স্তবকে একটি-দুটি শব্দবদল হয়েছে। 'জীবন-গগন তলে' হয়েছে 'জীবন-অম্বর তলে'। অষ্টম পংক্তিতে 'রাগরক্ত' শব্দটি যুক্ত হয়েছে পরে, তারই জন্যে কিছুটা বদল ঘটেছে পংক্তিটিতে : যুগে যুগে মুছে যায় এই সব লক্ষ লক্ষ ছবি < 'যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি'।

'লিপি' কবিতাটিতে পাণ্ডুলিপিপাঠ এবং প্রকাশিত পাঠ-এর মধ্যে পার্থক্য অল্পই, কোনো কোনো ছত্রে দু-একটি শব্দবদল মাত্র। তবে চতুর্থ স্তবকের শেষাংশটির (শেষ পাঁচ ছত্র) পাণ্ডুলিপি পাঠ অনেকটা ভিন্ন :

> তরুণীর প্রেমাঙ্কুর আঁখির মধুর অন্ধকারে
>   করুণায় রাখ ভরি'
> সিন্ধুর কল্লোল সাথে নারিকেলনিকুঞ্জ গুঞ্জরি
>   সে বাণী বাজায়ে তোলো আপন অন্তরে
> ঝিল্লি মুখরিত ক্লান্ত মধ্যাহ্নের অরণ্যের পরে
>   ছায়ায় পাতিয়া কান শোনো তাই নির্জন নির্ঝরে।

প্রকাশিত পাঠে 'লিপি'র উনশেষ স্তবকটি এই পাণ্ডুলিপিতে অনুপস্থিত। শেষ দুটি পংক্তিও পাণ্ডুলিপি-পাঠে নেই। পরের কবিতা 'ক্ষণিকা'র পাণ্ডুলিপি-পাঠ থেকে প্রকাশিত পাঠ প্রায়শই পরিবর্তিত। পরিবর্তনগুলি থেকে কাব্যশিল্পের রহস্যের ব্যঞ্জনা মেলে। কয়েকটি পদ দৃষ্টান্ত হিসেবে রাখলাম :

প্রথম স্তবক চতুর্থ ছত্র :
নিশীথের পান্থ যেন শূন্য এই জীবন প্রান্তরে >
গোধূলিবেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে

দ্বিতীয় স্তবক দ্বিতীয় ছত্র :
হরণ করিয়া নিল পদে পদে চারণের ধূলি >
পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি

দ্বিতীয় স্তবক ষষ্ঠ ছত্র :
মোর স্বপ্ন-সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি >
স্বপ্নে অশ্রুসরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি।

তৃতীয় স্তবক প্রথম ছত্র:
সেদিন তাহারে ঢাকি ছায়াময় ছিল সংকোচন >
সেদিন ঢেকেছে তারে কী এক ছায়ার সংকোচন

তৃতীয় স্তবক ষষ্ঠ ছত্র:

সুরে সুরে সন্ধানিছে তার সেই থেমে যাওয়া বাণী >

সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে থেমে-যাওয়া বাণী।

পাণ্ডুলিপিপাঠের ষষ্ঠ স্তবকটি পরে পরিত্যক্ত :

বঞ্চিত মুহূর্ত সেই পার হয়ে গেল যে তখনি
আমার হারানো বিশ্ব প্রান্তে যেথা বহে বৈতরণী
ফিরে এসো ফিরে এসো বলি
এ পারের ক্ষিপ্ত হাওয়া ছুটে যায় উদ্বেগে চঞ্চলি
ছিন্ন বন্ধ বিরহতরণী
উজান স্রোতের বক্ষে তরঙ্গে জাগায় আর্তধ্বনি॥

প্রকাশিত পাঠের শেষ স্তবকটি ছিল এর পরেই। সেটি অষ্টম স্তবক। ষষ্ঠ এবং সপ্তম স্তবক লেখা হয়েছে এর পরে। তার শেষ ছত্রটির প্রকাশিত পাঠ পাণ্ডুলিপিপাঠ থেকে কিছুটা পরিবর্তিত :

ঝড়ের ললাটে আঁকে যেথা হতে বিদ্যুতের টীকা >

যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টীকা।

পাণ্ডুলিপির অষ্টম স্তবকটি প্রকাশিত পাঠে ষষ্ঠ। তার প্রথমাংশ অনেকটাই পরিবর্তিত। 'হে পান্থ— পথে ধূলি সন্ধান— / না ভোলা না পাওয়া তারি মাঝখানে এ কি তব পণ। / খণ্ড যাহা পড়ে আছে তারে হায় বুঝিতে না পারি।' —পাণ্ডুলিপির এই তিনটি পংক্তি প্রকাশিত পাঠে হয়েছে: 'হে পান্থ সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান— / —বঞ্চিত মুহূর্তখানি পড়ে আছে, সেই তব দান। / অপূর্ণের লেখাগুলি তুলে দেখি, বুঝিতে না পারি,।' পরের স্তবক, পাণ্ডুলিপির নবম স্তবকেও পরিবর্তন যথেষ্ট :

তোমারে হল না বোঝা, না বোঝার গোধূলি আলোকে >

গেল না ছায়ার বাধা; না বোঝার প্রদোষ-আলোকে

স্বপ্নের চঞ্চল ছবি কেবলি জাগায় মোর চোখে >

স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে

সংশয়ের তীব্র নেশা যদিও সে নিত্য ফেরে কাছে >

সংশয় মোহের নেশা— সে মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে

আলোতে ছায়াতে মেশা, তবু সে অসীম দূরে আছে >

আলোতে আঁধারে মেশা, তবু সে অনন্ত দূরে আছে

কোন মায়ালোকে > মায়াচ্ছন্ন লোকে

পরের কবিতা 'খেলা'র পরের পাঠটি আছে 'যাত্রী'র পাণ্ডুলিপিতে। শেষ স্তবক দুটি বাদ দিয়ে অন্যান্য স্তবকে ৪৬৪-র পাঠের পর দুটি করে ছত্র যুক্ত হয়েছে। আট ছত্রের স্তবক হয়েছে দশ ছত্রের স্তবক।

হারুনা-মারু জাহাজে লেখা কবিতার মধ্যে দুটি কবিতা, 'আহ্বান' এবং 'পূর্ণতা' ছাড়া বাকি সবগুলি কবিতাই ৪৬৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে। আশ্চর্য এইটে যে, পরের জাহাজ, ফ্রান্স থেকে দক্ষিণ আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিলেন কবি যে আন্ডেস জাহাজে, সেখানে লেখা একটি কবিতাও এই পাণ্ডুলিপিতে নেই। বুয়েনোস এয়ারিসে পৌঁছে তিনটি কবিতা লেখার পর আবার তিনি টেনে নিয়েছিলেন এই ছোটো ডায়ারিটি, লিখেছিলেন তাতে 'আশঙ্কা' নামে কবিতাটি, আর তার ইংরেজি অনুবাদও। অনুবাদটি ওকাম্পোকে দিয়েছিলেন কবি, জানিয়েছেন কেতকী কুশারী ডাইসন, তাঁর 'In your Blossoming Flower-Garden' বইতে (পৃ. ১৩৫)। 'আশঙ্কা' কবিতাটি লেখা হয়েছে ১৭ নভেম্বর ১৯২৪। তার পরে বুয়েনোস এয়ারিসে লেখা আরো দুটি কবিতা এই ডায়ারিতেই লিখেছেন কবি, 'না-পাওয়া' আর 'সৃষ্টিকর্তা'। 'না-পাওয়া'র প্রথম পাঠ এটি, পরের পাঠটি আছে 'যাত্রী'র পাণ্ডুলিপিতে, অল্প-স্বল্প পরিবর্তন আছে সেই পাঠে। প্রকাশিত পাঠের থেকে এই দুটি পাঠ অনেকটা পৃথক। ৪৬৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি থেকে এই কবিতার পাঠটি তাই তুলে দিলাম :

ওগো আমার না-পাওয়া গো, অরুণ-আভা তুমি,
আঁধার তীরে স্বপনকে মোর কখন যে যাও চুমি
পাওয়া আমার নীড়ের পাখী
আধেক ঘুমে ওঠে ডাকি
তোমার ছোঁয়ায় বুঝি।
লক্ষ্য হারা ডানা মেলে
চায় সে উড়ে কুলায় ফেলে
অকারণে ফেরে আকাশ খুঁজি॥

ওগো আমার না-পাওয়া গো সন্ধ্যা মেঘের ফাঁকে
পাওয়ারে মোর ডাকো তুমি করুণ আলোর ডাকে।
তাই সহসা ওঠে কেঁদে
পারিনে তায় রাখতে বেঁধে
দূরপানে রয় চেয়ে
বুঝি ম্লান আকাশ তলে
পরের খেয়া ভেসে চলে,
সারিগানের ধুয়ো কে যায় গেয়ে॥

ওগো আমার না-পাওয়া গো কখন অন্ধকারে
লুকিয়ে এসে আঘাত কর পাওয়ার বীণা তারে

কাহার সুরে কাহার গানে
যায় মিশে যে তালে তালে
ভাগ করা নয় সোজা
ওরা যখন অর্থ খোঁজে,
বলে "বোঝাও কি হল যে"
আমি বলি "কিছু না যায় বোঝা।"

ওগো আমার না-পাওয়া গো সজল সমীরণে
কদম রেণুর গন্ধে মেশা বাদল বরিষণে—
আমার পাওয়ার কানে কানে
মনের কথা বলি গানে,
সে শুনে কয়, 'এ কি?'
কি জানি গো কিসের ঘোরে
তারে শোনাই কিম্বা তোরে
বুঝতে নারি যখন ভেবে দেখি॥

'পূরবী'র প্রকাশিত পাঠের তৃতীয় স্তবকটি এই পাণ্ডুলিপির পাঠে অনুপস্থিত। এই পাণ্ডুলিপির পাঠটির রূপান্তরিত রূপটি পাওয়া যায় ১০২ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে। বুয়েনোস এয়ারিসে লেখা 'সৃষ্টিকর্তা' কবিতাটিরও পাণ্ডুলিপি আছে ৪৬৪ সংখ্যক খাতায়। রবীন্দ্রনাথ 'সান ইসিদ্রো'-কে রচনাস্থান হিসেবে উল্লেখ করেছেন মাত্র তিনটি কবিতায়। সেই তিনটি কবিতাই আছে ৪৬৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে। সেই তিনটি কবিতা হল : 'বীণাহারা', 'বনস্পতি' এবং 'পথ'। তবে আর্জেন্টিনায় বাসকালে অধিকাংশ সময় তিনি তো সান ইসিদ্রোতেই ছিলেন, তাই মনে হয় যেসব কবিতায় বুয়েনোস এয়ারিসকে রচনাস্থান নির্দেশ করা আছে, তার মধ্যে ১২ নভেম্বরের (১৯২৪) পরের সময়ে রচিত সব কবিতাই সান ইসিদ্রোতেই রচিত।

'বীণাহারা' কবিতাটির কয়েকটি ছত্র পাণ্ডুলিপি থেকে প্রকাশিত পাঠে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। একটি-দুটি শব্দবদলও আছে। 'বনস্পতি' কবিতাটির একটি মাত্র ছত্র কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। 'পথ' কবিতাটিতেও পরিবর্তন সামান্য। এর পরের কবিতাগুলির রচনাস্থান 'জুলিও চেজারে' জাহাজ। এই জাহাজে রচিত তিনটি কবিতাই আছে ৪৬৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে। এর মধ্যে 'মিলন' এবং 'প্রাণগঙ্গা' কবিতা দুটি প্রায় এক টানেই লেখা হয়েছে, কিছুটা অদলবদল ঘটেছে 'অন্ধকার' কবিতাটিতে, ঘটেছে স্তবকের স্থানপরিবর্তন, পাণ্ডুলিপির ষষ্ঠ এবং সপ্তম স্তবক প্রকাশিত পাঠে স্থান বদল করেছে। কবিতাটি শেষ স্তবকের আগেই একবার শেষ হয়েছিল, লেখা হয়ে গিয়েছিল স্থান-কাল, তার পরে লেখা হয়েছে শেষ স্তবক। এইভাবে শেষের পরে আবার লেখা— এটি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার পাণ্ডুলিপিতেই দেখা যায়। 'জুলিও চেজারে' জাহাজে লেখা শেষ কবিতা 'বদল'। এই

কবিতার একটি পরিচিত গীতিরূপ আছে। আশ্চর্য এই যে, পাণ্ডুলিপিতে প্রথমে সেই গীতি-রূপটিরই একটি পাঠ আছে, তার পরে আছে কাব্যরূপ, যেটি প্রকাশিত পাঠের থেকে বেশ অন্যধাঁচের :

হাসির কুসুম আনিল সে ডালি ভরি,
আমি আনিলাম দুখবদলের ফল।
শুধালেম তারে "এ যদি বদল করি
হার হবে কার বল্।"

"তোমার" "তোমার" কহিল সে বারে বারে,
"পরখ করিয়া দেখিতে কি চাও তাই?"
"তোমার" আমিও হাসিয়া কহিনু তারে
"কোনো সংশয় নাই।"

সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা,
করতালি দিল হাসিয়া সকৌতুকে।
আমি লইলাম তাহার ফুলের মালা
নীরবে ধরিনু বুকে।

"মোর হল জয়" যেতে যেতে কহিল সে
"সেই ভালো" আমি ভাবিলাম বসে বসে

২৪ ডিসেম্বরে লেখা কবিতা 'না-পাওয়া' থেকে শুরু করে 'পথিক' অংশের শেষ কবিতা 'ইটালিয়া'-র আগে পর্যন্ত সব কয়টি কবিতাই পাওয়া যাবে ৪৬৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে। 'ইটালিয়া' কবিতাটি ১০২ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে, যদিও রচিত সব শেষে, ইটালিতে পৌঁছে। মনে হয় ১০২ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি-খাতাটিতে স্থান না থাকার কারণেই হয়তো 'পূরবী'র শেষদিকের সব কটি কবিতা ৪৬৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে লেখা হয়েছে, মূলত সেটি গানের খাতা হলেও।

সুতপা ভট্টাচার্য

ঘটনাবলী

রবীন্দ্রভবন-আয়োজিত প্রদর্শনী

প্রদর্শনীর বিষয়	প্রদর্শনকাল ও স্থান
Rabindranath Tagore (1861-1941)	০৭.১২.০৫-০৮.১২.০৫ Parliament Library, New Delhi
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)	২৩.১২.০৫ - ২৬.১২.০৫ পৌষমেলা প্রাঙ্গণ
Rabindranath and the Indian National Movement	২৮.০১.০৬ - ১৫.০২.০৬ 'বিচিত্রা', রবীন্দ্রভবন
রবীন্দ্রনাথ ও রামকিঙ্কর	১৫.০৪.০৬ - ২২.০৪.০৬ 'বিচিত্রা', রবীন্দ্রভবন
রবীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বিনোদবিহারী রামকিঙ্কর	০৯.০৫.০৬ - ১৬.০৫.০৬ 'বিচিত্রা', রবীন্দ্রভবন
স্মরণ : ঋত্তেন মজুমদার (ডিসেম্বর ১৯২৭ - ২৯ মে ২০০৬)	৩০.০৫.০৬ - ০৬.০৬.০৬ 'বিচিত্রা', রবীন্দ্রভবন

রবীন্দ্রভবন-আয়োজিত আলোচনা প্রবাহ

বিষয় ও বক্তা	তারিখ ও স্থান
রামকিঙ্কর : চিত্রী ও ভাস্কর অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ 'বিচিত্রা', রবীন্দ্রভবন
The Tagore Legacy in Gujarat Prof. Niranjan Bhagat, Sri Shailesh Parekh and Sm. Sugna Shah of Ahmedabad	০২ মার্চ ২০০৬ 'বিচিত্রা', রবীন্দ্রভবন
রক্তকরবী নাটকের অভিনয় শ্রী কুমার রায়	১৮ জুন ২০০৬ 'বিচিত্রা', রবীন্দ্রভবন

রবীন্দ্রভবনে উপহৃত সামগ্রী

দৃশ্য-শ্রাব্য সামগ্রী

ক্রমিক সংখ্যা	উপহার দাতা / দাত্রীর নাম ও ঠিকানা	উপহৃত সামগ্রীর বিবরণ	পরিগ্রহণ সংখ্যা ও তারিখ
01.	Sm. Alo Roy "ASTANA" Purbapalli Santiniketan	Tagore Songs (71 Nos) & Other songs (13 Nos.)	RB/1478 -RB/1547 30.03.2006
02.	Dr. Swati A Parimal Nicholas G.K.Marg Lower Parel Mombai 400 013 Received through the Director Sabujkali Sen, Rabindra-Bhavana, V.B.	Songs and Narration (One copy)	CD/132 25.04.2006

গ্রন্থাগার সামগ্রী

ক্রমিক সংখ্যা	উপহার দাতা / দাত্রীর নাম	গ্রন্থনাম	লেখক / সম্পাদক	প্রকাশক	পরিগ্রহণ সংখ্যা ও তারিখ
০১	প্রবীর গুহঠাকুরতা	রবীন্দ্রনাথের গান: গীতবিতান গীতগ্রন্থে অসংকলিত পঁয়তাল্লিশটি গীতিকবিতা	প্রবীর গুহঠাকুরতা	শরৎ সমিতি	৪৪৫২৮ ৩.১২.০৫
০২	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৪৪৫২৯ ৩.১২.০৫
০৩	অনাথনাথ দাস	শতগান	সরলা দেবী	আদিব্রাহ্ম সমাজ	৪৪৬৮২ ২৭.০২.০৬
০৪	মমতা মণ্ডল	বিষ্ণুপুর পুরসভার সংবর্ধনা স্মারক সংকলন ডঃ গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল	চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত	বিষ্ণুপুর পৌরসভা	৪৪৬৮৩ ২৭.০২.০৬
০৫	অনুত্তম ভট্টাচার্য	রবীন্দ্ররচনাভিধান ষষ্ঠ খণ্ড	অনুত্তম ভট্টাচার্য	দীপ প্রকাশন	৪৪৬৮৪ ৩১.৩.০৬

০৬	Mrinalini Sarabhai Received through the Director, R.B.	Mrinalini Sarabhai: The voice of the Heart	Mrinalini Sarabhai	Harper Collins	44688 31.3.06
০৭	অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	প.ব.বা. একাদেমী	৪৪৬৯২ ২.৬.০৬
০৮	প্রসেনজিৎ সিংহ	রবীন্দ্র দৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাস	প্রসেনজিৎ সিংহ	দে বুকস	৪৪৬৯৩ ২.৬.০৬
০৯	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৪৪৬৯৪ ২.৬.০৬
১০	Ashish Pal	Rabindranath in translation Gitanjali and other poems—Sanchaita	Ashish Pal	S.S.E.I.	44696 24.6.06
১১	সুমিত্রা দত্ত	নতুন বৌঠান	সুমিত্রা দত্ত	বরাকনন্দিনী	৪৪৬৯৭ ২৪.৬.০৬
১২	Dr. S.K. Bakshi	Glimpses	S. K. Bakshi	Poets Guild's Publication	44698 24.6.06
১৩	Do	Do	Do	Do	44699 24.6.06
১৪	Dr. Salil Kr. Mondal	Selected Poems from Tagore	Dr. Salil Kr. Mondal	S. Mandal	44700 24.6.06

RABINDRA-VIKSHA : VOL. 44

রবীন্দ্রচর্চার ষাণ্মাসিক সংকলন

রবীন্দ্রভবন : শান্তিনিকেতন

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

রবীন্দ্রবীক্ষা
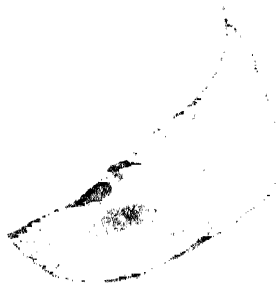
সংকলন ৪৫ • ৭ পৌষ ১৪:

রবীন্দ্রনাথ : 'উদীচী' গৃহে

র বী ন্দ্র বী ক্ষা

র বী ন্দ্র বী ক্ষা

রবীন্দ্রচর্চার ষাণ্মাসিক সংকলন

সংখ্যা ৪৫

রবীন্দ্রভবন

বিশ্বভারতী। শান্তিনিকেতন

পঞ্চচত্বারিংশত্তম সংকলন । ৭ পৌষ ১৪১৩ । ২৩ ডিসেম্বর ২০০৬

সম্পাদক
সবুজকলি সেন

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্প, রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতীর পক্ষে কর্মসচিব শ্রীসুনীলকুমার সরকার প্রকাশিত
ও সঞ্জয় সাউ, অ্যাস্ট্রাগ্রাফিয়া, ৪০বি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ-বিষয়ে ভবনে যে-কাজ চলছে তার ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রভবন তথা রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের প্রযত্নে ষাণ্মাসিক সংকলন-রূপে রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচার। পত্রিকার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে :

রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা-ইংরেজি চিঠিপত্র এবং অন্যান্য বিশিষ্ট চিঠিপত্র ও রচনা।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ- সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচারিত সূচী, বিবরণ ও পাঠ।

রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের অন্যান্য বস্তুর তালিকা ও বিবরণ। যেমন :

ক. রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রাবলি।

খ. রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলি।

দেশে বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্রনাথ-প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র।

নানা উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাপাঠ তথা অলিখিত ভাষণ-প্রতিভাষণ— এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্মৃতিলিখন।

রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ঋতু-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ।

রবীন্দ্র-পরিবার বান্ধবগোষ্ঠী ও যুগ— এ-সবের পরিচায়ক যা-কিছু নিদর্শন তার যথাযথ বিচার বিবরণ ও তালিকা।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থতালিকা ও রচনার সূচী।

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রভবন-বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রানুরাগী সুধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

শান্তিনিকেতন
৭ পৌষ ১৪১৩

রজতকান্ত রায়
উপাচার্য
বিশ্বভারতী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদের ছবি

দুটি মুখ।

পাশ ফেরা অবগুণ্ঠিতা নারীর মুখোমুখি অপর একটি মুখের প্রোফাইল। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ঘুরে থাকা এই দ্বিতীয় মুখটি সম্ভবত পুরুষের। কিন্তু মহিলার অবগুণ্ঠনের প্রান্ত যেভাবে তরঙ্গায়িত হয়ে অন্য মুখটিকে ঘিরে আছে — তাতে এই অপর মুখমণ্ডলটিকেও নারী বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়।

মূলত অঙ্কনধর্মী এই ছবিটি প্যাস্টেল এবং কলমের কালিতে আঁকা। প্রধান রঙ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে নীল, হলুদ এবং মেরুন বা পোড়া-লাল। তবে নীল আর হলুদের পরস্পর সংমিশ্রণে তৈরি এক বিশেষ রকমের সবুজ-আভায় ছবিটি উদ্ভাসিত। ছবির নীচে বাঁ-দিকের কোণায় স্বাক্ষর, তারিখ ও স্থান যথাক্রমে 'রবীন্দ্র ২৭.১০.৩৪, আডিয়ার'।

সিংহলের আমন্ত্রণ সেরে রবীন্দ্রনাথ সদ্য শান্তিনিকেতন ফিরেছেন, এবারে মাদ্রাজের পালা। শারদাবকাশ উপলক্ষে আশ্রম-বিদ্যালয় ছুটি হলে রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজের পথে যাত্রা করলেন, পৌঁছালেন ২১ অক্টোবর ১৯৩৪ তারিখে। তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে আডিয়ার থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে। সেখানে আছেন আর্যনায়কম ও আশা দেবী। মাদ্রাজ পর্বে নানান বক্তৃতা, সম্বর্ধনা ও সভার পাশাপাশি রবীন্দ্র-চিত্রকলা ও কলাভবনের শিল্পকলা প্রদর্শনের আয়োজন হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে 'শাপমোচন' গীতিনাট্যের অভিনয়। চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন হল ২৪ অক্টোবর, মাদ্রাজের কংগ্রেস হাউস-এ। এদিন রবীন্দ্রনাথ 'Myself and Bengal Renaissance' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন।

এবারে মাদ্রাজে পৌঁছানোর পর থেকেই ছবি আঁকার জগতে ডুব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ২২শে অক্টোবর থেকেই চিত্ররচনায় নিমগ্ন হয়েছেন তিনি। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে কবির এই চিত্র-ব্যাকুলতার আভাস মেলে :

> 'আজকাল একেবারে অরুচি ধরেছে লেখায়। মনটা স্বভাবত ছোটে ছবির দিকে। লেখায় খাটাতে হয় কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে। কর্ত্তব্য ফাঁকি দেওয়ার দিকেই মনের স্বাভাবিক ঝোঁক। জীবন আরম্ভ করেছিলুম লীলা দিয়ে — পড়া এড়িয়ে লিখেছি কবিতা। . . .এখন আমার কলাচর্চার সখটা ছুট্‌ছে ছবির দিকে। . . .সব সাজ ফেলে দিয়ে চিত্রকূটের শিখরে চড়ে নির্জ্জনবাসের জন্যে মন উৎসুক।'

আডিয়ার থেকে লেখা এ চিঠির তারিখ ২৩ অক্টোবর ১৯৩৪, পরের দিনই তাঁর চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন। এবারকার মাদ্রাজবাসের মোট বারো দিনে অনেকগুলি ছবি আঁকলেন রবীন্দ্রনাথ। তার মধ্যে পনেরোটি ছবি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে রক্ষিত, সেই চিত্রকলা থেকে নির্বাচিত একটি ছবি রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচ্ছদে মুদ্রিত হল।

ছবিটির আকার ২৬.৫ x ২৯ সেন্টিমিটার

রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০.২৪৯৫.১

শারদীয়া সংখ্যা

খাম-খেয়ালী

পাক্ষিক পত্র

১ম বর্ষ—১৫ ও ১৬ সংখ্যা
১লা কার্ত্তিক
১৩৪০

Uttarayan
Santiniketan. Bengal

চৈত্র দিনের ভোরের বেলায় আপন ভুলে
প্রজাপতি ফিরিস ঘুরে,
পুষ্পদলের আগায় আগায় দুলে দুলে
আনিস কি সুখের নেশার ঘোরে!
হাওয়ার বুকে যে চঞ্চলের গোপন বাসা
আকাশে তুই বয় রঙিন তাহার ভাষা,
অপ্সরী তোর নৃত্যে মত্ত আবির তুলি
পাঠালো তোর পাখায় ভরে॥
কোন্ গুণী যে আপন কীর্তি অকাতরেই
করে হেলা?
এমন চিকন রঙের লিখন ক্ষণেক তরেই,
এ কোন্ খেলা!
সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় পলে পলে,
গানের লীলা ভোলা মনের পাকে চলে,
কোনোমতেই রয় না টিঁকে তাহার তুলি
আপন ছবির মায়া ভোরে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

A NOTE ON THE PUBLICATION OF *MAN THE ARTIST*

Rabindranath had a special association with Gujarat and its people. He stayed for a few months in Ahmedabad as a seventeen year old in 1878. He visited Gujarat a number of times and a cluster of his creative works is forever linked to this colourful province.

'Ravindra-Bhavana' was created in 2001 by a group of Tagore lovers with the idea of sharing their enthusiasm for Tagore's works with the people of Ahmedabad. Professor Niranjan Bhagat, a noted poet, Professor Bholabhai Patel, Tagore scholar and critic and Shri Shailesh Parekh, Chemical engineer, industrialist and translator of Tagore took the initiative in building Ravindra-Bhavana in Ahmedabad.

They have been doing excellent work in popularising Tagore not only in Ahmedabad but in other parts of the world, too. They have been translating, analyzing and publishing Rabindranath's works both in Gujarati and in English. They have also been collating all information on Rabindranath in Gujarat. While doing this, they discovered that Tagore's address, *Man the Artist*, which was given in Baroda in 1930 had been reported in many chronicles but the actual text was unavailable.

When enquiries at Santiniketan drew a blank, Shri Shailesh Parekh started his search. His friend of 40 years, Dr. Donald Clay Johnson of the Ames Library of South Asia, University of Minnesota was able to come up with bibliographic details and the booklet was traced to its location at the Van Pelt Library, University of Pennsylvania. Ms Panna Naik arranged to send a photocopy of this booklet to Shri Parekh.

Rabindra-Bhavana, Visva-Bharati gratefully acknowledges Shri Parekh's help and in this issue of *Rabindra Viksha* the text of *Man the Artist is being published.*

DEPARTMENT OF EDUCATION
BARODA STATE

Kirti Mandir Lectures Series No. 1

"MAN THE ARTIST"

By

DR. RABINDRANATH TAGORE

Printed at
THE BARODA STATE PRESS
BARODA
1932

"MAN THE ARTIST"

RABINDRANATH TAGORE

[Full text of the lecture delivered by Dr. Tagore at Baroda]

At a certain bend in the path of evolution man refused to remain a four-footed creature, and the position which he made his body to assume, carried in it a permanent gesture of insubordination. For there could be no question that it was nature's own plan to provide us with two pairs of legs evenly distributed along our lengthy trunk, heavily weighted with a head at the end. This was the amicable compromise made with the earth, when threatened by its conservative downward force which forbids all movements. The fact that man gave up such an obviously sensible arrangement proves his inborn mania for repeated reforms of constitution, for pelting amendments at every resolution proposed by Providence.

If we found a four-legged table stalking upright upon two of its stumps, the remaining two foolishly dangling by its sides, we would be afraid it was either a nightmare of ours or some supernormal caprice of that piece of furniture, indulging in a practical joke upon the builder's idea of fitness. The like absurd behaviour of man's anatomy encourages us to guess that he was born under the influence of some comet of contradiction, that forces its eccentric path against orbits regulated by nature. And it is significant that man should persist in his foolhardiness, in spite of the penalty he pays for opposing the orthodox rule of animal locomotion. He reduces by half the help of an easy balance of his muscles, and is ready to pass his infancy tottering through perilous experiments in making progress upon insufficient support, and is followed all through his life by the liability to sudden downfalls, resulting in tragic or ludicrous consequences from which law-abiding quadrupeds are free. This was his first great venture, the relinquishment of a secure position of his limbs, which he could have comfortably retained in return for humbly salaming the all-powerful dust at every step.

This change of attitude in his body from the horizontal to the perpendicular, brought about a new era in man's bodily and mental character. In the first place, he won through it a great freedom for his eye-sight. I do not mean any enchancement of its physical power, which in many animals is much keener and more efficient. But from the higher vantage of our physical watch-tower,

we have gained our *view* which is not merely information about objects. This view presents the unity, the inter-relation of things, which may not be of vital necessity to us, but is nevertheless of great importance for our power of imagination. The view which is more of an idea than a mere location of things, constitutes a rich asset in our mental resources, to which our eyes contributed when they became worthy allies of our mind through the attainment of their freedom.

Imagination which is creative is the most valuable of our faculties, owing to the fact that of all living creatures man has been left unfinished by his designer, his sensitive skin undraped and undecorated, his soft body, with the exception of its brains - which have their skull, - unarmoured and without weapons. Not only does he lack the sharp sight of a lynx, the keen smell of a dog, the fleet-footed speed of a deer, elephant's ponderous mass of muscles that can trample and crush, but, what is worse, he is ridden by a mind, whose energies for the most part are not tamed and tempered into reliable instincts, and therefore in constant disagreement with each other. In fact he is a problem which he only may solve, he is material for himself to be fashioned by himself into some difficult ideal of completeness, and that process has been going on for ages, through desperate struggles and vicissitudes of failure and success.

Another great physical achievement of man is the emancipation of his hands, which of all his limbs have attained the highest dignity, for their skill, and their grace, for their useful activities, as well as their activities that are above all uses. The monkey has gone to an extreme length, having developed four hands, all of which he has subjected to nearly the same duties, with a democratic disregard of class distinction. But class distinction generates in the honoured members a sense of responsibility, encouraging special capabilities, which have a higher value. This is what has happened to our hands the aristocratic limbs of our body made free in a great measure from uses that are urgent for all animals. The facility for handling things gained from them, strenghthened our power of observation, but that is a power which animals also possess, though in a lesser degree. What is special to us is not merely the apprehension of facts, but also of the relationship of things, through experiment in countless combinations. This has stimulated our constructive imagination. We know that some animals also possess the faculty of constructiveness, in a more limited sense. But what is unique in us, finding in our hands its best vehicle, is our imagination which creates. Once these limbs had their menial vocation as our carriers, but raised from their position as Shudras, they at once attained responsible status as our helpers when instead of keeping them underneath us, we offered them their places at our side, they

revealed capacities that helped us to cross the boundaries of animal nature. Mind has found in them the best medium for its active will, only because they are the most detached members of our body. They are free, and freedom is Godly; it is the freedom of the divine spirit that finds its expression in creation.

Freedom is the very essence of life, the life which has broken out from the dungeon of the Giant Inert, and is ever creating innumerable forms in line, and colour, sound, and movement, in our inner thoughts, in our outer actions and our physical environments. Life is the artist that ceaselessly works the miracle of beauty upon this rude, rugged, stone-fettered planet of ours, whose prison warders were the blind spirits of storm, fire and earthquake, the tyrants that goaded her to build, storey upon storey, the dark tower dedicated to the titan of the desert. Freedom's message was brought to the world by life, when it gained its detachment from the stupendous pressure of things which have no other meaning than that of mere existence. Life is the organized power of an active will which proves itself by its creations, and the best representatives of this will in our body are our hands.

And again I emphasise, that it is freedom that had allowed our hands to perform works having their harmony with the working of our imagination, which is the life of our mind. All other powers that we possess are more closely tied to the necessities of living than our power of imagination. It is free from the bondage of the biological servitude, and this freedom gives it the privilege to create. Our cave-dwelling ancestor had his intelligence constantly occupied in hunting animals, but his imagination, because of its detachment from the compulsory purposes of life, urged him to waste his time in dreams uselessly and to decorate his walls with the pictures of animals, about which he had an eager interest. Out of the innumerable objects of his experience, certain things were more real to him than others, producing images in his mind, with an impulse to have them translated into objective representations. Indeed the keenest delight for our mind is in the vivid visions coloured by feeling, accompanying all intense experiences, and in giving them adequate forms. It is a work which if free, through which man realizes his independent self in its pure activity of joy. And the faculty of imagination which affords us such opportunity, is strengthened through the dexterous manipulations of materials guided by our image-making will.

It is an insult to his humanity, if man fails to invoke in his mind a definite image of his own ideal self, of his ideal environment, which it is his mission to reproduce externally. It is the highest privilege of man to be able to live in his own creation. The animal has its birth-place but no country, because country is a creation. It is not ours by the mere accident of birth, we must

richly and intimately transform it into our own, make it a communal reality. And what is more, man is not truly *himself* if his personality has not been fashioned by him according to some mental picture of perfection, which he has within. His piled-up wealth, his puffed-up power can never save him from innate insignificance, if he has not been able to blend all his elements into a dynamic unity of presentation. It is for him inwardly to see himself as an idea, and outwardly to show himself as a person according to that idea. The individual who is able to do this strongly and clearly, is considered to be a character. He is an artist, whose medium of expression is his own psychology. Like all other artists, he has perpetually to struggle hard with his materials, to overcome obstructions, inner and outer, in order to make definite his manifestation.

All great men known in history have bequeathed to us the picture of their life, which is cherished by generations of men far and wide, because, as an objectively-realised idea, it offers to us a vision that satisties our imagination. Such pictures are not dim, not amorphous. We may not admire some of them from a moral point of view, nay even condemn them, — as we may condemn Aurangzeb or Benvenuto Cellini, but we must acknow-ledge them as an accomplishment. They are pyramids which unavoidably attract our attention from afar, dominating an illimitable back-ground of monotonous commonplaceness, pallid and vague.

The ideal of picture which a savage imagines of himself, requires glaring paints and gorgeous fineries, a rowdiness in ornaments, even grotesque deformities of over-wrought extra-vagance. It is the image of an idea which he must present, in order to impress the imagination of onlookers, according to the stage of their culture. He tries to offer a representation of *power* in conspicuous colours, tortured shapes, in acts of relentless cruelty and intemperate orgies of self-indulgence. We must keep in mind that such an apparition of rude grandiosity is not repellent to the members of his community. No doubt it causes fear in them, but this very fear has its thrill of pleasure, making the chief intensely visible to their mind. They feel they do not completely see him unless overwhelmed by his physical extravagance, and dominated by a will fearfully evident, owing to its unscrupulous power to inflict injuries. The chief's power becomes all the more impressive by its capriciousness, for law is impersonal and arbitrariness personal; and also because caprice keeps the people's minds constantly aroused by the incalculable surprises of its irresponsibility. For a similar reason, they ascribe to their gods physical and moral enormities, anatomical idiosyncrasies, a virulent vindictiveness crying for the blood of victims, and personal preferences indiscriminate in the choice

of recipients and methods of reward and punishment; if it were otherwise, then these gods through their indistinctness would disappoint their crude imagination. I have known tenants of a tyrannical landlord some-what deprecatingly describing a neighbouring one, who was humane and law-abiding, as like a coin whose face had been rubbed away. It was their picturesque way of saying that he was undistinguished, having failed to offer a strongly-defined picture to their mind. In fact, he deprived them of aesthetic satisfaction, as does a too habitable building, utterly safe and recommendable, compared to a ghost-haunted ruin forbiddingly grim and desolate.

It is remarkable that while the animals have settled down to their original limitations of mind, the primitive barbarism in man has not continued stationary that individuals and nations are aspiring for inspirations of far-reaching influences, for greater activities of a wider range and of inner mental quality. The animal mind fragmentarily gathers its limited experience in its dealings with circumstances. But man, having imagination, is ever at work blending all his acquisitions into a unity of creation, into that universe of personality named civilization, which has a living growth and which always seeks a larger freedom in more and more comprehensive truth. With the expansion of their sphere, our visions of perfection develop new valuations new depths and delicacies of delight, and a sober dignity of expression through elimination of tawdriness, of frenzied emotions, of all violence in shape, colour, words or behaviour; of the mentality of Klu-Klux-Klanism.

The development of civilization is not a gradual growth. On his path of experience man comes to sudden altitudes, that startle his imagination with a wider view of things, claiming a larger synthesis. We find its paralled in the growth of science, when the theory of evolution or radioactivity bursts open a vista of knowledge which demands from us new adjustments of scientific vision, new groupings in the creative composition of our thoughts. When any addition or modification of human growth, which is not for information but realization, comes to us as a mere pronouncement, it has very little effect upon our life, even if accepted by our intellect. It waits for our imagination to receive it, to harmonize it with our earlier visions which are not made up of mere thoughts, but are ideals, complete bodies of thought, alive with a dynamic force, like the food that has in it life-giving energy concentrated in organic form. Our imagination incarnates ideas into ideals, by which we not merely know them, but see them, feel them, have an intimate consciousness of their reality. The truth which we acknowledge and yet cannot assimilate, often seeks for the help of some personal voice, some living presence. And when it is transformed for us into an image identified with the person himself who has

made it one with his life, it is admitted without question by our imagination, to its own vivid world of reality. And such also is the function of literature and the other arts; for they help in building perfect images of ideas, even as the crustaceans, which with the lime captured from the water, fashion their shells of wondrous designs.

I have already suggested that the growth of civilization has its abrupt chapters of spasmodic divergences. Nearly every new venture of its career begins with a cataclysm for its changes are not mere seasonal changes of ideas, naturally gliding through varied eras of flowers and fruits.They are provoking revolutionary adjustments, changes in the dynasty of living ideals, active in consolidating their possessions with strongholds of physical and mental habits, of symbols, ceremonials and adornments, that arouse loyalty in our aesthetic mind. When archaeologists unearth the records of a past civilization from the closed pages of dust, we find one epoch establishing its dominion upon the devastation of another. Each of them shows signs of an endeavour to evolve its own special type, to create its individuality through some fundamental unity of expressions, some central motive dominating its features, and leaving its relics in pottery and ornaments, in temples, in pictures or inscriptions on bricks, stones and metals—pathetic efforts to make its memories continuous through the ages, like the effort of a child who sets adrift on a paper-boat, his dream of reaching the distant unknown. Wordsworth says :—

> We live by admiration, hope, and, love;
> And even as these are well and widely fixed,
> In dignity of being we ascend.

There are countless facts of existence which we pass by without heeding. Though dealt with by our intellect or the instinct of self-interest in some capacity or other, they slip off our attention, or hang loosely in some superficial recognition of our mind. But that which we admire and love and hope, we long to give to it permanent acknowledgment in the world which is our own; and as the poet has said, "even as these are well and widely fixed, in dignity of being we ascend". For our very being is dwarfed and shrunken when we are dragged by the mechanical routine of repetitions over colourless days, when we merely grow old in age but not in clarity of thought and maturity of wisdom, when we have no object of profound interest, for which the utmost sacrifice may not be counted as loss; when we have no prospect of heightened life, demanding, heroic attention to maintain it; or when we make fire works of our animal passions for the enjoyment of their meteoric flashes of sensations,

recklessly reducing to ashes all that could have been saved for permanent illumination. And this happens not only to mediocre individuals, hungering for lurid unrealities, but to generations of insipid races that have lost all emphasis of significance in themselves. For their imagination flags either through dissipation or lethargy, finding no urgent incentive for the highest purpose of man, his purpose of self-creation.

When I use the word self-creation, I do not mean to restrict its sense to any positive modification or achievement within our nature itself. It includes our outer world, and also all that is represented in half-uttered suggestion, in the cry of our unfulfilled desires, thwarted by the rude contradiction of actuality. In fact, the unattained gives character to what is attained by us. Its wail of refusal to remain illegible, its clamour for a body which carries its credentials in its perfection, rises above the contented hum of our success. These ideas unborn, these unformed spirits tease our imagination with an insistence, which makes them more real to our mind than things around us, that shout their identity with too plausible proofs. Poets and artists fondly build for these guests awaiting their welcome, pavilions in precious materials, to invoke them from out of the deep in a manifestation of unfading effulgence, in an indubitable self-corroboration, in a finality of form. These preparations represent the abiding reality of the people, something which they aimed at, which they considered as worthy of their self-respect. While they themselves pass away one after another, like dreams of Time, unloading the innumerable facts of their life into the jaws of the hungry dark, they make magnificent efforts to leave behind them their claims to permanent recognition as dreamers, not so much as the conquerors of an earthly kingdom, but as the designers of Paradise.

Where are the ancient, gererations of India, less real to us to-day than the passing shadows of clouds upon the passing waves of a river? But there remains the Mahabharata! Strictly speaking this great epic is not a repository of facts, but a record of the ideal reality cherished by those ages in admiration, love and hope the portions of history which it contains, having grown into symbols of what the people desired to believe, of what they were unable fully to realize in their own life. And these bygone ages, still active in these visions in verses, form alliances with the creative life of to-day, helping us to dream great dreams and heroically to carry out perilous projects. As the greater part of this earth consists in the fluid element that surrounds it, carrying light, breathing life, maintaining the rhythm of movements, so is our civilization mostly made of ideals that are not yet crystallized in the substance of accomplished facts. These are its potent atmospheric forces, that either quicken

or break to pieces great epochs of human history; this atmosphere is the arena of our dreams, the dreams that seek their voice in stone, in lines, in tunes, in words, in actions which are aflame with a luminous life. The poet gives us the best definition of man when he says :—

We are the music-makers
We are the dreamers of dreams.

Each age reveals its personality as dreamer, in its great expressions that carry it across surging centuries to the continental plateau of permanent human history. These expressions are in plays, and poems, in the lives of heroes and saints, in the noble towns like Benares and Agra, Athens and Rome. In them peoples have manifested their dignity of being, through majesty in ideals and beauty in performance. Do we not realise this in the ruins of ancient Rome, in its relics of human aspiration for the immense, the sight of which teases our mind out of thought? Does it not prove that the vision of a great Roman Empire had become intensely real to the imagination of the people, which sought its expression not only in military enterprises, but in magnanimous adventures of art. It was the idea of an empire which was not merely for opening an outlet to the pent-up pressure of overpopulation, or widening its field of commercial profit and monstrous multiplication of products, but as a concrete representation of the majesty of Roman personality, the souls of the people which dreamed of a world-wide creation of its own, for its fit habitation. And this vivid consciousness of its titanic strength as a world-builder of human history, roused up the artist in the people to make manifest his dignity of being in an eternal present.

"With wonderful deathless ditties
We build up the world's great cities,
And out of a fabulous story
We fashion an empire's glory."

There are two disastrous enemies which tend to rob civilization of its creative personality. The first one is the incubus of petrified tradition, separated from the moving mind and growing life. Seated rigid in the centre of stagnation, it firmly ties the human spirit to the revolving wheels of habit, till faintness overwhelms her. Like a sluggish stream choked by rotting weeds, it is divided into shallow slimy pools, that shroud their dumbness in a narcotic mist of stupor. This mechanical spirit of tradition is essentially materialistic, it drugs the soul of man into a dull drowsi-ness, it gives rise to phantoms of unreason, that hunt feeble minds in the ghastly disguise of religion. Civilization in such a

state of inertia, allows its foolish days to weave unmeaning meshes of bondage round all departments of life; while its past inheritance, boarded in a dark cellar, grows rusty, crumbles away, and loses its original significance.

Another powerful enemy of our creative life, is the too analytical tendency of mind, the superstitious faith in laboratory method, as the only means of solving the mysteries of existence, in all the variety of its aspects. One engaged in prying into the secrets of things by tearing them to shreds, easily loses his faith in wholeness as the ultimate meaning of reality. No doubt it is wonderful that music contains a fact which has been analysed and measured by science, and which music has in common with the braying of an ass or of a motor-car horn. But it is still more wonderful that music has a truth, which cannot be analysed into fractions; and there the difference between it and the bellowing impertinence of a motor-car horn is infinite. They have analysed the human mind, its dreams, its spiritual aspirations, and found to their satistaction that these are composed of elemental animalities, tangled into various knots. This may be an important discovery but what is still more important to realise, is the fact that man infinitely transcends the component parts of his own character. Supposing that some psychological explorer suspects that man's devotion to his beloved has at bottom our primitive stomach's hankering for human flesh, we need not contradict him; for whatever may be its genealogy, its secret composition, the complete character of our love, in its perfect mingling of physical, mental and spiritual associations, is unique in its utter difference from cannibalism. A lotus has in common with a piece of rotten flesh the elements of carbon any hydrogen; in a state of dissolution there is no difference between them, but in a state of creation the difference is immense; and it is that very difference which really matters. We are told that some of our most sacred sentiments hold hidden in them instincts that are contrary to what these sentiments pretend to be. Such disclosures have the effect upon certain persons of the relief of a tension, even like the relaxation in death of the incessant strenuousness of life.

An analogy with this may be found in those students in our country, who once used to strain their utmost to attain a standard of culture, which they believed to be valuable. But directly it came to be preached in the name of patriotism that culture was superfluous, that it had an impure foreign taint, a large number of these same students felt relieved, and renounced their devotion to education that had taken long patient years for its growth. When their faith in the value of cultural perfection was taken away from them, their vision of an educated mentality was enfeebled, and along with it their ardour for intellectual self-creation.

We find in modern literature that something like a chuckle of an exultant disillusionment is becoming contagious, and the knights-errant of the cult of arson are abroad, setting fire to our time honoured altars of worship, proclaiming that the images enshrined on them, even if beautiful, are made of mud. They say, that it has been found out that the appearances in human idealism are deceptive, that the underlying mud is real. From such a point of view, the whole of creation may by said to be a gigantic illusion, and the billions of revolving electric specks that appear like a piece of lead or gold, like you or me, should be condemned as bearers of false evidence, — But whom do they seek to delude?—If it be beings like ourselves, who possess some inborn criterion of the real, then to them these appearances in their integrity must represent reality, and not their component electric specks;-for them the rose must be more satisfactory as an object, than its constituent gases which can be tortured to speak against the evident identity of the rose. The rose, even like the human sentiment of goodness, or ideal of beauty, belongs to the realm of creation, in which all its rebellious elements are reconciled in a perfect harmony. Because these elements yield themselves to our scrutiny, we are inclined to give them the best prizes as actors in that mystery-play,-the rose, — which is really only giving a prize to our own detective cleverness.

I repeat again, that the sentiments and ideals which man in his process of self-creation has built up, should be recognized in their wholeness. The animal, the savage, have been transformed into higher stages in civilized man, not through any elimination of the original materials, but through a magical grouping of them, — through the severe discipline of art, the discipline of curbing and stressing in proper places establishing a balance of lights and shadows in the background and fore-ground, and thus imparting a unique value to our personality in its completeness. So long as we have faith in this value, our energy is steadily sustained in its creative activity. This faith is helped on all sides by religion, literature, the arts, legends, symbols, ceremonials and the remembrance of heroic souls, who have personified it in themselves. To keep alive our faith in the reality of the ideal perfection, is the function of civilization, which is mainly formed of sentiments and ideals, and the images that represent them. In other words, civilization is a creation of art, created for the objective realization of our vision of the socially perfect; it is the work of an imagination which constantly builds the personality of the people, as well as its habitation. Imagination is the flow of our mind towards the unseen, the unrealized, setting up banks along its forward path, by which it continually goes on defining the infinite. We stop its course of conquest when we accept the cult of realism, and forget that realism is the worst form of untruth, because

it contains a minimum of truth. It is like preaching that only in the morgue can we comprehend the reality of the human body, the body which has its perfect truth when seen in life. This life is transcendental, it includes what is yet to come, the best aspect of which is in its ceaseless aspiration for strength, health and beauty. All great human facts are surrounded by an immense atmosphere of expectation. They are never complete if we leave out from them what might be, what should be, what is not yet proved but profoundly felt, what points towards the immortal. All human facts that are significant, are for revealing the eternal, the universal spirit of Man in the lives of men. It dwells in a perpetual surplus in the individual, that transcends all the facts about him. His physiological contents are mere fractions, but when his personality which is in the unity of his self-expression, is revealed, then he is a complete image.

There is an immense strength of the surplus, the "*ucchishte bale*" in man, says the Atharva Veda, which is the source of his righteousness and truth, beauty and heroism; in this surplus are held in unity his past and his future. In this superfluity ever grows his wealth of existence, which is not limited to the immediate facts of his individual self. It gives us beauty in its rhythm of activity, which is true freedom, — greatness in its suggestion of the infinite. Ugliness dwells in death, which is a dead stop with nothing beyond it; and the revelers in realism of our modern literature are right when they prove by their writings, that what they take pride in, is ugly and rude. The realism in man is the animal in him, whose life is in a mere duration of time; the human in him is his reality, with his life everlasting for its background. Rocks and crystals, being complete in what they are, can keep a kind of dumb dignity in their stolidly-limited realism; while human facts grow unseemly and diseased, breeding germs of death, when divested of their ideal truth. And therefore let the poet remind us :

"We are the music-makers
We are the dreamers of dreams."

CORRESPONDENCE BETWEEN THE TAGORES AND THE SEYMOURS OF URBANA - 1

Rabindranath visited USA for the first time in the winter of 1912. After a couple of days in New York, the family headed for Urbana in Illinois from where he received his first welcome. Mrs. Mayce Seymour recalled many years later, "I can still picture the tall bearded figure against the background of that gray November day, to whom I opened the door. It was the Poet, come as a friend, with a claim on our welcome and affection....It was at his own door that he had rung the bell."

Although Rabindranath made three trips to USA during which he traveled to nearly all the states, it was in Urbana in Illinois that he found a home away from home. And Urbana, in turn, felt blessed with this opportunity to have the Poet in their Prairies. As Mrs. Seymour put it in a poem to Rabindranath :

> *"Methinks when comes the Poet the songless plains*
> *Are trembling with his nearness and the hills*
> *Wave banners of delight..."*

It all began in 1906, a hundred years ago. Rathindranath and Santoshchandra Majumdar left for USA around March-April of 1906 to study agriculture. Rathindranath writes in his memoirs, *On the Edges of Time*, "An association had been formed to help students to go to foreign countries to study science and industry. Father heard that the first batch of students would be sailing for Japan and the USA very soon. He asked us to get ready to join this party. We were to go on to the USA and study in a University which provided training in agriculture." This was the University of Illinois.

In 1906, a group of faculty members of the University of Illinois were organizing a Unitarian Church in the college community. Professor and Mrs. Stephen Forbes held a reception for all who were interested in the new church. It was at this reception that Professor Arthur and Mrs. Mayce Seymour met Rathindranath and Santosh. Arthur Seymour (1872-1955) was professor of Spanish and French at the University of Illinois till the late twenties when he joined the Florida State University at Tallahassee where they lived till the end.

The Seymours were attracted to these young lads and this was the beginning of a deep friendship between the Seymours and the Tagores that would last their lives. The Unitarians met once a week and have discussions on religious

and philosophical questions. Rathi and Santosh were already attending the weekly meetings of this group and now the Seymours joined.

It was at one of these meetings that Santoshchandra talked about trends in Bengali poetry and recited in Bengali the poem, *Nadi.* Two little boys who had no idea what was being recited found the sounds weird and when there came the rippling of sound in noticeable onamatopeia, *jhuru jhuru jhiri jhiri* they broke into irrepressible laughter. In a little while everyone was laughing including Santosh. "In such an atmosphere of *bon camaraderie* was the poetry of Rabindranath first heard on this continent," wrote Mayce Seymour.

The Seymours were impressed with the kind of education the Indian boys had received at Santiniketan. They found them admirably conversant with Western Literature and History. Imbibed with his father's ideas of internationalism and with a number of foreign students to work with, Rathindranath started to organize a Cosmopolitan Club in Urbana. He was its first President and was instrumental in organizing similar clubs in other universities. In 1909, after spending three years in Urbana, Rathindranath was awarded his Bachelor's degree in General Agriculture.

In 1912, it was planned that the Tagores would spend a year in Illinois where Rathindranath would work for a doctorate and the Poet would get the rest he longed for. The young bride, Pratima would learn English. Sometime in 1910, Professor Morgan Brooks of the Department of Electrical Engineering, University of Illinois and his wife had visited Jorasanko. When the news came of the impending arrival of the Tagores, they, too, offered to help with hospitality. In fact, all of Rathi's friends were eager to help. Mrs. Seymour writes, "Mrs. Morgan Brooks, who had visited them in India, had expressed a desire to entertain some or all of the party, and we ceded her the Poet, whom she had met in his Calcutta home, but we could not think of allowing Rathi and his young wife to stay anywhere else than with us; to us he was like a younger brother returning home."

Of his first few days at Urbana, Rabindranath wrote in a letter to Jyotirindranath Tagore, "*...The place in which we are now staying is a small community within the campus of the university where most of the professors and students reside; as a result it is peaceful, a place after my own heart. Another advantage is that unlike England in winter, which is shrouded in darkness and fog, this place, though cold, has plentiful sunshine. I like that.*"[7 November 1912]. On 8 November, he writes to Jagadananda Roy of their new lifestyle: "*The house is quite small, neat and clean, quiet and solitary. One does not have maids and servants here – those who come and do the housework for us are called "help" – they are not servants – they are children of good*

families who earn their expenses in this manner...Bouma has had to take the responsibility of this small household — we have not been able to acquire any "help" so far. She has to cook, sweep the floors, make the beds – Rathi also joins her when he is free. Bankim and Somendra are with us. All these days Bankim worked for Mrs. Seymour in her house – now he will help us and in exchange he will get his food and lodging." On the same day, he wrote to Ajitkumar Chakravarty, *"The sky in this place where I am now is quite like the one in Bengal – the same light, the same pure blue – the roads here do not have the bustle of people, no crowds of people at work; it is quiet all around, any conflict between nature and people is not visible. Which is why, after coming here, I feel a great peace."* [Translated]

However, this peace was not for long. Rev. Albert Vail of the Unitarian Church requested him to speak on the Upanishads at the Unity Club. A little reluctant at first, he finally agreed to speak and on 10 November he read his paper on "World Realisation" at the Unity Club. The Unity Club arranged talks and discussions on different religious communities and religious leaders. So successful was his lecture that he felt encouraged to speak again. These talks were later published in *Sadhana: Realisation of Life* in 1913.

In the Seymours, Rabindranath found a perceptive audience. As soon as he had finished an essay, he permitted them to invite to their home any of their friends who would be interested in hearing the essay read. "He wished to try out what he had written on an American audience, and we were more than willing to assist in the experiment," recalls Mayce. After the reading of the essay, a discussion followed; there was also a request for a reading of verse and there were always newly translated poems for them to enjoy. This was how the Tagore Circle came into being. Writing to Andrews, Mrs. Seymour asks, "Is it not miraculous how this Poet can summon forth into his world of song the thoughts that have queried perhaps for years on the borders of our own consciousness, eager for birth?"

The Seymour files in the Rabindra-Bhavana Archives have the correspondence Rabindranath had with Arthur Seymour, Mayce Seymour and members of the Tagore Circle, which we publish in this issue of *Rabindra-Viksha.* Another group of letters comprises the correspondence Rathindranath Tagore had with the Seymours, especially Mayce Seymour. These letters span the life of Rathindranath, starting from his days as a student in Urbana till the time when he leaves his work as Vice-Chancellor of Visva-Bharati and goes into exile. The letters tell a poignant story, through the different stages of his life, of a sensitive personality torn between the call of duty and his own creative urge. Rathindranath's letters will be published in the next issue.

Rabindranath Tagore to Arthur R. Seymour

1.

Hotel Tournine
Boston
9 April 1913

Dear Mr. Seymour,

On the eve of my departure from this country I send you my greetings of love. I feel that your friendship has paved the way for my return to this country, and a day will come when once more I shall occupy my familiar chair[1] in your parlour to read more of my poems to my indulgent audience.

I hope by this time you have got my papers[2] that I left at Chicago with the instruction to send them to you. They will remind you of me and of my love for you.

I am going to read my lecture tonight[3] before the university here and leave by the night train for New York.

My kindest regards to Mrs. Seymour

Yours affectionate friend
Rabindranath Tagore

2.

Santiniketan
July 13 1929

Dear friend,

It has been a great disappointment for me not to be able to meet you though I came near to your gate[4]. You are one of those through whom I pay my homage of love to your country and I deeply regret that I could not do so personally this time and thus possibly have missed the opportunity for good. However, the fortunate fact will always remain fresh in my mind that once I came to know you and was drawn to you in a spiritual bond of kinship.

With kindest regards for both of you

Yours affectionately
Rabindranath Tagore

Arthur R. Seymour to Rabindranath Tagore

1.

Urbana,
Illinois
April 9, 1913

Dear Mr. Tagore,

Your visit to this land of newness and stern striving for materialistic success is over. The ocean is bearing you away to a land where the English speaking world has realized just a little your beacon-like message to the world.

I see you now seated before me in your chair[5] reading to us. It is so wonderful that we could have you with us for a short time, that we could really know you and greet you. The influence of your life and of your poetry is like a beautiful ray of sunlight illuminating the darkness and uncertainty in which I was stumbling. A trust that all is evolution upward, a feeling that one can get near to divine power and truth, these you have left with me. These feelings had hesitated somewhat but now they are certain.

Our little Tagore circle is enthusiastically reading the Ms. copies which were so kindly sent us and though we are not many at present we hope to create a wider interest and a greater appreciation in others.

Your understanding of life is greatly needed by our struggling portion of humanity in this new continent. If Americans could only take time to cease for a moment the daily rush and think about what all life means, then your poetry would carry them wonderful inspiration. As it is, we may have to long to see the time when some slight repose of materialistic endeavor will give men the opportunity to know their own souls.

With heartiest wishes for a fruitful sojourn in England, I am.

Yours sincerely,
Arthur Seymour

2.

Tallahassee
Florida
November 26, 1930

Dear Friend,

Mr. Andrews wrote us that you were to sail on Saturday and we send this note of greeting to wish you a good voyage over the winter seas. I had hoped to see your paintings and hear the lecture on Art[6], but this was not

to be and although it saddens us to see you depart without welcoming you to our home, we are consoled when we look at our shelves of books and at the pictures on our walls and realize that you are truly enshrined here in our home under the evergreen pine trees. A dear friend in Georgia has your picture on her shelf near which she keeps always a fresh blooming flower in a vase. Here on the mantle over our fireplace we have the lovely photo of 1914 before which sits the brass incense burner which our beloved Willie Pearson brought from the tomb of Kabir. What love, what tender memories are stirred at sight of these!

You leave with us the gift of precious memories and the treasure of song whose rhythms sing through our days. You take to India our love and our best wishes. May you find pleasant days at sea, and new strength and joy in the home going journey! With love from us all!

Affectionately yours,
Mayce Seymour
Arthur R. Seymour

3.

Florida State College for Women
Tallahassee
Florida
March 30, 1936

Dear Friend,
Your holiday greetings arrived some time ago, bringing your bright message of friendly remembrance. It is reassuring to receive such a message, especially at a time when the nations, east and west, are snarling ominously at each other, and even our college students are exclaiming fearfully, "I hope we can keep out of this war."

Recently I have just recovered the volume by Edward Thompson, "Tagore, Poet and Dramatist" and have been rereading many favorite poems, at the same time, envying the author's familiarity with Bengali. My criticism of this critic is that he seems at times to lack a sense of humor, which prevents him from appreciating passages that are characteristic of his poet and dramatist. He also contends that the western notions have not been credited with altruism and idealism in their international dealings, but alas! I fear present day developments contradict his contention.

Meanwhile spring has appeared on our continent with all her millinery and enticement of song and movement. We are thankful that the birds remember

their exuberant melodies and that the trees are still interested in bearing their green banners skyward instead of engaging in arboreal duels. All is not hate and discord on our earth planet!

Our good friend, Miss Florence Curtis[7], was here in January, when she came to inspect the library of the Negro College here. Part of her duties as member of the staff at Hampton Institute is to supervise the libraries of our Negro schools. Dr. Kunz[8] and his family are spending this semester and the coming summer in Europe. He planned to work in Munich, and his two daughters were to study at the University of Geneva during the summer.

We send our loving greetings to you all, - to Rathi and Protima and dear little Nandini. With heartiest birthday greetings to the Poet whom we claim as our very own!

Affectionately,
Arthur and Mayce Seymour

4.

Tallahassee
Florida
September 6, 1936

Dear Friend,

It was pleasant to receive some time ago the invitation to Sreemati Nandita[9]'s wedding. It was touching to realize that in a far-away land and among those whose tongue was different from our own, a welcome awaited us among the thronging guests. Especially heart-stirring in these bitter days, when Christian people are inviting others to come out and be shot; not joyous festivities but bullets and bombs await them — Death and not Hymen is at the door.

For the young married couple, we wish a life of rich fulfillment, bright with pure blessings.

Yesterday I met an elderly lady to whom I had given some months ago a copy of the "Gitanjali". She was present at the funeral of a friend, where I had read the sequence of poems on Death. These to her were the most fitting words ever used on such an occasion. "I have my little book," she said, smiling brightly, "and I read over the poems often." She is a devout Methodist, but Song has been able to break down the bars of orthodoxy for her.

We know how your heart is aching at this time for this sick, laboring world. Some terrible purge is taking place. One envies the birds, who, this bright morning outside my window, are indulging in autumn song and frolic as they gather the berries summer has ripened in the garden. They

are not plotting campaigns and preparing huge armaments, but exult in this one bright day, the soft, mellow air, and dear comradeship among the leaves.

To you and yours we send most friendly greetings and love.

Affectionately yours,
Arthur and Mayce Seymour

Rabindranath Tagore to Mayce Seymour

1.

2970 Groveland Ave[10]
Chicago
21 March 1913

Dear Mrs. Seymour,

I cannot tell you how sad it made us to say goodbye to you. We shall never forget the kindness we received from your hands while we were in Urbana and we shall cherish the memory of your friendship in our hearts as one of the most precious things we found in the west.

Your affectionate friend,
Rabindranath Tagore

Give our love to the children.

2.

Calcutta
December 25, 1913

Dear Mrs. Seymour,

Just a few lines to assure you that the memory of your friendship is as fresh in my mind and dear to my heart as ever. I shall never forget the warmth of welcome we received from your hands and I know for certain that the seat you offered me when I visited your home was not to a temporary guest but to one who had the good fortune to win his claim to your hearts for good.

Please give my kindest remembrance to Mr. Seymour, my love to the children and my thanks to all my friends who rejoice in the great honour[11] conferred on me.

Ever your affectionate friend,
Rabindranath Tagore

3.

Shantiniketan
Bolpur
September 9, 1914

Dear Mrs. Seymour,

Thank you so much for your poem, it is beautiful. I do wish you would allow your heart's overflow to run into the channel of poetry instead of pouring it all in your daily work. For there is a rich abundance of sweetness and light in your nature, which, as your friends, we enjoyed so copiously when near you, but which, like summer rains should not only bathe the forest leaves but run in streams and be gathered in permanent lakes. I own I am partial to you but my mind is detached enough to judge your poem on its own merits, and I can assure you it has given me a deep pleasure. I am going to send it to *The Modern Review* feeling sure to be forgiven by you for taking this liberty[12].

In Europe the War-fiend is abroad. The chained barbarism in the heart of the Western Civilisation fed in secret with the life blood of alien races, has snapped its chain at last, springing at the throat of its own master. Greed of empire, worship of force, cruel exploitation of the helpless have had the sanction of science in the West, but the time is ripe when God shall assert his own and man shall learn once again that his best instincts are based on Eternal truth and not upon any doctrine of science.

With love from us all,

Your affectionate friend,
Rabindranath Tagore

4[13].

Yokohama
August 2, 1916

Dear Mrs. Seymour,

Can you hear my steps approaching your door? But where is the America where an Asiatic can feel that he is standing in the world of freedom under God's own sun and stars – and not among the barbed wire entanglements of little lawmakers? Alas, man's world is now drowned in a universal flood of alienation where we have a few peaks of friendship left for us standing above the water. India herself has been made more and more alien to her own children and doors of hospitality are being shut against them all over the world. However, if we have lost our world let us retain our souls and wish you all happiness in your prosperity and power and ruthless wisdom of your lawmakers – only

asking you to remember that when you make your world narrow for others you cannot help making it narrow for your own souls.

With my love for you all — I am

Your affectionate friend
Rabindranath Tagore

5.

The New Washington Hotel
Seattle
September 21, 1916

Dear Mrs. Seymour

I do not feel that I have come to America and I am afraid my visit to your country this time will be nothing like what it was when I came last. I shall be perpetually carried on in a whirlwind of lecturing tour, and shall always be living within the narrow circle of its revolving dust. But this certainly does not represent either the physical or the moral geography of your country. But I have no right to grumble. For when one bears the burden of a purpose he must sacrifice the greater part of the world for its sake.

However, through all the pressure of my engagements the thought finds gap to come to my mind that I shall be able to see you once again and sit in that arm chair of mine encircled by the same atmosphere of true hearted friendship whose memory fills me with gladness. Sometime in October you will find me at your door ringing your bell[14] – till then Goodbye.

With love to you all

Your affectionate friend
Rabindranath Tagore

6.

The Oxford Hotel
Denver, Colorado
October 19, 1916

Dear Mrs. Seymour

I hear from Mr. Pond that final invitation has not come for me from Urbana. As I am not free to make my own engagements I do not know when I shall be able to visit you. Can you possibly make time and come and see me next Tuesday at Chicago, in Mrs. Moody's house, and hear my lecture[15]? If not, I shall try my best to visit you for a short time however brief it may be. My

days are getting too crowded with engagements but it will be absurd to come to this country and not see you before I return. I also want once more to shake hands with Prof. Kunz — please give him my kindest regards. My best love to you all.

Your affectionate friend,
Rabindranath Tagore

I must have a quiet talk with you. I am too busy and tired to write letters[16].

7.

The Cumnock School
200 South Vermont Avenue
Los Angeles, California
January 15, 1917

Dear Mrs. Seymour,

This is the last day when I can have time to send you my farewell letter. Tomorrow I reach San Francisco and the next morning I sail away. Travelling day and night through the desert land of hotels I had reached a little oasis in Urbana where I slaked my thirst and had my rest whose memory I carry in my heart across the sea.

I am sending you typescript copies of *The Crossing* and *Lovers' Gift.* But in return I ask you to destroy the old copies of my poems that you have in your hand. Those that are worth preserving among them I have included in these two books and the rest of those should not be allowed to remain to bear witness against me. Mrs. Moody[17]'s copies I had to secure not by honest means - but in your case I was sure that criminal methods were not necessary.

My love to you all,

Your affectionate friend
Rabindranath Tagore

Give my love to Prof. Kunz.

8.

Shantiniketan
Bolpur, Bengal
May, 19, 1917

Dear Mrs. Seymour,

My visit to your house at Urbana was the subject of which I never grew weary of telling and retelling to Andrews so long as he was with me. But

now that he has left for Fiji[18] I feel the necessity of unburdening my mind by writing direct to you. I feel almost angry with your Edison for not providing us with a swifter means of communication.[19] Things are so clumsily arranged at present that I must accept your entire continent, completely excluding India for a considerable length of time in order to have a few minutes quiet chat at the corner of your room. The most important things for our happiness are very small things – but big barriers are the biggest facts in this world so our souls go starving, very often without our knowing it, simply because big giants of existence have very little pity for opportunities of life which are small in dimension. But when is the inventive genius of America going to discover Aladin's lamp? We sorely need it for freeing ourselves from the tremendous load of the unnecessary to reach even the little morsels of the necessary.

I suppose you know Pearson is loitering somewhere in Japan[20]. I do not even know his address. The purest form of solitude can only be had among utter strangers; he felt the need of it after the strenuous time he had in America. I cannot tell you how helpless I feel when both my English friends have deserted me simultaneously. For some time past I have been growing into the habit of depending upon them for ridiculously trivial matters. And at this moment I am like England in the time of war that has suddenly discovered that even for the dolls of her children she had been relying upon the German labourers.

The enclosed letter will explain itself. The aggrieved party who is anonymous thinks that B.K.Roy singly is too small an individual for the enormity of her grievance – so my effigy she must burn in order to make a decent show of her firework. But do I deserve this punishment from the hands of my destiny to be suspected of having some link of occultism with this man whose connection with me is like that of the splash of mud, uninvited and unexpected, with the unoffending shirtfront of an evening dress?

Give my kindest regards to Mr. and Mrs. Kunz.

With love to you all,

Yours affectionately,
Rabindranath Tagore

9.

Calcutta
May 14, 1918

Dear Mrs. Seymour,

Our berths were secured and I was to have sailed for America on the 8th last accompanied by Rathi and Pratima when the news came that the

prosecution counsel in a revolutionary conspiracy case against some Hindus in San Francisco mentioned my name as that of one of the guilty party[21]. It was especially disgusting to me because I hate to be put in the same category with politicians and diplomats who deal with secret lies and found their schemes upon filth pits of iniquity. I should be proud openly to suffer for truth or my country, but I never can persuade me to believe that lying intrigue can be the proper price to pay for anything of abiding value. With Man the end is not the only object, but the means also; and however absurdly paradoxical it may sound yet it is true that for us most often the means of attainment is a truer object than the attainment of object itself and that defeat is not always with the vanquished, but with the victor. For man's world of being far transcends his world of gaining, and though it cannot be proved by the logic of the ledger book yet truly it is a foolish bargain for him in which individuals or nations offer their souls in exchange for success. Everybody should know by this time that I am not an apostle of success and I do not believe in a freedom which is merely political. For this false ideal of freedom has overrun the whole world with narrow patches of national preserves surrounded by thorny hedges of slavery, giving rise to mutual hatred, suspicion and lying diplomacy. The time has come when man must know that true freedom is moral freedom and for it we must fight with moral weapons.

However I postpone my visit to America for the present, for I feel that it would be extremely unpleasant for me to have my relationship with your countrymen marred by the least shadow of distrust and to incur the chance of my words being misinterpreted and my movements watched with suspicion.

With my love to you all

Yours affectionately
Rabindranath Tagore

10.

Santiniketan
July 26, 1921

Dear Mrs. Seymour,

My heart is with you in the great sorrow which so suddenly has overtaken you. I remember so vividly the sweet child[22] who has departed from this life in the perfect bloom of her girlhood. I earnestly hope that our love is never allowed to be wasted in emptiness and that it has some great meaning for her in the journey of her soul. You went with a noble mission to a people sorely

stricken and I am sure that the sacrifice which has been taken from you will bring to your heart in return its own great value and consolation.

Your affectionate friend
Rabindranath Tagore

Mayce [illegible] to Rabindranath Tagore

1.

909 Nevada
Urbana, Illinois
February 7, 1914

My dear Mr. Tagore,

I must tell you how much we are enjoying the books you so kindly had sent to us from London. The India Society also has sent us the lovely volume *Chitra*, which I have already read and found worthy of our Poet, and which we are planning to read in the Circle[23] this week. I don't know where I should choose if you asked me which of the books, or which of the poems I like best. In choosing one, I choose all, for there is the same spirit in all. Mr. Brooke[24] writes of the songs in *Gitanjali* as lyrics inspired by love. I find that all the poems are poems of love. Perhaps because you are the Poet of Love you can appreciate how grateful we are to have these in book-form – and those others – some of them the choicest of all-in manuscript dress. Last week we spent all our time in reading some of the latter – "Make me thy poet, O Night" — "The Bird of the morning sings[25]" – the very first poem that you read to us. The songs of a poet are unlike other gifts because they become more precious with time and increase in value as we share our enjoyment of them with ours. Every day they are there for us to enjoy – intimate messages from the spirit of love.

When I gave your loving message to the children, I asked Laurence, "Do you remember Mr. Tagore?" To which question he responded at once by pointing a baby finger at your portrait. Lois is old enough to enjoy some of the child-poems. I think her favorite at present is "The Hero" which she finds can be dramatized by herself and her brother.

Mr. Seymour is very, very busy – almost as busy as a Nobel Prize winner. If his family wish to consult him it is almost necessary to make an appointment for that purpose. You must not think your old Bengali pupils are truant – altho' I frankly confess that our progress is very slow. I shall not give up my study or be satisfied until I can read *Nadi*[26] as confidently as Prof. Barman[27].

This is examination time in Urbana – our Hindu boys have been out of sight behind huge clouds of knowledge – perhaps I had better say huge boulders of facts. Mr. Barman is greatly interested in Sociology this year – he is planning to take work in the School of Commerce, such as Accountancy and Business Administration. He is a happy hearted youth and makes many friends.

Mr. Ray[28] is getting along very well considering how handicapped he has been. He has been chosen Vice-President of the Cosmopolitan Club which shows that he is appreciated.

I had a happy time not long ago selecting some of my favorite poems from the three volumes for Mr. Boyer who is to read them before a University audience this month. Many people here have felt cheated when they found out that a great Poet had been here in their midst and it was never made known to them or an opportunity given them to see and hear him. I feel most sorry for the students – it means so much when one is young to have had a vision. Perhaps Mr. Boyer's reading will prove an inspiration.

Every time our little Tagore circle meets and reads in the treasured volumes we feel that we are receiving messages from our Poet. Our only return must be our gratitude and joy and love. We treasure the memory of last year and your visits as a miser hoards his gold. Only this gold we can share with others without detracting from its value.

With loving greetings from our little household,

Mayce F. Seymour

2.

[Urbana, Illinois]
October 28, 1914

My dear Mr. Tagore,

No sooner were we back in Urbana this fall than we heard the query, 'When will the Tagore Circle meet?' – and as we met and have been meeting as promptly as the college classes and I am thankful to report that nothing has occurred to rob us of any member. At present we are making a study of the *Sadhana* lectures, but not to the neglect of the verse. The King[29] is out in book-form and before long we shall read that together. I plan to send you word of the Circle from time to time, knowing that you, who have so many demands upon your time and energy, will feel that we do not require a reply, who have all the beautiful messages of your poetry more intimate than those of any other writer I can name.

I am sure Mr. Andrews must realize how much we appreciate his letter – it is most kind and thoughtful of him to send us word of our far-away friends. Your own lovely words of appreciation for the verses are both an encouragement and an inspiration to me.

Necessarily our thoughts are much on the war. Modern invention which is responsible for most of its horror, has also made us witnesses of that horror seating us as helpless spectators in the awful theatre, while our political science has not given us any control over it. You may be interested to learn that the American people – and chiefly the children, are busy preparing gifts for a Xmas ship which is to carry what cheer is possible to the war orphans. The project was initiated by a Chicago Journal and is characteristically American in its sentiment. A ship from the Navy will carry the gifts – a warship without guns!

I have not yet thanked you for the last volume of your poems- *Giti-malya*[30]. It is a source of pride and satisfaction to me to see my name, which you wrote out in Bengali characters – not only establishing indelibly my ownership – but serving also to my imagination as a mark of promotion (however illy deserved) for a still aspiring learner. Mr. Ray has promised to read the volume with me. The boys are urging us on in our Bengali study. Warning us that the time is limited in which we will have access to our present gifted faculty.

During the past summer I read *The Soul of a People* by Fielding Hall – a most sane and sympathetic study of the Burmese people. Some one has told me that a novel by your sister is to be issued soon[31]. Our opportunities to know and understand India are multiplying since your visit.

It is nearing the time when, two years ago, you first came to us. We always speak of that year as our "Hindu Year", and yet last year was a Hindu year, too – and now the new months before us are still to be blessed by the meeting with friends drawn together by one harmonizing Voice. Every week, our Circle sends you silent greeting. Always we feel deep gratitude and affection.

With love from all of our little household,

Mayce Seymour

3.

Urbana, Illinois
January 4, 1915

My dear Mr. Tagore,

India will not stay in the East, but like the sun, she rises intermittently and moves upon the west. You who brought her to us once (I am not saying that you took her back with you) will understand me when I state that Dr.

Bose[32] will revisit Urbana this month. Our boys here are most enthusiastic in their plans to receive him. It is rumored that Mrs. Moody will come also, and excitement waxes even higher.

Since you were here with us a second new year has dawned leaving behind a period of change tending we know not whither. We do not know what of the old order is being leveled for what new growth, we must trust that a purification is in progress and that beyond the material struggle is the spiritual triumph.

Every Friday evening finds the Tagore Circle gathered around our fireside. At present Somendra is reading for us The King, which he does with feeling and understanding. It is characteristic of our Somendra that when he undertakes a task that he enjoys very much, he surpasses himself.

We enjoy reading and re-reading the manuscript poems, and often one hears the exclamation, "If they were only all published!" Some of our very best favorites are still waiting to be printed. The one beginning, "If there is none who comes when you call, walk alone" is such. To me, no poem expresses deeper feeling than that beginning, "Make me thy Poet, O Night" and "The pujas that are not finished in this life" haunts me as I go about my daily routine. I am thankful that the richness and beauty has come to us here in the west. I need hardly state that we find the King the most powerful of the three dramas, *Chitra*[33] I always think of as flawless beauty, perfect art – it is poetry of the purest sort. My father has enjoyed reading *The Post Office*[34] very much. The childish simplicity of little Amal seemed to him unequalled. Surely the East has come to the West radiantly and gloriously – and permanently.

You will wonder what has become of your old Bengali pupils. I fear I cannot report great progress – attributing this defect to the absence of their original teacher – but I find that as I study, no matter how scant are my opportunities, time is a kindly chiseler, and a few ideas are engraved on my brain. The goal is far away, but we are looking towards it, not away from it.

With hearty greetings from the Circle, and with love from all of our little household,

Mayce F. Seymour

4.

Urbana, Illinois
November 8, 1916

Dear Mr. Tagore,

You have not thought it strange that we did not say more about the Milwaukee lecture[35]. It silenced us all. There were no words to express what

we felt. I cannot talk about it yet. I can only recall that audience awed into breathlessness and faces that had seemed commonplace opening like flowers in response to light and shining with a caught radiance. Your coming is like the shining forth of the sun again in troubled time of storm and flood. You teach us that revelation never ceases, and that, in time of need, God sends his messenger of light and love.

The drama *Sacrifice*[36], which you read on Sunday also compels to silence. I feel that only those have the right to call it great who, like Joycing[37] are ready to plunge the dagger of resolve into the heart of their inhumanity, making room in life's temple for the presence of God.

Perhaps I can tell you how thrilling is the perfection of the Sannyasi drama. I believe that the Sannyasi never forgot his little friend, but always reached out to her heart of love, just as this Illinois prairie, in the abnegation of writer, feels in its heart the blissful stirrings that will blossom in beauty and joy.

I did not tell you what great responsibility fell upon Lois as a result of our trip. Her teacher asked her to tell the school children about this Poet she was going to see. It worried her at first, but when I told her people believed him to be the greatest Poet in the world today, and that we and Dr. Kunz consider him the greatest Poet who has ever spoken, she went quietly away, solemn with the duty imposed upon her.

I am hoping to have Mukul[38] come down here before the Xmas time – he will like to go to the Cosmopolitan Club and meet young men from every country, and in the holidays many will be away. Bankim will tell you more about Miss Paine[39] — he knew her well.

With loving greetings from us all,

Affectionately yours,
Mayce Seymour

5.

Richland Center,
Wisconsin
July 4, 1917

Dear Mr. Tagore,

The meeting with which our Circle commemorates their Poet's birthday, was postponed this year because the weather did not cooperate with us in our plan to go to the woods, and I have been as offending in not sending on the greetings we prepared. We have no calendars in our inner consciousness – sometimes it seems as if people and events come to us and pass while we and time stand still.

The two new manuscript volumes have been received with the greatest enthusiasm. Both *The Crossing* and the *Lovers' Gift* have the vitality of the Immortals – ages will pass, yet no similar words of beauty shall be so truly and gloriously spoken. When I compare these volumes with our western verse, art seems geographical – there is a quality in them lacking in our literature. But how quickly the geographical boundaries are swept away, when we claim them, absolutely as belonging, not to any country, but to ourselves. This past year, through my friendship with some gentle lads from Japan, I have made the happy discovery that I too am Japanese; or as a wise man from the East has shown us, the barriers which nations set up between themselves are artificial – they disappear when we meet as individual human beings.

The Cycle of Spring[40] has already become my favorite drama because it reveals more of the Poet than any other single work. It opens up a vision of life without hard pretense, but one in harmony with the ease and gladness and onward movement of Nature. *Personality*[41] is a unique volume – it convinces me still more that our elder sister India must be our teacher-in Art – and especially in that finest of Arts – the Art of Simple Human Living.

Last winter, when you were here, you said you had hope for America, and for several months your statement was the only foundation for any hope I cherished. But now, in this war time, as I see this country taking her vows of poverty and loss, as I read President Wilson's exhortation that her people enter into the conflict without hatred or thought of revenge, I know that heaven has not deserted us. This storm of war that will prune us of our wealth and egotism, may strip us to our real humanity. We may learn at last that it is because we have not loved liberty enough, both for ourselves and others that this bitter experience has come to us.

"Was it not wonderful," exclaimed Dr. Kunz with shining eyes and ringing voice, at one of our last meetings, "Was it not wonderful that our Poet was here! Is it not a beautiful memory!" As I think over that magic time, I recall my childhood's dream. In those days, I lingered much over the tales and songs of the past, which added their music and charm to the wonder of my common day. Yet, throughout all my joy, I believed that there was room for another singer, a more satisfying song, matching more perfectly with the promise and fulfillment of life. This faith I cherished for many a year and your poet's heart will tell you how perfect is the wonder of the years that have not only brought to us the magic song, but have lead to our door the Poet himself and have left him at our fireside for an Eternal Gift.

We all send loving greetings,

Affectionately yours,
Mayce Seymour

6.

918 West Park Avenue
Tallahassee, Florida
October 29, 1937

Dear Friend,

As summer is withdrawing from the fields, and autumnal rains are falling, I wonder about our friends in India, dwellers near great mountains and rivers. I know life is not altogether sweet to you, because the world is not so. And now a terrible trouble is raging on the shores of Asia. Even if one keeps one's thoughts from dwelling on these wars, one's subconscious mind feels the depressing influence. One's heart cries out for a savior to rescue man from his own cruelty and selfishness.

We have had a quiet summer, the first two weeks of which were spent on the Gulf of Mexico. In Florida we have a choice of the Gulf, the Ocean, and the mountains further north. Usually I prefer the water. We have discovered a lovely resort one hundred miles from Tallahassee – sand dunes, palm groves, and rainbow waters, over which is the play of clouds and sea gulls. At times I have seen 2 stately birds, in elegant black and white dress, fly steadily by to keep some engagement on a farther beach. Here all the sea poetry I know leaps to my mind.

"And the fairies dance in a place apart,
Tossing their milk-white arms in the air."

altho' not written of the sea – fits in with the scene of restless waters breaking into foam.

There is one lovely spot along the coast where the lines always come to my mind — "And pale gleams the smile of the sea beach..." On the seashore of endless worlds children play.

I enjoy the fancies that the ocean brings of islands and continents washed by its restless waves.

Sherwood Eddy[42], Y.M.C.A. worker, spoke at our College last year. In his hand he held a Bible in which were inscribed the names, in their own hands, of the five greatest men he had ever met. One was Kagawa[43] of Japan, one Mahatmaji, and another, C.F. Andrews (Christ's Favorite Apostle- he named him). We often wonder where this restless apostle is in his search for a world after his heart- and which he labors to create. Blessings must follow him wherever he goes.

You are fortunate to have your Shantiniketan when the rest of the world is in turmoil. Newspapers, magazines, books all murmur of discord everywhere – one must turn to old books to find reading matter, or look out in the fields where Nature builds up her old stores forever, altho' even the sunlight hurts

because one can imagine pitiful lands it must visit. We think of you often and hope you are all well and not too busy with the work of the school.

Our loving greetings to all,

Affectionately yours,
Mayce Seymour

7.

Tallahassee
May 6, 1941

Dear Friend,

Moze, my Negro yard boy, who, like a bee or a butterfly, hovers among the garden flowers, remarked, "I think when people get sick, they have forgotten the Lord; they have not been thankful to the Lord." His diagnosis, it seems to me, applies to peoples- nations as well. Men have forgotten the Lord – the wonder of created Life, the unfailing gifts of the earth – and so has their world become sick –sunk in unfathomable depth of misery and dis-ease.

This perfect May morning, with the mocking bird repeating his undiminished song among the fresh foliage, life seems rich and undiminished. The bird's universe is bright and inviting. Only man's world is changed and darkened.

And yet today we may recall a happier time, and hold on to some health by our gratitude for blessings past and to come. We are grateful for our friends of many lands – for the windows they opened for us on enchanting seas, and out of our gratitude arises the hope that again – in some Happy Isle-or even wronged planet-the old friendliness will again shine forth – brighter and more enduring for its bath of tears. Surely earth carries within its bosom healing for all its ills, and from this long travail will emerge a new being, more worthy of our human heritage.

Our humble share in this transformation is indicated by Mr. Seymour's effort to interest our students in Language. Next year, for the first time, a course in Portuguese will be given with the other Romance Languages, and he is getting a young lady from Brazil to give the course. We have already taken up the study of the language. The vocabulary is easy, but the pronunciation is really difficult, -blurred and uncertain as compared with the very clear and decided Spanish.

All these years we have observed May 6th as the birthday of our chosen Poet, altho' I have seen May 8th given as the real date. We like May 6th because it is considered Buddha's birth date also. Our gratitude to India on this day, and love to the dear friends there,

Affectionately,
Mayce Seymour

8.

Richland Center[44], Wisconsin
August, 11

Dear Friends,

I have letters from you all and want to write a word, in case you have not yet started on your long pilgrimage, to tell you how eagerly we are watching for your return to us. Now that I know that your desires are turned in this direction, I shall expect their fulfillment ultimately, however much it may be postponed by circumstances.

I wish you could see our hills in summer-time – perhaps they are no different than Bengali hills, but even then their beauty and intimacy would charm you. I like the accessibility of hills. Mountains stand aloof – a challenge to the adventurous spirit. But hills are hospitable – they invite, and if you accept their invitation, they gather you to them, open up their secret hearts to you, uplift you to their hovering sky. Mountains, as the poet tells us, sit like a hoary seer –we are conscious of a distance between ourselves and them, but hills are comrades and friends, and even when they disappear behind their screens of cloud or mist, we feel their nearness, like that of playmates in a merry game.

Mr. Seymour has not yet come for his vacation, but we expect him now within a few days. For the first time in his life he has taught in summer school – there is a great demand for French, and he was glad to do a little war work in the shape of French instruction to some classes of aviators at the university. Uncle Sam is keeping everyone busy, in order to win the war. My task has been gardening – one might believe that Nature has renounced her neutrality and has taken sides in the struggle so abundant is the harvest being gathered in this country. It will be a wonderful day when the war is over and the terms set by President Wilson are accepted by the whole world.

With our love to you all,

Affectionately yours,
Mayce Seymour

9.

Dear Mr. Tagore,

Our little circle has written its word to their favorite Poet, but I am not satisfied until I add a word more emphasizing a little the peace and love and beauty that has entered our lives through these poems you have given us. Our weekly gatherings are a religious service, - out of the atmosphere created by

these words and thoughts of yours comes the renewal of life and love. At that time we realize something of the nature of the Asram, and comprehend the idea you have embodied in Shantiniketan. The atmosphere which your own presence created is evoked again by your words and justifies the name we proudly claim –in the freedom and simplicity and fraternity of our meetings we are a Tagore Circle.

Now that the word has come that you may visit the West again, our little band awaits your coming with reverence and love. I am hoping, we are all hoping, that you will be with us here in Urbana for some time. For Mr. Seymour and myself I need hardly write what the Spanish say, *This house is yours.* But I want you to know that your house is remodeled – Mr. Seymour and I thought of this visit when we planned the changes, and the humble walls aspire to show their hospitality. This is no place of beauty – of song and flowers – but always we have the golden blossoming of day and the dusky florescence of night and sometimes there is the white scentless bloom of winter. None knows so well as you how much we really have here on our bare, recumbent prairie. And so we dare dream of your return – for here shines the light for meeting, here too, the stars are lamps kindled on the altar of worship.

Do not answer these little notes – unless indeed you answer in person. If you feel they need an answer Mr. Andrews will send us a beautiful poem as he has so thoughtfully done before. With greetings of love from our little household,

Mayce Seymour

10[45].

My dear Mr. Tagore,

The mountain has withdrawn from our midst – but still in a hundred streamlets the river of song flows to us from him. We are quite overwhelmed by Mr. Barman's appearance with the precious manuscript copy[46] – I can hardly wait until Mr. Kunz and Mr. Boyer are told of our wonderful fortune. It will be our feast for months to come. I feel myself singing: *It was the best luck of my life that I lost my path one morning.* Only I change it and say: "It was the best luck of our lives that our Poet strayed from his smooth path of Bengali into our difficult English way, strayed from his jealous Eastern home into our American wilderness.

Our little circle, which meets Friday evening, tries to be true to its inspiration and is informal and harmonious. Our desire is to know your work

more fully and understandingly. Thus do we bridge space, crossing land and sea to dwell in the shadow of the peace and beauty of our mountain.

With love from all,

Mayce F. Seymour

11.

My dear Mr. Tagore,

I wish you might have seen Dr. Kunz when I told him we had a surprise for him and showed him the lectures you sent us. His face shone as he expressed his delight: "That is a most be-e-u—utiful gift- a wonderful gift." That evening he chose *The Problem of Self* and we read over about 5 pages of the manuscript. We find it does not hurry away like its author so we are quite deliberate in enjoying it. Dr. Kunz was especially grateful to re-read the lectures just now as he makes use of the thought in his Sunday class of young people. Last time our circle met we read some of the Children's Poems[47] –the most wonderful children's poems I have ever read. Their author has the touchstone. They are so delicately poetical and sympathetic – I feel they would be greatly appreciated in this Children's Country and Mr. Seymour and I both hope they will be published here[48].

At our little meetings I find that your chair is usually left vacant – it looks expectant – perhaps the door will open – perhaps our missing ones will enter. You will hear from our circle from time to time. When we go to Wisconsin for the summer, we shall have a Wisconsin Circle. For a report of your students of Bengali, I refer you to Prof. Barman, who is an encouraging if not an exacting instructor.

Spring is with us again with all her old charms – she has forgotten nothing. The children are much in the sunshine. I imagine Laurence does not think much of your visit, but Lois recalls with pride that she had important relations with you. "Mr. Tagore was my doctor and gave me some medicine[49]," she relates. She often shows her sympathy with our feelings. The other day she brought me a paper holder she had invented to keep books from becoming soiled. "You can use it when you're reading Gitanjali," she explained.

Your visit to America has brought us great riches which I know are perennial. I tried to describe to Rathi the effect which your going had on Mr. Seymour. For a long time he was quite restless and discontented – I knew he was missing something. As for myself, the day you left I felt as if I had been to a funeral – there was so much emptiness around. It is due to your

goodness that now we need not miss you as much as we feared having the poems and lectures which we treasure to enjoy.

With Love from All,

Mayce F.Seymour

12.

Richland Center, Wisconsin
July 13

Dear Friend,

The enclosed lines are self-explanatory[50]. I leave you to imagine the pleasant experiences which they can only hint at. One of my friends has asked me to write something about India, and I find it too familiar and too intimate a subject – first, I must consider something similar and a little more remote. It is hard to speak of what has become a part of us –we cannot remove ourselves from it and see what it is really like. It is like taking out one's heart for examination. I may write something later but just now, these simple lines may convey some idea of what we are thinking and feeling in this birth time of the world's future.

With heartiest greetings and best wishes to you and all the friends,

Sincerely yours,
Mayce Seymour

Last month we forwarded addressed to you at Bolpur 8 packages of ordinary school books for the school.

Letters from the Tagore Circle to Rabindranat

1.

Urbana
Illinois
November 15, 1913

Dear Mr. Tagore,

Words are inadequate to express the joy of the members of the Tagore Circle upon learning of the bestowal of the Nobel Prize upon our beloved poet. Your journey to Europe and America has brought great honor to India, and we trust that this latest recognition may serve to turn the attention of the world

toward the light of poetry which shines in India, and that it may bring a greater appreciation of the true worth of modern Hindu culture.

"Thou hast made me known to friends whom I knew not, Thou hast given me seats in houses not my own. Thou hast brought the distant near and made a brother of the stranger."

May all the world meet "at the altar of humanity" and strive for the highest ideal of man's endeavour.

The Tagore Circle earnestly urges our poet to continue the translation of his works, so that they may be made accessible to a larger public and may bring about a more sympathetic understanding of the life and ideals of India.

Mayce F. Seymour
Jessica H. Farr
Florence R. Curtis
Nellie M. Gulley
Olive A. Paine
Bessie I. Morgan
Josephine E. Burns
Jacob Kunz
Arthur R. Seymour
Bankim Chandra Ray
Sri Somendra Chandra Dev Burman (in Bengali script)

6 May 1914

Our little Circle has met tonight to commemorate their Poet's birthday and to send him their cordial greetings. The enclosed clipping will show him that his friends here have not allowed Urbana to forget him – or should I say ignore him? After the public meeting[51], the circle met and each recited a favorite poem while Mr. Barman and Mr. Seymour sang Bengali songs from the little book on Indian Music. The Circle wishes to express its appreciation of the new volumes of translations and its hope that many more volumes will be accessible to English readers. It is especially desirous of reading the Memoirs[52] of the Poet.

Mrs. Jessica Farr
Sri Somendranath Dev Barman (in Bengali script)
Mrs. Nellie M. Gulley
Florence R. Curtis
Bankim Chandra Ray

Bessie Irene Morgan
Josephine E. Burns
Olive A. Paine
Mayce F. Seymour
Arthur R. Seymour

(Dr. and Mrs. Kunz were present at the reading, but did not understand that the Circle were to meet afterwards).

3.

May 6, 1915

Beloved Poet:

We send you heartiest birthday greetings from the Tagore Circle. The beautiful May flowers with which we have today decked the rooms of our humble asram bring us with their perfume thoughts of the wonderful messages from your pen, messages which are our dearest treasures, bringing us cheer and comfort always.

All nature is joining us with its spring luxuriance in wishing you the deepest joys and delights.

May the coming year see the realization of our most cherished hope of seeing you with us again at your American asram.

Mayce Seymour	Jacob Kunz
Bessie Morgan Smith	Laurie H. Smith
Frances M. Innes	K.B. Kichlu
Josephine E. Burns	Mrs. J. Kunz
Olive A. Paine	Jessica H. Farr
Nellie M. Gulley	Ranjit Singh Jain
Mukand Lall Pathak	Sri Somendranath Debvarman
Sri Bankimchandra Roy	Sri Suryakanta Roy
A.R. Seymour	

4.

[December1916/January 1917]

Our dear Mr. Tagore

Our little circle wants you to know that while you appear to be leaving us, we do not let you go. We cherish the gift which you have given us – yourself. Our tame fearful hearts have heard the thrilling notes of the wild bird and

long to venture from their cages. In this great free land of strange prison bars has sounded the song of a beauty and freedom it has not yet learned or heard, and it is our longing that the song may not die away.

You go from us, and yet you stay. The home of the wild bird is the universe, and here where the sky bends, he shall continue to soar and we shall hear his song.

Mayce F. Seymour
Sri Somendranath Devbarman (in Bengali script)
C.V. Boyer
Ethel P. Boyer
Nellie M. Gulley
Jakob Kunz
Arthur Seymour
Bankim Chandra Ray

5.

Urbana
6 May 1917

To our dear Rabi Babu,

On this happy day the little Circle of friends in Urbana sends hearty greetings of affection to their chosen Poet. We are ever hearing his stirring, exultant song in response to the challenging cry of the Universe and we feel our hearts joyfully answering with the cry, "We exist". In revealing to us the drama of the World Poet, he has shown us how, under the masque of age and decay, youth and springtime await the moment of revealment. And so today we can believe that under the horrible masque of war and hatred and death, the magician Jinie will show forth at last brotherhood and peace and life. We know because the World Poets are agreed about it.

Mayce Seymour
Bessie M. Smith
S.C. Nag
Emma Felsenthal
Mrs J. Kunz
R.N. Gowda
D.L. Vijaya Rao
Robert D. Glasgow
T.M. Maung

Louie H. Smith
Josephine B. Glasgow
Jessica H. Farr
J. Kunz
J.H. Greene
Nellie M. Gulley
Monindra Banerjee
Florence R. Curtis
A.R. Seymour

6.

Urbana
May 6, 1919

Dear Friend,

Again we send you our affectionate greetings upon this happy day and express our appreciation and gratitude for the friends we cherish across the seas. While the great world is groping for peace, we are permitted to reach out to the truth for which it seeks, embodied for us in kind faces and dear voices on the other side of the world. Within the troubled world of man we are conscious of the existence of God's serene kingdom and because we have been permitted a glimpse into that kingdom we believe that it will be possible for all mankind to enter there. That kingdom seems largely yet to be, and yet in our own glad hearts of friendship, we know that *It is.*

Give our kindest regards and hearty greetings of affection to Mr. Andrews.

Mayce Seymour
Jessica Farr
P. Sundar
Surendra C. Nag
Anna Kunz
Jakob Kunz
Robert D. Glasgow
Laurence Seymour
Josephine B. Glasgow
Florence R. Curtis
Seturam S. Gandheker
Lois Seymour
S. Gupte
Nellie M. Gulley
A. R. Seymour
R. S. Jain

P. S. Some of the American friends have contributed the small check enclosed, to be used for books for some school boy or any other purpose that you like.

M.S.

7.

Urbana, Illinois
May, 6 1923

Dear Friend,

Affectionate greetings to our beloved Poet on this day of his birth! May it renew his strength and inspiration for the tasks he has set himself to do! We are hearing from time to time of the plans and progress of Visva-Bharati, now become the dearest object of your life. You have our sincere sympathy in this great undertaking and we hope to secure a gromup of members here in the Mid-west of America. It will not be large, but it will prove worth while because it is honest in its faith.

Because we see today how the forces of greed and selfishness are united and dominant in the world, we are all the more grateful to the Leader who is striving to unite the forces of brotherhood and human friendliness and culture against the overwhelming deluge. Our hearts are with you, dear Friend, and we hope to be able to add a little offering of service to these words.

With greetings of affection,
Mayce F. Seymour
A. R. Seymour
A. Alexandria Allen
Sri Bhupendranath Basak (in Bengali script)
Josephine B. Glasgow
Jakob Kunz
Jessica H. Farr
Sri Ranendrakumar Das (in Bengali script)
Robert D. Glasgow
Laurence Seymour

8.

909 W Nevada St. Urbana
Illinois
May 6, 1925

To our Poet,

Again we are met together to commemorate the birthday of our beloved poet. Amid the lovely flowers of the spring time, and with the song of nesting birds in our ears, we take pleasure in going over our favorite poems, and in recalling that happy time when you yourself were in our midst and we listened in rapture to the sound of your own voice as you read to us. Today a group

of our young people are presenting the Autumn Festival, which has also a spring time flavor – for is not its author always the Poet of Springtime? They are having a merry time, putting on dhotis, and giving our day the festival spirit.

We had hoped, when we learned that you were planning to visit the Western World, that some fortunate circumstance would lead you to our welcoming doors. We are indeed sorrowful to know that not only is that hope fruitless, but that you have suffered illness and the disappointment of the failure of your more important purposes and mission. We pray for your return to health and to the life of joy and service which you find in your own Santiniketan, and send across the seas our thoughts of love and gratitude to the Singer whose music is an unfailing source of blessing in our lives.

S. V. Puntambekar
C. M. Chang
Alice Alexandria Allen
Jessica H. Farr
J. T. Tykosiner
Anna Kunz
Alice Hamilton
Robert D. Glasgow
Helena Tykociner
Julian Knipp
Han Chao Feung
Annamarie Kunz
J. Malwalkar
S. R. Bakhshi
Jakob Kunz
Margret Kunz
Barbara Knipp
Laurence Seymour
Arthur Seymour
Mayce Seymour

N.B. We are quite an international group — 3 Hindus, 2 Polish, 2 Canadians, 2 Swiss, 2 Chinese, 10 Americans.

9.

Florida State College for Women
Tallahassee, Florida

To our beloved Poet on his birthday:

Felicitations and greetings of gratitude and affection from the original members of the Tagore Circle.

Mr. and Mrs. Arthur Seymour
Dr. and Mrs. Jacob Kunz
Florence R. Curtis
Alex A. Allen
S. R. Bakhshi
Dr. and Mrs. Robert Glasgow
Prof. and Mrs. J. T. Tykociner
C. T. Han
C. M. Chang

NOTES :

1. This chair is often mentioned in the correspondence with the Seymours.
2. Ms. 446: Now in the R.B.Archives, the typescripts were sent from Chicago and typed by Edith Kellogg, Harriet Moody's secretary. They are the first translations of the poems, which later appeared in *The Gardener*, *Fruit Gathering* and *The Crescent Moon* –somewhat altered and shortened. The ms.of *Lover's Gift*, however, is identical with the published work.
3. Rabindranath read his lecture, *The Realisation of Beauty* at Harvard.
4. Rabindranath visited Canada in 1929 to attend the Triennial Conference of the National Council of Education. Due to misplacement of his passport and subsequent humiliation at the Immigration office, he cancelled his trip to USA after a few days at Los Angeles.
5. See note 1.
6. In 1930, Rabindranath first exhibited his paintings in the West. In USA, he held exhibitions at New York, Boston and Philadelphia. Seymour was probably referring to the Boston exhibitions which were held in October, the other two were held in December 1930. Rabindranath did not give any separate lecture on Art but did say a few words about his own art before the opening of the exhibition.
7. Florence Curtis: Professor of Library Science, University of Illinois. Close friend of the Seymours and member of the Tagore Circle.
8. Jakob Kunz (1874-1938): Professor of Physics at the Illinois University; member of Tagore Circle. Rabindranath liked this Swiss-born scientist.
9. Nandita Kripalani (1917-67): granddaughter of Rabindranath, his daughter Miradevi's daughter. Married Krishna Kripalani in 1936.
10. If Urbana was his first home in America, this address was his second home; he was very comfortable in Harriet Moody's house in Chicago.
11. Awarding of the Nobel Prize for literature.
12. Her poem, entitled "Hymn" appeared in *The Modern Review*, November 1914; 476
13. R.B.Archives has a copy of this letter as Mrs. Seymour gave the original letter to 'a dear Chinese friend, Mr. Dong Tseh, who founded the University of Yunnan with the idea in mind that it might become an International institution.'
14. "On a sunny afternoon three days before Christmas, Mr. Tagore arrived in Urbana, like a punctual gift, but one which could by no means be laid aside or postponed," wrote Mayce Seymour of this visit.
15. On 24 October, he read *The Cult of Nationalism* at the Orchestra Hall in Chicago.
16. Mayce Seymour, in an article contributed to the *Hindusthanee Student*: "...Mr. Tagore came to Urbana to rest, and when he bade us farewell on the last evening of the old year, he gave no impression that he had not accomplished his purpose. But observed from without, his rest should be compared to the response of a wheel which is so rapid in its motion that it seems to stand still. He spent his time in visiting with friends, reading proof, writing letters, and translating, ending

always with the daily lecture. During his stay he translated many poems for a volume that is to appear soon; to us it appeared quite an achievement, but I shall ask the poet himself to confirm my assertion that this was a time of recreation: *I know that only as a singer I come before thy presence.....* Perhaps we may believe that this Poet, sitting alone in the morning sunshine and singing over his songs, did indeed partake of needed rest and communion."

17. Harriet Moody (1857-1932): widow of the American poet, William Vaughn Moody, Rabindranath's hostess in Chicago; her home was open to poets and artists from all over the world.
18. Andrews visited Fiji to fight for the indentured labourers at the sugar plantations; he succeeded in ending indenture in 1929.
19. Would he have appreciated today's electronic mail facility, we wonder.
20. Pearson was in Japan for political reasons, working for India's independence. He was in touch with Okawa Shumei who supported India's struggle for freedom and from 1917 and for some years he acted as an agent between Indian revolutionaries in Japan and India. Okawa was also responsible for the publication of a booklet entitled, *For India* (1917) by W.W.Pearson which was banned by the Home Office.
21. When Rabindranath was in America in 1916, a rumour was set afloat that the Gadar Party had issued secret instructions for his assassination. Interviewed by the *Los Angeles Examiner* Rabindranath is reported to have said, "As for a plot to assassinate me, I have the fullest confidence in the sanity of my countrymen, and shall fulfil my engagements without the help of police protection..." The irony of this episode reached its climax when more than a year later, Mr. Gourlay, Private Secretary to the Governor of Bengal, told C.F. Andrews that the British Intelligence Service had reported that Tagore was in secret collusion with the Gadar Party and had, in fact, gone to the U.S. to contact German agents there!
22. Lois Seymour, 13 year old daughter of the Seymours died in China in April 1921, 'the victim of an awful disease that rages here.'
23. When Rabindranath was in Urbana, he busied himself with translations of his poetry and with the preparation in English of a series of essays which were later to be published as *Sadhana: the Realisation of Life*. As soon as he completed some writing, he permitted the Seymours to invite their friends to listen to him while he read out his latest works. A little group of enthusiasts gathered at these sessions and such grew their interest that they formed a Tagore Circle. After the Poet left, the Circle would meet every Friday to read and discuss his works.
24. Stopford A. Brooke (1832-1916): Irish writer and critic.
25. The full text of the first draft was later condensed into poem No. xxv of *Fruit Gathering*.
26. The recitation of the poem *Nadi* in Bengali by Santosh Majumdar in 1906 was the first introduction to Rabindranath's poetry.
27. Somendrachandra Devbarman (-1939): member of Tripura royal family; a student at Santiniketan 1908-11, he studied at the University of Illinois, Urbana, 1912-16.

28. Bankimchandra Roy (1881-1956): He studied Electrical Engineering at the Illinois University. After he obtained his degree, Bankimchandra received practical training at Ford's factory in Detroit. Once he met with a terrible accident at the factory and was seriously injured.
29. The typescript had the title 'The King'. *The King of the Dark Chamber.* London, Macmillan & Co., 1914. This is a translation by K.C.Sen of *Raja.* The translation was erroneously attributed to the author.
30. *Giti-malya,* published in 1914.
31. Swarnakumari Devi's *An Unfinished Song,* was a translation by herself of her Bengali novel, *Kahake?* This book was published in London by T.Werner Laurie Ltd. In December 1913; a second edition was printed in 1914.
32. Dr. Sudhindra Bose, Professor at the University of Iowa. W.W.Pearson writes to Rathindranath (28 October 1916): "At Iowa City we were met by Dr. Sudhindra Bose...He was very kind to us and came with us to the station after midnight to see us off for Chicago."
33. *Chitra.* London, The India Society, 1913.
34. *The Post Office.* Dublin, The Cuala Press, 1914. *Translation* by Devabrata Mukhopadhyaya of *Dak-ghar.*
35. On 4 November 1916, Rabindranath read 'The Cult of Nationalism' at the Pabst Theatre in Milwaukee, Wisconsin. The *Sentinel* of 5 November wrote, "Tagore had for audiences one of the biggest lecture crowds that had been brought together in Milwaukee for several seasons. Every seat in the main floor and the balcony of the Pabst Theatre was filled, about half of the gallery seats were sold."
36. Reading from the manuscript; the play was first published in 1917.
37. Jaisingha
38. Mukul De (1895-1989): a student of the Brahmavidyalaya. Trained as an artist under Abanindranath and Nandalal. Accompanied the Poet on his trip to Japan and USA in 1916-17.
39. Olive Paine: sister of Ellery Paine, Professor Emeritus, Department of Electrical Engineering, University of Illinois. Miss paine was an undergraduate in education at the time of Rabindranath's first visit. She recalled later, "...it was inspiring to sit near him and look at him."
40. *The Cycle of Spring.* London, Macmillan & Co., 1917. A translation of *Phalguni.*
41. *Personality.* London, Macmillan &Co., 1917. Lectures delivered in USA.
42. Sherwood Eddy (1871-1963): As a national secretary of the YMCA, he worked in an honorary capacity among students in Japan, Korea, China, India, the near East and Russia.
43. Toyohiko Kagawa (1888-1960): a Japanese pacifist, Christian reformer and labour activist.
44. Summer home of the Seymours.
45. The date of this letter would be around 31 March 1913; see note xlv.
46. Rathindranath to Mrs. Seymour: "...Mr. Roy had already informed us about your Circle, I only wondered whether you would have sufficient literature to study. Father has sent you some copies of his poems through Barman and he is going

to send the rest of them today by post. Of course, these would be of great help, and if the lectures come out soon, they will be sufficient food for quite some time."[31 March 1913].

47. *The Crescent Moon* was published in 1913.
48. In 1916, Macmillans published an edition from New York.
49. Rabindranath must have given little Lois some homeopathic medicine as was his wont.
50. Enclosed was a 3 stanza poem; the last stanza says: *"Do not listen to me,*
    Unless in my singing voice/ you hear the chorus of all voices,
    The unceasing Song of atoms and pine trees and stars
    The music of the dawn of life/ that has never died away,
    The cry out of the depth of Being/ that will resound forever.
    Do not listen to me,
    Unless in my voice you hear/ the Song of the Infinite Life.
51. Mrs. Seymour to Rathi: "...Dr. Boyer read very well – we had a fine audience with most of the Circle on one row of seats. It was by chance that the program fell on the Poet's birthday which proves that Fate and the Muses are close allies."[20 May 1914]
52. *Jivansmriti,* was already published in 1912, but the English translation would be out only in 1917.

RABINDRANATH AND SCANDINAVIA

Sweden (Continued)

The Tagore archive in Rabindra-Bhavana has in its collection detailed correspondence between the Poet and Gustaf Schlyter, First Municipal Commissioner of Helsingborg, a provincial town of Sweden. The correspondence file also notes a letter written to S.R. Bomanji[1], in which Schlyter, not having known the Indian address of the poet requests the former to deliver certain materials to the Poet. Beginning from there, we find how the friendship between the two unfolds with a sense of honour for each other. These correspondences not only deal with Tagore's visits to different parts of the Scandinavian country and those by his close colleagues including Amiya Chakravarty[2], but also indicate the kind of influence and inspiration that he was able to inculcate among his European audience.

Correspondence with Gustaf Schlyter

1.

Private.[3]

Helsingborg, Sweden, *le* 19th July 1930

Insignia
Federation Internationale & Universelle
des SOCIETES de CREMATION
President: Prof. Dr Gustave KRAFFT,
36, Avenue Leman. LAUSANNE(*Suisse)*
1er Vice-President: San. Rat. Dr Ed. MULLER, Sweden
2, *Marienstr.*, HAGEN I W (*Allemagne)*
Secretaire General: 1er Syndic Municipal, G. SCHLYTER
Villa Sluter, Bois de Palsjo,
HELSINGBORG (*Suede)*

To
The Secretary of Doctor Rabindranath Tagore,
p. t. B e r l i n.

Dear Friend,

Herewith I have the honour of sending you a letter to Doctor Tagore from the President of the Cremation Society in Helsingborg[4] concerning a visit in

the Cremation Establishment—the Peace Temple—in our town. I send you also a little book concerning subscriptions for the Temple from the Swedish State where you can read of some dates concerning the Temple, its history and its purpose, the introduction of the book being printed also in English

I hope you will also honour our undertaking by taking part in the visit.

Yours faithfully
Gustaf Schlyter
1st Municipal Syndic of the town of Helsingborg.

2.

To the Great Master of India
Dr Rabindranath Tagor
Santiniketan
Bolpur
India

A.B. Alga
Stockholm
Halsingborg, 23/7 1939
Sweden,

Dear Master, Gurudev,

I have the joy of receiving here Srijut V. R. Kagal, New Delhi, for 3 years. Prof. Dr. Chakravarty[5] was in my home. I remember with deep sympathy Your visit in Elsinore, 1930- Now you see my Peace Temple here.

Yours sincerely
G. Schlyter

3.

Camp Mungpoo,
(Darjeeling).
Sept. 28, 1939

Dear Mr. Schlyter,

I am glad to get your letter with a picture of the Peace Temple about which you told me when we met at Elsinore[6]. Dr. Chakravarty[7] spoke to me of his visit to the beautiful Peace Temple and of the spirit of human sympathy

that informs your work. I do hope that spirit will be kept alive at a time when we need it so much.

With my best wishes,
Yours sincerely,
(Sd.) Rabindranath Tagore.

G. Schlyter, Esqr.,
Town Hall,
Helsingborg,
Sweden.

4.

At my fig tree before our house—Villa Sluter—in the Falsjo Forest, Halsingborg, Sweden.[8]

This tree has given, this year—August—October—more than hundred ripe figs. This is very rare here! We living on the 56th latitude and You on the 23rd, or thereabout. Here is not much snow.

4 Dec. 1939. G. Schlyter

5.

The Cremation Temple
—"Peace Temple"—in Halsingborg,
Sweden.[9]

On the 12th of this month—December 1939—10 years will be gone since the inauguration of the Temple, when we had a very kind telegram also from Rabindranath Tagore.

G. Sr.

6.

Halsingborg, BREVKORT Postage stamp 1939
Sweden, CARTE POSTALE
21.12.1939

Dear Sir,

It was impossible to retain for myself Your so kind Peace greeting. I sent reproductions thereof to some persons from the North in Geneva, these important days there. I hope, it will be blessed.

We are sorrowful in the North through these actions of the Evil in this unhappy world.

With my best wishes to You, Dr Dhiren Sen[10] & Dr Chakravarty[11] for 1940

Yours Sincerely
Gustav Schlyter.

Sir Rabindranath Tagore
Santiniketan
(India)

7.
GUSTAV VILIL SCHLYTER
JUR. UTR. KAND.
FORSTE STADSOMBUDSMAN
With my best respectful and sincere regards and thanks for the kind letter and hoping to be able, soon, to write more

Part: Two: Norway

Rabindranath visited Norway thrice – in 1920, 1926 and briefly in 1930. As in Sweden so also in Norway the Poet was able raise considerable public and intellectual attention. Nothing illustrates this better than his correspondence with Norwegian novelist Johan Bojer[12] who in one such correspondence proposes to dedicate a book to the Poet as a token of a deep sense of gratitude. He dedicates his work with these words: "To my great friend Rabindranath Tagore, who opened our eyes to the living East."

Rabindranath's influence was not merely restricted to the world of European letters. Sculptor Gustav Vigeland[13] presents Tagore with a painting which the poet gratefully acknowledges. In fact, Tagore along with P. Lall[14], Prasanta Chandra Mahalanobis[15], Nirmal Kumari (Rani) Mahalanobis[16] and others did pay a visit to the studio of Vigeland in Oslo, Norway in 1926 a photograph of which is carried in *Kavir Songe Europe* [*With the Poet in Europe*] by Nirmal Kumari.

That Tagore with his philosophy which was "like a breath of fresh air" to war-torn Europe coupled with his towering personality of a messiah was well-known to everybody from all walks of life is clearly evident when noted Norwegian photographer Elisabeth Meyer desires to meet him during her visit to Calcutta.

There were individuals throughout Scandinavia who wanted to popularise thoughts, philosophy and work of Rabindranath and tried to fulfil that aim with their limited resources. Editor of Norwegian daily *Morgenbladet,* C. J. Hambro was one such person whose solitary letter in the Rabindra-Bhavana collection speaks volumes to his devotion to the poet and his intention to familiarise the European audience with the works of Tagore.

Rabindranath took active interest in a move made by the Friends of India in Norway to confer the Nobel Peace Prize on Mahtma Gandhi. C.F. Andrews, a friend both to Gandhi and Tagore, was asked to be involved in the process.

Correspondence with Johan Bojer

8.

Hvalstad, Norway 12.11.36

Rabindranath Tagore, Esq.
Santiniketan

My Dear and great friend,

I am going to publish a new novel "The Day and the Night"[17] and I should be very proud if you would allow me to dedicate it to you. I have thought to give the dedication the following text: "To my great friend Rabindranath Tagore, who opened our eyes to the living East."

The novel will be published in England and US in following month next year.

I had a very interesting time in London with your friend and secretary Chakravarty[18], and I think he is one the finest men I have ever met.

I remain,

Sincerely yours,
Johan Bojer

9.

"Uttarayan",
Santiniketan, Bengal

My dear friend,

I had the occasion to know you when I met you in your country, but I had known you through my genuine admiration for your works long before that. Now that you propose to dedicate one of your books to me I feel that it will be delightful memorial of the warm hand grasp which I had from you

and I heartily thank you for the kind gesture of yours.

With kindest regards,

(sd.) Rabindranath Tagore

7.12.36

Johan Bojer Esq.,

Hvalstad, Norway

10.

"St. Marks"

Almora, U.P.

25. 5. 37

Johan Bojer Esqr.,

Dear Friend,

What a proud surprise it was for me to receive your gift just about the time of my 77th birthday.[19] I think I certainly deserve the love you have shown to me associating my name with your latest work, for I have had very great admiration for your writings. Your book reminds me once more of the pleasure I had when I met you in your own country. I wish that the experience could be repeated – but planning for a future is not for me in my age.

Very sincerely yours,

(sd.) Rabindranath Tagore

Correspondence with Elisabeth Meyer

11.

HOTEL TELEPHONE NOS. 253, 254 CALCUTTA 7-1-1932

OFFICE TELEPHONE NO. 255

THE GREAT EASTERN HOTEL LD.

TELEGRAMS

"GREASTERN CALCUTTA"

CODES

ABC 4TH & 5TH EDITIONS, A1 AND BENTLEY'S

To the Secretary to Dr. Rabindranath Tagore

Dear Sir,

I was very glad to have your kind letter where you tell me that Dr. Tagore will see me. If it is convenient to him I should like to take the train from

Calcutta Monday the 16th at 11:44, which arrives at 3:17 p.m, and to stay to the next day. With my respects to the great poet,

Yours sincerely,
Elisabeth Meyer[20]
adr: The Norwegian Consulate,
Calcutta.

12.
Elisabeth Meyer,

January 10, 5
The Norwegian Consulate,
Calcutta.

Dear Madam,

Dr. Tagore is very likely going away from Santiniketan for a week on the 14th of January. We shall be delighted if you can kindly come before the 14th. In case it is quite impossible for you to do so, we can try and manage that you may meet Dr. Tagore in Calcutta on the 15th or the 16th January. In that case I shall require your telephone number and be glad to know when I can expect you to be at home so that I can communicate with you. It would however be much more preferable if you could possibly visit Santiniketan as in that case you would be able to see the Poet in his creative environment and make acquaintance with the life and activities of this Educational Colony. Will you kindly communicate your decision by wire?

With kind regards,

Yours truly,
Secretary to Dr. Rabindranath Tagore

Correspondence re: move to confer Nobel Peace Prize on Mahatma Gandhi

13.
Vergelandsvei 5II Oslo, Norway, 5-3-37,

Highly revered Rabindranath Tagore!

It has come to my knowledge that Mahatma Gandhi has been proposed to the Norwegian Nobel Committee for the prize of Peace next time it will be distributed.

Being the founder of a little association called "Friends of India in Norway" ("Indias venner I Norge") I take the liberty of asking you, the great Poet of India, Mahatma's friend, and a Nobel Prize winner yourself, if you would kindly

write a summary of his activity for the world's peace and peaceful solution of conflicts in India and in South Africa. We need some utterances from prominent people to support Mr. Gandhi's candidature, so we are writing to some of the Nobel Prize-winners in Europe. If the idea appeals to you and you would find time to help us in our attempt, we would be very grateful indeed to have your answer addressed to "Indias Venner",

C/o Miss Agnes Heber
Fricks Gate 1B
Oslo
Norway.

Begging you to pardon me for taking your precious time, with highest respects

Yours sincerely
(Mrs.) Bokken Lasson

14.

March 30, 7

Dear Madam,

Rabindranath Tagore desires me to express to you his sincere thanks for your letter in which you inform him of your attempts for securing the Nobel Peace Prize for Mahatma Gandhi as no award could be better and would more worthily be deserved. Mr. C. F. Andrews[21], (Pembroke College, Cambridge) an intimate friend of both Gandhi and Tagore would be the best person to supply you with details of Mahatma Gandhi's activities in South Africa and India as he has been often personally connected with such work. The Poet therefore requests you to write to Mr. Andrews direct to help you, which he is sure, would be readily and enthusiastically given.

With kindest regards,

Yours faithfully.

AKC
Anil K. Chanda.
Secretary to Rabindranath Tagore.

Mrs. Bokken Lasson,
"Indias Venner",
C/o. Miss Agnes Heber,
Frichs gate 1 B,
Oslo, Norway.

15.

FORENINGEN "INDIAS VENNER" 1 NORGE
(FRIENDS OF INDIA)
ACTIG PRESIDENT
V SOPP COLBJORNSEN

Oslo May 3, 1937
Vibesgt. 26

Anil K. Chanda, Esq.,
Secretary to Rabindranath Tagore,
Visva-Bharati, Santiniketan,
Bengal, India.

Dear Sir,

We are grateful to acknowledge the receipt of your letter to Mrs. Lasson, of March 30th, and are also most thankful for your advice, for us to write Mr. Andrews direct, and ask for his help.

We are glad to report that for several years we have studied Mahatma Gandhi's THE STORY OF MY EXPERIMENTS WITH TRUTH, (2 Volumes), also that several of the "friends of India" in Norway have visited Aryavarta, and have studied its national and international problems, and that our work for Gandhiji's candidature for the Peace Prize is based on some knowledge of his eminent services to the great Indian Nation, uniting it peacefully in spite of former race and cast distinctions, and of Mahatmaji's sublime self-conquest, making him a true incarnation of the peace-ideal of the entire world.

The help we really are in search of is that of some great men, who would with their name and a few words give our application the support it needs against press propaganda of foreign vested and adverse interests.

It is our sincere hopes, that Mr. Andrews will be able to procure from prominent Britishers some such support for our work.

With most reverend and kind regards,

Yours sincerely
V. Sopp Callyomousen

Agnes Heber
Secretary Friends of India

Miscellaneous Correspondence

16.
FRA
Morgenbladets
REDAKTION

Christiania July 29th 1920

Telegrafadresse:
MORGENBLADET—CHRISTIANIA
Telefoner: 13f og 33

Sir Rabindranath Tagore,
Newcastle - Bergen.

Dear Sir,

It is rumoured in the papers of to-day you'll leave Newcastle on August 2nd for Norway and Sweden. I do not know where you'll go in Norway and how many days you'll stay in my country, but I take the liberty to ask you whether you'll permit me to meet you in Bergen and be such service to you as I can offer you.

I am editor of "Morgenbladet"[22] our oldest daily paper. I am a member of the Norwegian Parliament and of its permanent committees for foreign affairs and for the national universities and high school. I am also a member of the school-board of Christiania, vice-president of the Norwegian Telegram Bureau and of the Nordmands-Forbundet—our organisation for Norwegians in all countries.

For years I have looked forward to meeting you and have tried to make your books popular reading in Norway. I have arranged recitals of your poems and have tried to interest our theatres for your dramas.

Of course it is very unconvenient to address you in this informal way, but then life is not long enough for convenience and my boldness is not the idle curiosity of the journalist but the longing of one interested in ideas to meet one of those men whose works have enriched ideas and ideals in all countries.

If you would kindly send me a telegram from Newcastle or from the ship I'll be in Bergen not to trespass on your time and kindness but to try to be of service to you and your company.

Believe me

Yours sincerely
C. J. Hambro

Cable Adress.
Hambro, Morgenbladet
Kristiania.

17.

Sir Rabindranath Tagore
Santiniketan
6 Dwarakanath Tagore Lane
Calcutta
India
Santiniketan P. O.
(Birbhum)
28-1-28

Dear Rabindranath

I have thought of you ever since I got your latest book, for which I am very thankful. How I should wish to see you once again, but I will always remember the happy days I learned to know you.

Yours Hilda

18.

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal
17.1.37

My Dear Friend,

Some years ago when I visited your studio in Oslo I was deeply impressed with the greatness of your work. Now that you have offered me a valuable gift of your drawing[23], I take this opportunity to express to you my grateful admiration.

With kind regards,

(sd.) Rabindranath Tagore

Gusatv Vigeland Esq,
67 Frognerreu,
Oslo,
Norway.

NOTES & REFERENCES

1. Private
   Halsingborg, Sweden, 8th June 1921
   S. R. Bomanji, Esqr.
   London.

Dear Sir,

I have taken the liberty of sending you from Stockholm a registered parcel, containing a collection of documents printed and typewritten, intended for Sir Rabindranath Tagore and concerning a plan, I thought would interest him. This collection is prefaced by a respectful introduction by me.

Herewith I beg to request you kindly to help me, that this parcel may come Sir Tagore to hand. Further I allow myself to request you kindly to send me the exact addresses in India of Sir Tagore as well as the Colleges founded by him (along with their official names), when confirming the receipt of the above parcel. Hoping that in view of the great public interest of the matter in question you will kindly excuse the trouble thus given,

I am, Dear Sir,
Yours truly
G. Schlyter
Municipal Syndic of the
Town of Halsingborg.
(Sweden)

2. Amiya Chakravarty (1901-86), a close associate of Rabindranath, was deeply involved in the work of Santiniketan.
3. This letter from Gustaf Schlyter of the Municipal Syndicate of Helsinborg bears the following marginal noting: "Elsinore on the 5th of August"/ "Probably be able to communicate them."
4. The ninth largest Municipality of Sweden.
5. Amiya Chakravarty (see note 2)
6. A city in Helsingør municipality on the northeast coast of the island of Zealand (*Sjælland*) in eastern Denmark
7. Amiya Chakravarty (see note 2)
8. A Picture-postcard showing the sender seated in front of the fig-tree mentioned.
9. A Picture-postcard of the Peace Temple, Helsingborg.
10. He eventually became Secretary, Education, Government of West Bengal.
11. Amiya Chakravarty (see note 2)
12. Johan Bojer (1872–1959), a Norwegian novelist who excels at depicting contemporary Norwegian life treat social issues from a classical liberal viewpoint.
13. Gustav Vigeland (1869–1943), was a famous Norwegian sculptor and painter.
14. Premchand Lal worked at Sriniketan until 1936. He died in 1954.
15. Prasantachandra Mahalanobis (1893-1972): statistician, who in 1931 founded the Indian Statistical Institute in Calcutta. From 1921 to 1932, he was general secretary, Visva-Bharati.
16. Nirmalkumari Mahalanobis (1900-81): wife of Prasantachandra Mahalanobis; she and her husband travelled to with Rabindranath in Europe in 1926.
17. Johan Bojer: *By Day and By Night*, 1937. Translated from Norwegian by Solvi and Richard Bateson and published by D. Appleton–Century Company Inc. This

book is a part of the Personal Collection of Tagore in the Rabindra-Bhavana library having the Accession No. 9178.

18. Amiya Chakravarty (see note 2)
19. Tagore acknowledges the receipt of the novel *The Day and the Night.*
20. Elisabeth Meyer (1899 – 1968), a Norwegian photographer who is best known for her photo-journalistic work from travels through Iran and India in the 1920s and 1930s, among them early photographs of Mahatma Gandhi. She was perhaps the first Western woman to travel through Iran.
21. Charles F. Andrews (), friend and close associate of both Mahtma Gandhi and Rabindranath Tagore
22. **Morgenbladet** (Norwegian for *The Morning Paper*), is a Norwegian weekly newspaper. It was founded in 1819 by the book printer Niels Wulfsberg, and was the country's first daily newspaper. For a long time, it was also the country's biggest newspaper, but later struggled to survive, partly because it refused to give in to commercialism.
23. Tagore acknowledges a drawing presented by Gustav Vigeland.

একটি পুরাতন দিনের স্মৃতি

অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথমে একটুখানি আত্মপরিচয় দিলাম। আমি ছয় বৎসর বয়সে আমার জ্যাঠামহাশয় স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের[১] সহিত শান্তিনিকেতন আশ্রমে যাই ও মাত্র এক বৎসর সেখানে থাকিবার সৌভাগ্য হয়।

রথীদাদা[২] ও আমার চাইতে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্র এ সময় আর কেহ জীবিত আছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। আমার শান্তিনিকেতনের স্মৃতি শীর্ষক লেখাটুকু স্বর্গীয় রামানন্দবাবু[৩] গুরুদেবের জীবদ্দশায় সাদরে 'প্রবাসী : ভাদ্র ১৩৪৭' পত্রিকায় প্রকাশিত করেন।

আমাদের স্নেহময়ী গুরুপত্নীর[৪] কথা ও পূজনীয় গুরুদেবের[৫] নিকট আমার মন্ত্র গ্রহণ সম্বন্ধে সেখানে বলা হইয়াছে। সে সব কথার পুনরুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। আশ্রমে থাকাকালীন ও তার পরেও গুরুদেবের যে নিরন্তর আশীর্বাদ ও স্নেহ পাইয়াছি হয়তো তার যোগ্যতাই আমার ছিল না। তিনি একবার জানিতে চান, আমার, শান্তিনিকেতনে কোন সময় যাইতে ইচ্ছা হয়। উত্তরে জানাই, বুধবার ভোরের বেলা গুরুদেবের প্রার্থনা শুনিবার জন্য কান পাতিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। আমার ও সকলের তৃপ্তির জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে জানান যে, শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গিয়াই তিনি সেই প্রার্থনাগুলি প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিবেন। গুরুদেবের গান ও উপাসনা আমার প্রত্যহ জীবনের পাথেয় তাহা তিনি জানিতেন। অথচ গুরুদেবের অনন্ত কৃপা ও নিরন্তর আশীর্বাদ লাভের কোন যোগ্যতাই আমার নাই। তবুও, যেমন মনে আসিতেছে একটি পুরাতন দিনের স্মৃতি তাঁর স্মরণার্থে উৎসর্গ করিতেছি।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত হই। বড়ই ইচ্ছা হইল গুরুদেবের চরণধূলি লইয়া আসি। বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় যাইলাম। সেবার কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। নরম, গরম, হিন্দু ও মুসলমান সর্বপ্রকারের দেশনায়কদের সমাবেশ হইয়াছে। শ্রীমতী বেসান্ত[৬] সভানেত্রী। গুরুদেবের কাছে সকলেই আসা যাওয়া করিতেছেন। গুরুদেব তাঁহাদের কাছে সঙ্গীত ও সাহিত্যের পরিবেশনের জন্য তাঁহার আনন্দনির্ঝর রচনাবলীর একটি নাটিকা 'ডাকঘর' তাঁহাদের সম্মুখে 'বিচিত্রা'য় অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলেন। আমি যখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইলাম তিনি আমাকেও সেই অভিনয় দেখিবার জন্য উপস্থিত হইতে বলিলেন। ইহা তো আমার কাছে ভোজের নিমন্ত্রণ। তবুও বলিলাম বেশির ভাগ নেতারাই তো অ-বাঙালি তাঁহারা কি বাংলা অভিনয় বুঝিতে পারিবেন? গুরুদেব একটু বিচলিত হইয়া

বলিলেন : 'যদি বুঝবেন না, তাহলে আর অভিনয় কী হল?' তাঁর সে কথা আমি আজও ভুলি নাই।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি যথাসময়ে উপস্থিত হইলাম। তাঁর বিশেষ অনুরোধমতো আমার আত্মীয় যতিনদাদা ও বুলাদিদিকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু যে ঘরে অভিনয় হইল সেই ঘরটি খুব ছোট। এক পাশে সামান্য স্টেজ। একটি গ্রাম্য কুটিরের মতো। সম্মুখে পথ—উপকরণের বাহুল্যতা নাই। সহজে যাহা মনের উপর ছাপ রাখিয়া যায় তাহারই নিখুঁত নিদর্শন। যাহা বলিবার ও জানাইবার তাহা যেন সহজেই দর্শকের মনে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

দর্শকের বসিবার স্থান এত স্বল্প যে কোন মতেই পঞ্চাশজনের অধিক বসিতে পারেন না। মধ্যস্থলে শ্রীমতী বেসান্ত ও মহিলাদের জন্য বিশিষ্ট আসন। সম্মুখে একটু স্থান রাখিয়া দুইপাশে দুই সারে লোকের বসিবার ব্যবস্থা। প্রত্যেক সারে ৪ জন বসিতে পারেন। ইহা ছাড়া মহিলাদের পশ্চাতেও বসিবার স্থান। চেয়ার প্রভৃতি নাই। সমস্ত ঘরটিতে চমৎকার ঢালা বিছানা।

যতিনদাদা ও আমি স্টেজের ডান দিকে প্রথম সারিতে বসিলাম। আমার একপাশে ছিলেন মহাত্মা গান্ধীজি[৭] ও অপর পাশে অতুল প্রসাদ সেন[৮]। আমার পিছনের সারে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য[৯], লোকমান্য তিলক[১০], বিপিনচন্দ্র পাল[১১] ও আর একজন নেতা বসেছিলেন। আমার সম্মুখের সারিতে ছিলেন জাস্টিস উড্রফ[১২], ডঃ আরুণ্ডেল[১৩] ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী[১৪]। শ্রীমতী বেসান্ত-এর পাশে মহিলাদের মধ্যে ছিলেন সরোজিনী নাইডু[১৫]। অভিনয় দেখিবার সময় মাঝে মাঝে সাধ হইতেছিল যে দর্শকদেরও ভালরূপে দেখিয়া লই। একসময় অতুলপ্রসাদ ইঙ্গিত করিলেন এইবার অভিনয় আরম্ভ হইবে। 'ডাকঘর' গল্পটি মনের মধ্যে ভাসিয়া আসিল—এবং সেই মতো শুনিতে লাগিলাম।

কবিরাজের হিসাবে বালক 'অমল' অসুস্থ — কিন্তু 'অমল' যাহার নাম — তাহার জীবন কি অশেষ নহে? অমলের অভিভাবক কিন্তু ভীতচিত্তে কবিরাজের নির্দেশমতো অমলকে শরতের রৌদ্র ও বাতাস হইতে বাঁচাইবার জন্য একটি ঘরে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

বাহিরের ঘর — সামনেই পথ। অমল তাহা দেখে, তাই তাহার মন পড়িয়া থাকে সেই পথে — বাহিরে। তাহার কাছ হইতে সকল সৎসঙ্গ অপসারিত হইলেও সুরের হাওয়ায় মাঝে মাঝে ভেসে আসেন এক ঠাকুরদা — যিনি পরে ফকিরের ছদ্মবেশে উপস্থিত হন।

গ্রামে ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে — অমল ভাবে একদিন রাজার চিঠি তাহার জীবনের দুয়ারে নিশ্চয়ই আসিয়া পৌঁছাইবে, তখন তো তাহার সুখের অবধি থাকিবে না। রাজার চিঠি পাইলেই সে উন্মুক্ত পথে বাহির হইয়া পড়িবে। অমল শুনিতে পায় — পথ দিয়া দইওয়ালা 'দই চাই' বলিয়া হাঁকিয়া যায়। সে তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে বাহিরের উন্মুখ জগতের কথা — কোথা হইতে সে আসে ও কোথায় যায়। তাহার ইচ্ছা করে তাহার জীবনের দুঃখের

অবসান হইলে সে বিশ্বের পথে বাহির হইয়া পড়িবে। সে ভাবে রাজা যদি তাহাকে ডাক হরকরার কাজ দেন তবে কী মজাই হয়। গ্রামের মোড়ল মহাশয় অমলের মনের অবস্থা শুনিয়া, মুখভঙ্গী করিয়া এইমতো বলিয়া যান — 'ছেলেটার বড় বাড় বেড়েছে — তা না হলে রাজার চিঠি পাবার স্পর্দ্ধা রাখে?' এইরূপ তাচ্ছিল্যের হাওয়ার মাঝে মালিনীর মেয়ে সুধা তার বালিকা হৃদয়ের অসামান্য ভালবাসা লইয়া এমন দুই চারিটি মিষ্ট কথা বলিয়া যায় — যাহাতে অমল একটু সুস্থ বোধ করে। ফকিরের ভরসামতো রাজার চিঠি পাইবার জন্য তাহার ব্যাকুলতার বিরাম নাই।

অভিনয় এত সুন্দর হইয়াছিল যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। ঠাকুরদাদা ও পরে ফকির সেজেছিলেন স্বয়ং গুরুদেব। তাঁহার গান 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে?' আজও আমার কানে বাজিতেছে। অভিভাবক হইয়াছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৬], মোড়ল মহাশয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৭]। সুধার ভূমিকা যতদূর মনে হয় লইয়াছিলেন ঠাকুর বাড়ির একটি বালিকা[১৮], অমলের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন শ্রীমান আশামুকুল দাস[১৯]। তাঁহার অভিনয় দেখিয়া সকলে মুগ্ধ, তৃপ্ত ও অভিভূত হইয়াছিলেন। আমি দর্শকদের দিকে মাঝে মাঝে দেখিতেছিলাম।

শ্রীমতী বেসান্তের চক্ষু বাহিয়া জল পড়িতেছিল। সরোজিনী নাইডু চঞ্চলভাবে নিজের অচঞ্চল অন্তরকে লোকচক্ষুর অন্তরালে আবৃত রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। জাস্টিস উড্রফ কোন্ শাস্ত্রের মাঝে ডুবিয়া ছিলেন তাহা তিনিই জানেন। গান্ধীজি মাঝে মাঝে বালকের মতো আশান্বিত হইয়া উঠিতেছিলেন। কত বলিব — অভিনয় শেষ হইল। একটি স্তব্ধ নীরবতা ছাইয়া গেল — হৃদয়গ্রাহী দুই একটি মন্তব্যের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। পণ্ডিত মালব্য বলিলেন : 'ইজ নট ইট এ ট্র্যাজিক এনডিং?' তিলক উত্তর দিলেন : 'ইজ নট ইট বিউটিফুল অলসো?' মালব্য কথা শেষ করিয়া বলিলেন : 'ইয়েস দি মাস্টার হ্যাজ এক্সেল্ড ইন হিস পিউপিল।' সত্যই আশামুকুল অমলের অংশ এমনি সহজ ও সুন্দরভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন, যে মনে হইতেছিল বালকটি গুরুদেবের নিজ হাতে গড়া পুতুল — বাঁশির মতো তাঁহারই কথাগুলি আবৃত্তি করিতেছিল।

অভিনয় শেষ হইতে যাঁহারা অভিনয় করিতেছিলেন তাঁহারা নামিয়া আসিয়া দর্শকদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আরুণ্ডেল সাহেব তাড়াতাড়ি যাইয়া অমলকে কাঁধে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী অমলের পিঠে হাত রাখিয়া তাহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। সকলের অন্তর এমনি ভরিয়াছিল যে, কেমন করিয়া তাহা প্রকাশ করিবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।

পণ্ডিত মালব্য, দর্শকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে কবিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মালব্যজী ইংরেজিতে বলিলেন : 'এই নাটকের অমল আর কেহ নহে — মানুষের আত্মা। তাহাকে কত বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় রাখা হইয়াছে। কিন্তু সে তো অমৃতপথের যাত্রী। ফকির তাই তাঁহাকে আশ্বাস দেন একদিন বিশ্বপিতার বিধান অনুসারে তাহার এই বন্ধনের অবস্থা হইতে সে মুক্তি পাইবে। রাজার চিঠি আসিবে। তখন জগতের

ভালবাসার স্বরূপ ঐ ছোট মেয়ে সুধা তাহাকে জানাইবে যে, সে তাহাকে ভুলে নাই। একমাত্র ভালবাসাই মানুষের সঙ্গে যায়। আত্মার পরাজয় নাই। পরমাত্মার কৃপায় তাহার ভবিষ্যত উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। জীবনের এই আশার বাণী 'ডাকঘর' নাটকে কবি আমাদের কাছে সুন্দরভাবে ধরিয়া দেন।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মালব্যজী শেষ করিলে পর, গান্ধীজি আরম্ভ করিলেন, তিনি বলিলেন : 'মালব্যজী যাহা বলিলেন, তাহা সবই ঠিক। আমি তাঁহার ধন্যবাদজ্ঞাপন সমর্থন করি। কিন্তু আমার বুকে যে স্পন্দন ধ্বনি ও আশার কথা 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয় জাগাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা তো আমি গোপন রাখিতে পারিতেছি না। আমরা এ সময়ে কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে কলিকাতায় সমবেত হইয়াছি। কবি আমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে চান ভারতের ভবিষ্যতের আশার কথা। এই নাটকের অমল আর কেহ নহে — আমাদেরই ভারতবর্ষ। সে অসুস্থ এই দুর্নাম দিয়া তাহাকে দ্বাররুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, জগতের দরবার হইতে। আর একাজ করিয়াছে কাহারা? যাঁহারা বাড়ির ও সমাজের কর্তা এবং অভিভাবক। দেশের ভৃত্যতন্ত্রের প্রতিনিধি মোড়লমহাশয়ও তাঁহাদের সাথে সঙ্গত রক্ষা করিতেছেন। ওই যে দইওয়ালা 'দই চাই' বলিয়া পথ দিয়া যাইতেছে উহা হইল ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির প্রতীক; যাহারা কমনওয়েলথের স্বাধীন অংশীদার হইয়াছে। দইওয়ালা জানাইয়া যায় অমলকে (ভারতকে) যে, সে স্বাধীনতা পাইয়া সকল সৌভাগ্য ও আনন্দের অধিকারী হইয়াছে।

ফকির হইলেন ভারতের পূজারী ও কবি। দেশের প্রাণকে জাগাইয়া রাখিতে চান — যতক্ষণ না রাজার চিঠি আসিতেছে। গুরুদেব আশা দিয়াছেন — একদিন পার্লিয়ামেন্ট থেকে রাজার চিঠি আসিবে — ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে — তাহার রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক সকল বন্ধন কাটিয়া যাইবে ও সে মুক্ত হইবে। তখন সে হইবে সকল ভালবাসার পূর্ণ অধিকারী। ইহা তো মৃত্যু নয়, ইহা তো সত্যকার জীবন। — স্বাধীনতাই জীবন।' গান্ধীজি বলিতে লাগিলেন : 'কবি ফকিরের ভিতর দিয়া আমাদের আশীর্বাদ করিয়াছেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব — কি — আরো বেশি করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ চাহিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, ইত্যাদি।' এই সমস্ত কথা শুনিয়া আমি তো স্তম্ভিত। গুরুদেব কিন্তু নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন। আমার মনে হইতেছিল গুরুদেবের লেখা 'অন্যে কথা কবে, কবি রবে নিরুত্তর।'

একটি পুরাতন দিনের স্মৃতি আমার অন্তরে অক্ষয় হইয়া আছে। আমি স্মরণ করি ও আনন্দ পাই। যে পথে গুরুদেবের পদচিহ্ন রহিয়াছে সেইখানে মাথা রাখিয়া গুরুদেবের ছন্দে তাঁর কাছে শেষ কথা জানাইতে চাই :

'চির জনমের পরিচিত তুমি,
সবারে চিনালে তাই।'

ব্যক্তি-পরিচিতি

১. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭) : রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের কাজে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যুক্ত হন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সন্ধ্যা' দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সংগ্রাম ঘোষণা করেন।

২. রথীদাদা — রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১) : স্বভাবে লাজুক ও প্রচারবিমুখ, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বিবিধ কারুশিল্পে, চিত্রাঙ্কনে, উদ্যান-রচনায় ও উদ্ভিদের উৎকর্ষবিধানে বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে পল্লীর কৃষি ও শিল্পের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট ছিলেন। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার পিছনে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল অসামান্য। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতিলাভের পর রথীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য হন।

৩. রামানন্দবাবু — রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) : খ্যাতনামা সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ্। সাংবাদিক হিসাবে নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং দৃঢ়চেতা ছিলেন। সাংবাদিকতার এই গুণের জন্য সরকারের কাছে তাঁকে বহুবার জরিমানা দিতে হয়েছে। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা দুটি প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন।

৪. গুরুপত্নী — কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী (১৮৭৩-১৯০২) : শান্তিনিকেতন আশ্রমের উন্নতিসাধনে এই মহীয়সী মহিলার ভূমিকা অসামান্য। রথীন্দ্রনাথ 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : 'মা পেয়েছিলেন প্রচুর, বিবাহের যৌতুক ছাড়াও শাশুড়ির পুরানো আমলের ভারী গয়না ছিল অনেক। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের খরচ যোগাতে সব অন্তর্ধান হল'।

৫. গুরুদেব — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

৬. শ্রীমতী বেসান্ত — অ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩) : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। হোম-রুল আন্দোলনের সময় ইংরেজ সরকার তাঁকে নজরবন্দী করেন। জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে। থিয়োসফিস্ট।

৭. গান্ধীজি — মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি (১৮৬৯-১৯৪৮) : পরাধীন ভারতের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এই মহান নেতার আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে 'সত্যাগ্রহ' ও 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' সম্ভব হয়েছিল। তাঁর ছিল অসামান্য সাংগঠনিক ক্ষমতা। তিনবার ইংল্যান্ড গেছিলেন গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করতে। হরিজনদের উন্নতির চেষ্টা তাঁর কাছে সাধনার মতো ছিল।

৮. অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) : পেশায় আইনজ্ঞ ছিলেন কিন্তু বাঙালীদের কাছে তাঁর প্রধান পরিচয় সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরকার হিসাবে। তাঁর গানগুলি তিন ভাগে ভাগ করা যায়

— স্বদেশী সঙ্গীত, ভক্তিগীতি ও প্রেমের গান। রাজনীতিতে প্রথমে কংগ্রেসের মতাদর্শ গ্রহণ করেন ও পরে লিবারেলপন্থী হন।

৯. পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য (১৮৬১-১৯৪৬) : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন — সভাপতিত্ব করেন ১৯০৯ আর ১৯১৮ সালে। প্রথম গোল টেবিল বৈঠকেও গান্ধীজির সঙ্গে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়াও শিক্ষাবিদ হিসাবে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১০. লোকমান্য তিলক — বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০) : চরমপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন এবং ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কোনোভাবেই আপস করতে রাজি ছিলেন না। সরকারের বিরুদ্ধে হোম-রুল আন্দোলন শুরু করেন এবং সেটি প্রচারের জন্য ১৯১৭ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যান।

১১. বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) : স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। বিভিন্ন সময়ে ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করায় কারাবরণ করেন। বালগঙ্গাধর তিলক হোম রুল গঠন করলে তিনি তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি লালা লাজপৎ রায় ও লোকমান্য তিলকের অনুগামী এবং চরমপন্থী লাল-বাল-পাল-এর অন্যতম।

১২. জাস্টিস উড্রফ — স্যার জর্জ উড্রফ (১৮৬৫-১৯৩৬) : কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ভারতশিল্প তথা তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। কলকাতা-স্থিত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৩. ডঃ আরুন্ডেল (১৮৬৫-১৯৩৬) : অ্যানি বেসান্তের আহ্বানে তিনি ভারতবর্ষে আসেন ও তাঁকে হোম রুল আন্দোলনে সহায়তা করেন। পরিচিত হয়েছিলেন এ-দেশের মনীষী ও দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির (আডিয়ার) সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৬ সালে তাঁর স্ত্রী নৃত্যশিল্পী রুক্মিণীর সঙ্গে 'কলাক্ষেত্র' নামক নাচের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

১৪. শ্রীনিবাস শাস্ত্রী (১৮৬০-১৯৪৬) : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৫. সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) : ১৯১৫ খিস্টাব্দে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার পর উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল হন এবং আমৃত্যু ঐ পদে নিযুক্ত থাকেন। ইংরেজি কবিতা রচনার জন্য 'প্রাচ্যের নাইটিঙ্গেল' নামে পরিচিত ছিলেন।

১৬. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮) : চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথের শিল্পীজীবন নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কেটেছে। প্রথম জীবনে জাপানী শিল্পী ইওকোহামা টাইকানের প্রভাব পড়ে। চিত্রে কালিতুলির কাজে তিনি এদেশের পথিকৃৎ। ব্যঙ্গচিত্রী হিসাবেও সুনাম ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিকায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং স্যার আশুতোষকে নিয়ে তাঁর কার্টুনগুলি এখন ইতিহাসের উপাদান। 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর ওরিয়েন্টাল আর্ট' গঠন করেন এবং সম্পাদক হন। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গেও নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৭. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রথম ভারতীয় চিত্রশিল্পী। কলকাতার আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের উৎসাহে কিছুদিন কলেজের উপাধ্যক্ষ হন। ভারতীয় চিত্রাঙ্কন রীতি পুনরুদ্ধারের সাধনা করেন আজীবন। তাঁর দ্বিতীয় পরিচয় লেখক হিসাবে। ছোট ও বড়দের উপযোগী বহু সাহিত্যরচনা করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাগেশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতীর আচার্য পদ গ্রহণ করেন।

১৮. বালিকা : অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সুরূপা। সীতা দেবী 'পুণ্যস্মৃতি'তে ডাকঘর অভিনয়ের প্রসঙ্গে বালিকাটির উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন : 'মেয়েটিকে ভারি সুন্দর দেখাইয়াছিল। বাঁশির সুরের মতো মিষ্ট গলায় তাহার সেই আহা, ফুলের খবর তুমি নাকি আমার চেয়ে বেশি জান? এই কথাগুলির সুর এখনো কানে বাজিতেছে।'

১৯. আশামুকুল দাস : আশামুকুল শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র। আশামুকুলকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে আবিষ্কার করেন সেই তথ্যটি অসিতকুমার হালদারের লেখায় পাওয়া যায় : 'একদিন কোনো এক শুভ মুহূর্তে কবিকে বন্ধুবর ডক্টর প্রশান্ত মহলানবিশ এসে জানালেন যে আশামুকুল দাস নামে একটি ১০-১২ বৎসরের শিশু অমলের ভূমিকায় ব্রাহ্ম সমাজে ডাকঘর অভিনয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেচে।
. . . রবিদা ছেলেটিকে আনতে বলায় মহলানবীশ তাঁকে বিচিত্রায় আনলেন একদিন রবিদার নিকট।' পরবর্তী জীবনে আশামুকুল চিকিৎসক হন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

যে 'পুরাতন' দিনের স্মৃতিচারণ লেখক এখানে করেছেন সেই দিনটি তখনকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে-সময় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিভেদ স্পষ্ট আকার ধারণ করেছে। চরমপন্থী নেতারা কবিকে কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আয়োজিত ৩২তম কংগ্রেসের অধিবেশনে, অভ্যর্থনা সভার সভাপতিরূপে আর শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তকে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে মনোনীত করেন। ১৯১৭ সালের ২৬শে ডিসেম্বরে আয়োজিত এই সভায় রবীন্দ্রনাথ 'India's Prayer' নামক কবিতা পড়েন। এদিনের অধিবেশন শেষ হয় 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' গানটি দিয়ে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা তাঁকে কিছুতেই শুধু রাজনীতিতে আবদ্ধ থাকতে দেয় নি। কিছুদিন ধরেই তিনি 'ডাকঘর' অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বুধবার ১০ অক্টোবর বিচিত্রায় 'ডাকঘর'এর প্রথম অভিনয় হয় রবীন্দ্রনাথের নির্দেশনায়। এই অভিনয়ের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার শান্তিনিকেতন আশ্রমের জনৈক ছাত্র আশামুকুল দাস — যিনি 'অমলের' ভূমিকায় অভিনয় করেন। এছাড়া অভিনয় করেছিলেন — গগনেন্দ্রনাথ : মাধব দত্ত, অবনীন্দ্রনাথ : কবিরাজ ও মোড়ল, অসিতকুমার হালদার : দইওয়ালা, রথীন্দ্রনাথ : রাজকবিরাজ, রবীন্দ্রনাথ : ঠাকুরদা, প্রহরী ও বাউল আর অবনীন্দ্রনাথের কন্যা সুরূপা : সুধা। বাউল রবীন্দ্রনাথের চেলা হয়েছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ আর কবিরাজের চেলা দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। ১০ অক্টোবর ১৯১৭ থেকে জানুয়ারি ১৯১৮ পর্যন্ত দীর্ঘ তিন মাস ধরে বিভিন্ন সময়ে বিচিত্রায় 'ডাকঘর' অভিনীত হয়েছে এবং মাঝে মধ্যে অভিনেতা বদলও হয়েছে।

কংগ্রেসের অধিবেশনের পর বিশিষ্ট সদস্যরা 'ডাকঘর' অভিনয় দেখতে আগ্রহী হলেন। এর উল্লেখ অমল হোমকে লেখা কবির একটি চিঠি থেকে পাওয়া যায় — 'কংগ্রেসের রথীদের ডাকঘর দেখাবার খুব ইচ্ছা গগন অবনদের। অনেককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।' এই অভিনয়ের সঠিক তারিখ কালিদাস নাগের ডায়েরিতে আছে। ১৯১৭ সালে ৩১শে ডিসেম্বর তিনি লিখছেন : 'সন্ধ্যা ছটায় meeting শেষ করে 'ডাকঘর' দেখতে এলুম। Besant, Gandhi, Malaviya প্রমুখ অনেকে ছিলেন, চমৎকার অভিনয় হল।' রবীন্দ্রনাথ অমল হোমকে দায়িত্ব দেন টিলক ও মদনমোহন মালব্যর মাঝখানে বসে অভিনয়-বিষয়ে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার এবং ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে একই ভার দেন গান্ধীজি ও বেসান্তের মাঝখানে বসিয়ে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর নন্দলাল বসু তাঁদের অসামান্য শিল্পচেতনার দ্বারা মঞ্চ প্রস্তুত করেন। গ্রামবাংলার একটি কুটিরের আদলে মঞ্চ সজ্জিত হয়। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থটিতে এর একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দিনের অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে লিখছেন : 'রচয়িতা, প্রযোজক, অভিনেতা, দর্শক — সকলেই এই অভিনয়ে সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেছিলেন, অন্য কোনো নাটক সম্বন্ধে সেরকম বলা যায় না। অভিনয়ের সঙ্গে মঞ্চসজ্জার এমন দুর্লভ মিলন কদাচিৎ ঘটে।' গান্ধীজি তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন সুশীলকুমার রুদ্রকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে : 'I had a nice time of it in Calcutta, but not in the Congress Pandal. It was all outside the pandal. I was enraptured to witness the "Post Office" performed by the Poet and his company. I seem to hear the exquisitely sweet voice of the Poet and the equally exquisite acting on the part of the sick boy.'

এইরকম আরও বহু বিশিষ্ট মানুষের স্মৃতিচারণায় ও লেখায় এই দিনের ডাকঘর অভিনয়ের বর্ণনা রয়েছে। শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই লেখাটি তেমনই আর একটি বিবৃতি। লেখকের বিস্তৃত পরিচয় জানা সম্ভব হয় নি। তাঁর রচিত শান্তিনিকেতনের স্মৃতি-তে (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৭) তাঁর স্বল্পকালীন আশ্রম-জীবনের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসাও লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন সংগ্রহ থেকে এই লেখাটি অন্যান্য আরও স্মৃতিচারণমূলক লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রভবনে উপহার দেওয়া হয়।

(ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন-সংগ্রহ : পরিগ্রহণ সংখ্যা : ১৯২, তারিখ : ১৭.০৭.১৯৯৭)

'পূরবী'র একটি কবিতার পাঠান্তর-পরিচয়

'যাত্রী'র একটি পাণ্ডুলিপিতে [109(i)] ডায়ারির মাঝে মাঝে কবিতা গেঁথে দেওয়া আছে। এরমধ্যে 'পূরবী'র তিনটি কবিতা আছে। এমন নয় যে ডায়ারি লিখতে লিখতে কবিতাগুলি আপনি চলে এসেছে। অন্য একটি পাণ্ডুলিপিতে (464) প্রথম পাঠ রচিত হয়েছে। তারপর 'যাত্রী'র পাণ্ডুলিপিতে তুলছেন কবি, তার উপর কিছু কিছু পরিবর্তনও করছেন। 'না-পাওয়া' সেই তিনটি কবিতার একটি। 'যাত্রী'র ডায়ারি রচনার সময় না-পাওয়ার ভাবনা কবির মনকে অনেকটাই অধিকার করেছিল সম্ভবত। 'যাত্রী'র এই পাণ্ডুলিপিটিতে দেখছি, এই ভাবনা থেকে উৎসারিত অনেক কথাই তিনি পরে বর্জন করেছেন। একটি মাত্র বাঁকা রেখা টেনে বাতিল করে-দেওয়া সেরকম কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করি :

'যাকে আমরা ভালোবাসি তারই মধ্যে সত্যকে আমরা নিবিড় করে উপলব্ধি করি। কিন্তু সেই সত্য উপলব্ধির লক্ষণ হচ্ছে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়াকে অনুভব করা। সত্যের মধ্যে এই একান্ত বিরুদ্ধতার সমন্বয় আছে বলেই সত্য উপলব্ধির জবানবন্দী এমন হয় যে আদালতে তা গ্রাহ্য হতে পারে না। সুন্দরকে দেখে আমাদের ভাষায় যখন বলি 'আমারি', তখন বাহিরের দাঁড়িপাল্লার ওজনে তাকে অত্যুক্তি বলা চলে, কিন্তু অন্তর্যামী তাকে বিশ্বাস করেন। সুন্দরের মধ্যে অনন্তের স্পর্শ যখন পাই তখন আমার মধ্যে যে অন্ধ আছে সে বলে "আমি নেই কেবল ওই আছে।" অর্থাৎ যাকে আমি অত্যন্ত পেয়েছি সে নেই আর যাকে আমি পেয়েও পাইনে সেই অত্যন্ত আছে।'এই অংশটি অবশ্য 'যাত্রী'তে সংযোজিত হয়েছে।

'না-পাওয়া' কবিতাটি উদ্ধৃত হয়েছে 'যাত্রী'র ঐ পাণ্ডুলিপিটির 42-43 পৃষ্ঠায় আর 48 পৃষ্ঠায় আছে এই বর্জিত অংশ। যেন-বা 'না-পাওয়া' কবিতাটির ভাববস্তুকেই গদ্যে বিস্তার দিচ্ছেন কবি। পরের আরেকটি বর্জিত অংশে সে ভাববস্তু আরো স্পষ্ট :

'অসীম সত্যের মধ্যে পাওয়া না-পাওয়া দুই বিরুদ্ধ মিলে আছে, তার পাশে অতিনির্দিষ্ট প্রাণীকে যখন দেখি, তখন সেই অত্যন্ত পাওয়াকেই মায়া বলে মনে হয়। পাওয়াতে যখন থলি বোঝাই করি তখন সেটা ভার হয়, না-পাওয়াকে যখন বুকে তুলে নিই, তখনই বলি "মরি মরি"। এই কথাটাই আমাদের সকল গভীর ভালোবাসার মধ্যে ধ্বনিত হয়. . .।'

'যাত্রী'র এই অংশগুলির পটভূমিতেই 'না-পাওয়া' কবিতাটির পাঠগুলি উপস্থাপিত করতে চাই। যদিও পাণ্ডুলিপিতে ক্রমটি আছে বিপরীতভাবে। 'যাত্রী'র সেই 109(i) সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে আছে কবিতাটির দ্বিতীয় পাঠ। প্রথম পাঠটি পাওয়া যাবে 464 সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে। 109(i) সংখ্যক 'যাত্রী'র পাণ্ডুলিপিতে সেই পাঠটির হুবহু অনুলিপি করে তার উপর সংশোধন করেছেন কবি। আমরা এখানে সেই দ্বিতীয় পাঠটিই প্রথমে উদ্ধৃত করে প্রথম পাঠের পরিবর্তনগুলি উল্লেখ করব। 'যাত্রী'র ৩০ সেপ্টেম্বরের [1924] অসমাপ্ত ডায়ারির পরেই আছে শিরোনামহীন কবিতাটি :

ওগো আমার না-পাওয়া গো, অরুণ আভা তুমি
আঁধার তীরে স্বপনকে মোর কখন যে যাও চুমি।
পাওয়া আমার নীড়ের পাখি
আধেক ঘুমে ওঠে ডাকি
তোমার ছোঁয়ায় বুঝি।
লক্ষ্যহারা ডানা মেলে
যায় সে উড়ে কুলায় ফেলে;
অকারণে ফেরে আকাশ খুঁজি॥

ওগো আমার না-পাওয়া গো, সন্ধ্যামেঘের ফাঁকে
পাওয়ারে মোর ডাকো তুমি করুণ আলোর ডাকে।
তাই সে হঠাৎ ওঠে কেঁদে
পারি নে তায় রাখতে বেঁধে,
দূরপানে রয় চেয়ে।
শুনে বুঝি আকাশ তলে
পারের খেয়া ভেসে চলে,
সারিগানের ধুয়ো কে যায় গেয়ে॥

ওগো আমার না-পাওয়া গো, কখন অন্ধকারে
লুকিয়ে এসে আঘাত কর পাওয়ার বীণার তারে।
কাহার সুরে কাহার গানে
যায় মিশে যে তালে তালে
ভাগ করা নয় সোজা।
সবাই যখন অর্থ খোঁজে
বলে, "বোঝাও কি হল যে,"
আমি বলি কিছু না যায় বোঝা॥

ওগো আমার না-পাওয়া গো, সজল সমীরণে
কদম রেণুর গন্ধে মেশা বাদল বরিষণে
আমার পাওয়ার কানে কানে
মনের কথা বলি গানে,
সে শুনে কয়, "এ কি!"

কি জানি গো কিসের ঘোরে
তারে শোনাই কিংবা তোরে
বুঝতে নারি যখন ভেবে দেখি॥

২৪ ডিসেম্বর বুয়েনোস এয়ারিস।

464 সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় পংক্তিটি ছিল : 'তাই সহসা ওঠে কেঁদে' এবং ষষ্ঠ পংক্তিটি ছিল 'বুঝি ম্লান আকাশ তলে'। এই পংক্তিগুলি লিখে তারপর কেটে পরিবর্তন করেছেন :

তাই সহসা ওঠে কেঁদে > তাই সে হঠাৎ ওঠে কেঁদে
বুঝি ম্লান আকাশ তলে > শুনে বুঝি আকাশ তলে।

তৃতীয় স্তবকের একটি পংক্তিতে 464 সংখ্যক পাণ্ডুলিপির পাঠ 109 (i) সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে সংশোধিত হয়েছে। সেটি ষষ্ঠ পংক্তি :

ওরা যখন অর্থ খোঁজে > সবাই যখন অর্থ খোঁজে।

কিন্তু 102 সংখ্যক পাণ্ডুলিপির শুরুতেই এ কবিতার সম্পূর্ণ রূপান্তরিত একটি পাঠ পাই। সেই পাঠটির সঙ্গে প্রকাশিত পাঠের প্রায় কোনো ভিন্নতা নেই, কেবল চূড়ান্ত পাঠের প্রতি স্তবকের 3-5 পংক্তি আর 6-8 পংক্তি 102 সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে একটি করে টানা পংক্তিতে লেখা আছে। এই পাঠে পুরো একটি নতুন স্তবক সংযোজিত হয়েছে, প্রকাশিত পাঠের সেটি তৃতীয় স্তবক। মূল পরিবর্তন ছন্দের। প্রথম দুটি পাণ্ডুলিপির দলবৃত্তের হালকা চালকে কবি মিশ্রবৃত্তের গাম্ভীর্যে আনতে চেয়েছেন। স্পন্দবদলের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও বদলেছে অনেকটা। পরিবর্তিত ভাষাটাই কি শ্রেয়তর? এ নিয়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে। তুলনার জন্য আমরা 102 সংখ্যক পাণ্ডুলিপির পাঠটি না দিয়ে প্রকাশিত পাঠটিই রাখছি, 102-এর পাঠের সঙ্গে তার পার্থক্য প্রায় নেই বলে :

না-পাওয়া

ওগো মোর না-পাওয়া গো, ভোরের অরুণ-আভাসনে
ঘুমে ছুঁয়ে যাও মোর পাওয়ার পাখিরে ক্ষণে ক্ষণে।
সহসা স্বপন টুটে
তাই সে যে গেয়ে উঠে
কিছু তার বুঝি নাহি বুঝি।

তাই সে যে পাখা মেলে
উড়ে যায় ঘর ফেলে,
ফিরে আসে কারে খুঁজি খুঁজি।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, সায়াহ্নের করুণ কিরণে
পূরবীতে ডাক দাও আমার পাওয়ারে ক্ষণে ক্ষণে।
হিয়া তাই ওঠে কেঁদে,
রাখিতে পারি না বেঁধে,
অকারণে দূরে থাকে চেয়ে—
মলিন আকাশতলে
যেন কোন্ খেয়া চলে,
কে যে যায় সারিগান গেয়ে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, বসন্তনিশীথ সমীরণে
অভিসারে আসিতেছ আমার পাওয়ার কুঞ্জবনে।
কে জানালো সে কথা যে
গোপন হৃদয়মাঝে
আজো তাহা বুঝিতে পারি নি।
মনে হয় পলে পলে
দূর পথে বেজে চলে
ঝিল্লিরবে তাহার কিঙ্কিণী।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, কখন আসিয়া সংগোপনে
আমার পাওয়ার বীণা কাঁপাও অঙ্গুলিপরশনে।
কার গানে কার সুর
মিলে গেছে সুমধুর
ভাগ করে কে লইবে চিনে।
ওরা এসে বলে, 'এ কী,
বুঝাইয়া বলো দেখি।'
আমি বলি বুঝাতে পারিনে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, শ্রাবণের অশান্ত পবনে
কদম্ববনের গন্ধে জড়িত বৃষ্টির বরিষণে
আমার পাওয়ার কানে
জানি নে তো মোর গানে
কার কথা বলি আমি কারে।
'কী কহ', সে যবে পুছে
তখন সন্দেহ ঘুচে—
আমার বন্দনা না-পাওয়ারে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৪ ডিসেম্বর ১৯২৪

সুতপা ভট্টাচার্য

ঘটনাপ্রবাহ

রবীন্দ্রভবন-আয়োজিত প্রদর্শনী

প্রদর্শনীর বিষয়	প্রদর্শনকাল
রবীন্দ্রনাথ ও রামকিঙ্কর	২৩.০৬.০৬ - ২৯.০৬.০৬
২৫ জুলাই, ১৯৪১	২৫.০৭.০৬ - ৩১.০৭.০৬
রবীন্দ্রভাবনায় নৃত্য ও নৃত্যনাট্য	০৮.০৮.০৬. - ২২.০৮.০৬
বন্দেমাতরম্	০৭.০৯.০৬ - ১৪.০৯.০৬

রবীন্দ্রভবন-আয়োজিত আলোচনা প্রবাহ

বিষয় ও বক্তা	তারিখ ও স্থান
Artist of the Soil : A Documentary Film Director : Sri Nitish Mukhopadhyay	৩০ জুলাই ২০০৬ 'বিচিত্রা', রবীন্দ্রভবন
বাংলা গান : ফিরে দেখা (২য় পর্ব) অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী	২৪ অগস্ট ২০০৬ 'উদয়ন', রবীন্দ্রভবন
একটি সারস পাখি — উস্তাদ মনশুর ও অবনীন্দ্রনাথ অধ্যাপক অশোককুমার দাস	১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬ 'বিচিত্রা', রবীন্দ্রভবন
গীতবিতান আর্কাইভ ডা. পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার	১৮ নভেম্বর ২০০৬ 'বিচিত্রা', রবীন্দ্রভবন

রবীন্দ্রভবনে উপহৃত সামগ্রী

অভিলেখ সামগ্রী

শান্তিদেব ঘোষ-সংগ্রহ

শ্রীমতী ইলা ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত

পরিগ্রহণ সংখ্যা : ২৫৭ তারিখ : ১৮.১১.২০০৬

ফাইল-১

1. A printed program (In Eng.) of 'Shap-Mochan (Redemption)' staged by Santiniketan Students. Includes in the front side an original sketch — signed and dated 30th May 1934 by Rabindranath and in the back side includes the program in Bengali by the poet / 11 pages / Found in the back side of the sketch in Santidev's handwriting : 'পানাদুবাতে Program ঠিক করতে করতে আঁকেন এবং সেই সময়ই আমাকে নিজে হাতে লিখে দেন।'
2. 'শাপমোচন' নাটকের স্টেজকপি (রবীন্দ্রনাথের সংশোধন সম্বলিত মুদ্রিত গ্রন্থ) অভিনয় রজনী ১৫ই ও ১৬ই চৈত্র ১৩৩৯ / ২২ পৃষ্ঠা / অত্যন্ত জীর্ণ। সেলাই খুলে যাওয়ায় পাতাগুলি আলগা হয়ে পড়েছে। প্রচ্ছদ ও তার পরের ২টি পাতার কতকাংশ নেই / আখ্যাপত্রের উপরের দিকে 'বম্বে ও সিংহল' এবং পিছনের দিকে 'Ceylone' শব্দগুলি [সম্ভবত শান্তিদেবের হাতের লেখায়] দেখা যায়।
3. 'শাপমোচন' নাটকের স্টেজকপি (রবীন্দ্রনাথের সংশোধন সম্বলিত মুদ্রিত গ্রন্থ) অভিনয় রজনী ১৫ই ও ১৬ই চৈত্র ১৩৩৯ / ২২ পৃষ্ঠা / অত্যন্ত জীর্ণ। সেলাই খুলে যাওয়ায় পাতাগুলি আলগা হয়ে পড়েছে।

ফাইল-২

1. নিবন্ধ : পল্লীসংস্কার ও জনসেবা / ...সভা আমার মত... / কালীমোহন ঘোষ / ১৯১৪ / ৪৭ / মূল / জীর্ণ
2. নিবন্ধ / – / faculties interaction / কালীমোহন ঘোষ / – / ৮ / মূল / প্রথমাংশ নেই
3. নিবন্ধ : বিশ্বভারতীর আদর্শ / বিশ্বভারতীর শিক্ষা বিভাগ... / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / পোরবন্দর, ১৯২৩ নভেম্বর / ৮ / প্রতিলিপি / বিশ্বভারতী নিউজ মে-জুন ১৯৮৬-তে প্রকাশিত
4. পুস্তিকা : সাঁওতাল কেন্দ্রে পল্লীসংগঠন / একদিকে শান্তিনিকেতন আশ্রম... / পল্লীসেবা বিভাগ শ্রীনিকেতন-প্রকাশিত, ১লা বৈশাখ ১৩৪৪ / ১১ / মুদ্রিত।
5. Rural Survey : Ballabhpur / Ballabhpur is a village / Edited by Kalimohan Ghosh, Village Welfare Dept. Sriniketan / 1926 / 42 / Printed / Torn
6. Rural Survey : Raipur / The Village Raipur... / Kalimohan ghosh / Nov. 1933 / 52 / Printed / Torn
7. অভিভাষণ : সভাপতির অভিভাষণ / এই জাতির নব / কালীমোহন ঘোষ / ১৩৩৫ / ৮ / মুদ্রিত / ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভায় পঠিত
8. The Co-operative Health Societies under the Visva-Bharati / Among the Problems / Rai Bahadur Sukumar Chatterjee / 1940 / 10 / Printed / Reprinted from the Modern Review May 1940
9. The Co-operative Health Societies under the Visva-Bharati / Among the Problems / Rai Bahadur Sukumar Chatterjee / – / 27 / Printed /

ফাইল-৩

Letters to Kalimohan Ghosh from the following persons :

1. [...মামা] / I am just / Calcutta, 4th May 1913 / 4 / Torn and porous.
2. [ERB] / Your affectionate letter / May 29, 1914 / 2/ Torn and porous.
3. [ERB] / Babu Kalimohan Ghosh / 26.9.16 / 1 / Old and porous.
4. G. S. Dutt, District Magistrate, Birbhum / The bearer of / 26.9.16
5. চারু বন্দ্যোপাধ্যায় / প্রণামপূর্বক নিবেদন / ঢাকা, ৩০ বৈশাখ ১৩৩২ / 1
6. প্রফুল্লচন্দ্র রায় / তোমার ৪ঠা তারিখের / Calcutta, 8. 6. 25 / 2/ Postcard
7. [illegible] / It is nearly / Montreux-Territet, 06.12.26 / 3 / Bruttle and Porous
8. Badrual Haque / We were very / Hyderabad, 15th February / 1927 / 1 / Brittle, Torn and Porous
9. এ. সি. ব্যানার্জী / তোমার পত্র পাইলাম / Calcutta 13.01.1930 / 1
10. G. F. Warren / I want to / Ithaca, New York, April 12, 1930 / 1
11. G. H. Gater / With reference to / London, 1st December 1930 / 1
12. K. Walter / The question of / London, July 17, 1931 / 1 / Torn
13. Lila Roy / We were 80 / Bankura, 02.5.31 / 2 / Torn
14. Lila Roy / It gives me / Bankura 21.5.31 / 4 / Brittle
15. Lila Roy / We Wish to / Naogaon, Rajshahi / 3/ Torn
16. Lila Roy / We are both / Chittagong, 09.05.38 / 1 / Torn, porous
17. জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত / বর্দ্ধমান বিভাগে থাকিবার / 28.8.31 / 2 / Torn
18. হিরণ / আপনাদের জন্য যে / Calcutta, ৫ ডিসেম্বর ১৯৩১ / 1 Brittle and Torn.

18A. ইন্দুভূষণ সেন / আপনার প্রেরিত পরিচয় / — / 3 / Torn

19. Leonard Elmhirst / I think the long / May 5th / 1 / – 1932.
20. M. Sherlok (The jewish Agency for Palestine / It was good / Jerusalem 24th May 1932 / 2
21. নিবারণ শর্ম্মা / আপনার চিঠিখানা / চাঁদপুর, ১৬/৭/৩২ / 2 / Postcard.
22. Kripa Sankar Banerjee / I beg to remind / Nanoor, 07.12.32 / Brittle and Porous.
23. Syama Chand / I was looking / Calcutta 04.02.33 / 2 / Brittle and Porous.
24. Roberto Mamelly / I wonder whether / London 14th December 1933 / 1
25. H Sarkar (The new Asiatic Insurance Co. Ltd.) / I hope you / Calcutta Aug. 30, 1934 / 1
26. Nalini Ranjan Sarkar / I am in / Calcutta, Janaury 22, 1934 / 1
27. Nalini Ranjan Sarkar / আপনার ৫ই এপ্রিল / Calcutta, ১২.৪.৩৫ / 1
28. Nalini Ranjan Sarkar / আপনার শুভেচ্ছার / Calcutta, 31.3.37 / 1
29. Nalini Ranjan Sarkar / আপনার ২৭-৮-৩৭ তারিখের / Calcutta, 31.8.37 / 1
30. Nalini Ranjan Sarkar / আপনার পত্র পাইয়া / Calcutta 16.01.40 / 1 / Brittle and Torn.
31. Jitendralal Banerjee / I understand that / Calcutta, 15.1.36 / 1 / Torn in uper left portion.
32. Sukumar Chatterjee / Your... / Suri, 11.6.36 / 1 / Postcard
33. B. K. Guha / I have not / Suri, 3.8.36 / 3
34. B. K. Guha / Many thanks for / Suri 11.8.36 / 2
35. B. K. Guha / Sometime back / Suri, 16.12.36 / 2
36. B. K. Guha / I was glad / Suri, 21.4.38 / 3
37. B. K. Guha / Thanks for your / Suri, 20.6.38 / 2

38. B. K. Guha / Thanks for your / Suri, 7.7.38 / 2
39. Clarence. E. Pickett / The following cable / Philadelphia, May 14, 1937 / 1 / Postcard
40. B. B. Sarkar / I am very / Suri, 2.8.37 / 2
41. B. B. Sarkar / I am very / Calcutta, 13.2.38
42. B. B. Sarkar / Your kind letter / Suri, 16.1.1939
43. Sukumar Chatterjee / I have lost / Calcutta, 22.10.1937 / 1
44. Sukumar Chatterjee / Rai Bahadur / Calcutta, 29th December 1937 / 1
45. Sukumar Chatterjee / Mr. B. K. Guha / 9th Feb. 1938 / 1
46. Sukumar Chatterjee / Pl. Let me / 27.02.38 / 1
46A. Sukumar Chatterjee / Your note to / April 1940 / 2 / with an annexe
47. রোহিণীকুমার রায় / আপনার সঙ্গে অনেকদিন / 08.02.37 / 2
48. Amod Behari Sarkar / Your kind letter / 12.12.37 / 3
49. J. W. Petavel / It is about / Hyderabad, May 13 1938 / 1
50. Illegible / You may have / Calcutta 2nd July 1938 / 1
51. Akil Chandra Datta / I have received / Calcutta 29th Sept. 1938 / 1
52. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দত্ত / আপনাকে ইতিপূর্বে / ২১.১১.৩৮ / 1.
53. John. A. Kingsbury / Sometimes ago you / Philadelphia Dec. 21. 1938 / 1
54. Illegible / It so strange / Hyderabad, 25th Dec. 1938 / 1
55. Illegible / This will introduce / 5.3.39 / 1
56. Illegible / With reference to / 11th March 1939 / 1
57. Maharaja Manikya of Tripura / Srijut Kalimohan Ghose / New Delhi, 16th March 1939 / 1
58. Illegible / I understand from / Chittagong 15th Aug 1939 / 1
59. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর / শান্তির অসুখের খবর / মংপু, 21.10.39 / 1
60. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর / আপনার চিঠি পেলুম / খড়দা / 1
60. বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় / আপনার অনুগ্রহ পত্র / Calcutta, 24.11.39 / 2
62. বিমলাংশু প্রকাশ রায় / আপনি গিয়ে অবধি / Calcutta, 5.3.1940 / 1
63. পরেশনাথ বসু / বেতনের Cheque কাটা / 10.5.40 / 1
64. Madhusudan Rao / Let me remind / 15.11.46 / 3
65. [M. Waldysan] / I enclose a card / Hampstead N. W. / 4 / Torn and brittle
66. Earnest Rhys / The enclosed explains / Hampstead N. W. / 1 / Worm Eaten
67. সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ / আপনার চিঠিতে খবর / 30th Dec. / 8
68. C. F. Andrews / Gurudev says / – / 2 / With an annexe
69. C. F. Andrews / By kind permission / – / 1
70. From M. Daniel / To. Earnest Rhys / I will endeavour / – / Worm eaten / 1
71. From C. F. Andrews & W. W. Pearson / to Hemlata Devi / We are just / [Sept. 1915] / 1 / Picture Postcard.
72. From W. W. Pearson / To Dwipendranath Tagore / I am staying / Oct. 28, 1915 / 1
73. From C. F. Andrews / To Dwipendranath Tagore / We are just / [4 Dec. 1915] / 1
74. From W. W. Pearson / To Sagar Ghosh / I was very / [June 13, 1923] / 1
75. [From প্রসন্নকুমার ভৌমিক] / To Mother of Kalimohan Ghosh / ক্রমান্বয়ে আপনার খানা / [9 Nov. 1924] / 2 / Postcard.
76. I offer my grateful / [Kalimohan Ghosh] [June 1937] / 4 / Typed Copy

77. While engaged in / [Kalimohan Ghosh] / 5 / Typed Copy
78. Sanjha - Nayaka and / Scheme and Programme of the Brati Balaka Activity - Sriniketan / [Kalimohan Ghosh] / 4 / Typed Report

To be continued.

গ্রন্থাগার সামগ্রী

ক্রমিক সংখ্যা	উপহারদাতা দাত্রীর নাম	গ্রন্থের নাম	লেখক সম্পাদক	প্রকাশক	পরিগ্রহণ সংখ্যা, তারিখ
01.	সুশীলকুমার মণ্ডল	রাঢ়বঙ্গের শব্দ বৈশিষ্ট্যের সাংস্কৃতিক পটভূমি	সুশীলকুমার মণ্ডল	—	44701, 08.07.06
02.	ঐ	বিশ্বভারতীর উৎসব	ঐ	—	44702, 08.07.06
03.	Shailesh Parekh	R. N. Tagore : Sesh Lekha; The Last Poems	Shailesh Parekh	A writers workshop	44706, 08.07.06
04.	-do-	R. N. Tagore : Prantik	-do-	-do-	44708, 08.07.06
05.	-do-	Exploring Tagore	-do-	-do-	44709, 08.07.06
06.	Niranjan Bhagat	Tagore in Ahmedabad	Niranjan Bhagat	Image Publication	447010, 08.07.06
07.	Nisapati Pal	Story-Based Poems of Rabindranath Tagore	Nisapati Pal	—	44711, 24.08.06
08.	শুভ্রা শীল	উজ্জ্বল উপস্থিতি	শুভ্রা শীল	শুভম প্রকাশনী	44733, 26.08.06
09.	অধ্যক্ষা, রবীন্দ্রভবন	ভারতবর্ষ, তোমায় খুঁজছে	দেবী রায়	অমৃতলোক সাহিত্যপরিষদ	44781, 07.09.06
10.	ঐ	পণ্ডিত নই, প্রেমিক মাত্র	ঐ	বিশ্বজ্ঞান	44782, 07.09.06
11.	বিজলি সরকার	বঙ্গদর্শন পরম্পরা	ভবতোষ দত্ত	বঙ্কিমভবন গবেষণাকেন্দ্র	44783, 07.09.06
12.	Shailesh Parekh	Who is Rabindranath Tagore?	Sailesh Parekh	A Writers Workshop	44808, 15.10.06
13.	স্বপন মজুমদার	বন্দেমাতরম্	জগদীশ ভট্টাচার্য	দে'জ পাবলিশিং	44809, 23.10.06
14.	স্বপনকুমার ঘোষ	মিলেমিশে শারদসংখ্যা ১৪১৩	সমীরকুমার গুপ্ত	সমীরকুমার গুপ্ত	44810, 23.10.06
15.	ঐ	রবীন্দ্রসংগীতচর্চা : এক শতকের ইতিহাস	মৌসুমী পাল	লিটল্ ম্যাগাজিন লাইব্রেরী	44811, 23.10.06
16.	বসুমিত্র মজুমদার	রবীন্দ্রনাথ-পারুলদেবী পত্র ও পত্রপ্রসঙ্গ	বসুমিত্র মজুমদার	জয়দুর্গা লাইব্রেরী	44812, 11.11.06
17.	ঐ	রবীন্দ্র অনুধ্যান	ঐ	বকুম প্রকাশনী	44813, 11.11.06
18.	ঐ	সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কবি নজরুল	ঐ	এক বিংশ	44814, 11.11.06

- DASSNAGAR PRECISION ENGG. (P) LTD, KASHIPUR, DASSNAGAR, HOWRAH - 711105-এর পক্ষ থেকে সংস্থার DIRECTOR শ্রীশ্যামলকুমার সরকার রবীন্দ্র-স্মৃতিবিজরিত 'উদয়ন' গৃহের দরজা জানালায় প্রতিস্থাপনের জন্য প্রথমাবস্থায় লাগানো বিশেষ ধরনের TOWER BOLT-এর অনুরূপ ১৫টি TOWER BOLT নির্মাণ করে উপহার দিয়েছেন। প্রাপ্তির তারিখ : ১৮.১১.২০০৬

- ডা. পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার তাঁর 'গীতবিতান আর্কাইভ' তথ্যভিত্তিক সংগীতসমৃদ্ধ সফ্‌ট্‌ওয়্যার নামের একটি DVD ROM উপহার দিয়েছেন। প্রাপ্তির তারিখ : ১৮.১১.২০০৬

রবীন্দ্রবীক্ষা
সংকলন ১-৪৪ : সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী

সংকলন

১. "শিল্পী" কবিতার পাঠ-বিবর্তন, ঠাকুরবাড়ির 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'।

২. 'অরূপরতনে'র সম্পূর্ণ রূপান্তর ও প্রেসকপির সংরক্ষিত অংশ— আনুপূর্বিক মুদ্রিত।

৩. শিশুদের অভিনয়োপযোগী ইংরেজিতে রচিত নাটিকা *King and Rebel* ও তৎসম্পর্কিত তথ্য। 'পুনশ্চ'-ধৃত "বালক" কবিতার গদ্যে রচিত প্রথম 'খসড়া'। 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ'; রাজা-অরূপরতনের গানের তালিকা।

৪. 'বলাকা'য় ছন্দোবিবর্তন, 'তাসের দেশ' পাণ্ডুলিপির বহিরঙ্গ বিবরণ। বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, ইত্যাদি।

৫. 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নাট্যরূপ। নাট্যরূপ প্রসঙ্গ ও পাণ্ডুলিপি-বিবরণ।

৬. রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত উপন্যাস : 'ললাটের লিখন'। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি কোষ' : পাণ্ডুলিপি-ধৃত রবীন্দ্র-রচনার শিরোনাম, প্রথম ছত্র প্রভৃতির বর্ণানুক্রমিক অখণ্ড সূচি।

৭. রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা : বাংলা কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

৮. রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা "পলায়নী"র প্রাথমিক খসড়া। দর্শনমূলক প্রবন্ধ "ব্যক্তিস্বরূপ ও বিশুদ্ধসত্তা"। 'মালতীপুঁথি পর্যালোচনা'। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

৯. রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা "দুর্বল"। 'মুকুট' নাটকের অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ *The Crown*। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র। অপ্রকাশিত রবীন্দ্র-চিত্রলিপি। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

১০. রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা। অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের আটখানি চিঠি। কবীরের দোঁহার ইংরেজি রূপান্তর। দুটি চিত্রলিপি। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

১১. রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার প্রাথমিক খসড়া। অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র। পদাবলী, বাউল ও প্রাচীন হিন্দি গানের ইংরেজি রূপান্তর। দুটি চিত্রলিপি। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

১২. অক্ষয়কুমার মিত্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের বারোখানি চিঠি এবং রবীন্দ্রনাথকে লেখা অক্ষয়কুমারের একখানি চিঠি। 'সুন্দর' : নাট্যগীতি। *Sohrab and Rustum* : Prose-rendering & Exercise : Rabindranath। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

১৩. 'জীবনস্মৃতি' প্রথম পাণ্ডুলিপি : রচনা প্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ও পাণ্ডুলিপিচিত্রসহ।

১৪. রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি থেকে ৮২টি টুকরো কবিতার সংকলন। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পনেরোখানি এবং অতুলপ্রসাদ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের তিনখানি চিঠি। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

১৫. সরলা রায়কে (মিসেস পি. কে. রায়) লিখিত রবীন্দ্রনাথের সাতখানি চিঠি। 'গার্হস্থ্য নাট্য সমিতি' খসড়া। 'সংস্কৃত প্রবেশ' : সংস্কৃত পাঠ্য রচনাদর্শের খসড়া। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

১৬. রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত 'রক্তকরবী' নাটকের প্রথম খসড়া। পরবর্তী পাঠপরিবর্তনসহ বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনা, পাঠ-পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জী সংকলন।

১৭. অরুণচন্দ্র সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র। রবীন্দ্রগ্রন্থে-ধৃত বাংলা কবিতার ইংরেজি রূপান্তর। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

১৮. আশালতা দেবী, অমিতা সেন (খুকু) এবং প্রফুল্ল মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র। রবীন্দ্রনাথকে লেখা আশালতা দেবী ও অমিতা সেনের চিঠি। Rabindranath Tagore : Short [Autograph] Poems। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

১৯. রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত 'রক্তকরবী' নাটকের দ্বিতীয় খসড়া ও এই নাটকের দশটি খসড়ার পৌর্বাপর্যের উল্লেখসহ রচনাপ্রসঙ্গ।

২০. আশুতোষ চৌধুরীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত আশুতোষ চৌধুরীর পত্রাবলী। "সাহিত্যতত্ত্ব" : প্রাথমিক খসড়া। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'। রবীন্দ্ররচনা সূচী : পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠানুক্রমিক।

২১. অভয়কুমার সরকার, বাংলা সরকারের সচিব এবং সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র। 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের প্রাথমিক খসড়া। রবীন্দ্রগ্রন্থে-ধৃত বাংলা কবিতার ইংরেজি রূপান্তর। রবীন্দ্ররচনা-সূচী : পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠানুক্রমিক। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

২২. রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'রক্তকরবী' নাটকের তৃতীয় খসড়া।

২৩. শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ (মূল বাংলা ও ইংরেজি রূপান্তর)। রবীন্দ্ররচনা-সূচী : পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠানুক্রমিক।

২৪. 'রাজা' নাটকের ইংরেজি রূপান্তর : *The King of the Dark Chamber*। রবীন্দ্ররচনা-সূচী : পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠানুক্রমিক।

২৫. 'রাজা ও রানী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ *King and the Queen* এবং 'বিসর্জন' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ *Sacrifice*— ইংরেজি গ্রন্থের আদর্শে বাংলা গ্রন্থের পুনর্বিন্যাস। সংকলন সম্পাদনা, যথাক্রমে কানাই সামন্ত, ক্ষিতীশ রায়।

২৬. মহাত্মা গান্ধীকে রবীন্দ্রনাথের ছাব্বিশটি ইংরেজিতে লেখা চিঠি ও এগারোটি টেলিগ্রাম। রবীন্দ্ররচনা-সূচী : পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠানুক্রমিক।

২৭. প্রিয়ম্বদা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের নয়খানি চিঠি। 'শারদোৎসব' নাটকের রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ *The Autumn-Festival*। 'চিঠি থেকে কবিতা' : কালিদাস নাগকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির কাব্যরূপ (পত্রপুট কাব্যগ্রন্থের ২ সংখ্যক কবিতা)।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'নটীর পূজা' চলচ্চিত্ররূপের ইতিবৃত্ত। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনা : কালানুক্রমিক সূচি।

২৮. রবীন্দ্রনাথের একটি অসংকলিত কবিতা। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের উনিশখানি চিঠি। রবীন্দ্রনাথকে লেখা Robert Bridges-এর ছয়খানি চিঠি। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের দিনলিপি (৩০ জানুয়ারি ১৯৩২—১১ ডিসেম্বর ১৯৩২)। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনা : কালানুক্রমিক সূচি।
বিশ্বভারতী পঞ্চসপ্ততিবর্ষ-সূচনা উপলক্ষে প্রকাশিত 'বিশেষ সংখ্যা'। প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৫। 'ঋণশোধ' (রবীন্দ্রনাথ-কৃত স্টেজ-কপি), রবীন্দ্রনাথকে লেখা ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পত্র। সিলভ্যাঁ লেভি-রবীন্দ্রনাথ : পত্র-বিনিময়। রবীন্দ্রনাথকে লেখা ক্ষিতিমোহন সেনের চিঠিপত্র।

২৯. শ্রীমতী নন্দিনীর বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ-রচিত বাংলা ও ইংরেজি কবিতা। রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ : মধুসূদন দত্তের রচনা থেকে। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের এগারোখানি চিঠি ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা সত্যপ্রসাদের একটি চিঠি। রবীন্দ্রনাথকে লেখা Ezra Pound-এর পাঁচখানি চিঠি। প্যারিসে রবীন্দ্র-চিত্রপ্রদর্শনী / পত্রকারে দিনপঞ্জী : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা William Ariam-এর ছয়খানি চিঠি ও André Karpeles-এর একটি চিঠি। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনা : কালানুক্রমিক সূচি।

৩০. রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা। ত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুখানি চিঠি। সুরেন্দ্রনাথ করকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চারখানি চিঠি ও সুরেন্দ্রনাথ করের একখানি চিঠি। শান্তি, প্রভাত, বাগান ও আশ্রম পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ভাষণ : বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা অনুলিখিত। ডায়ারি (১৯০৪-১৯০৯) : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩১. রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' উপন্যাসের পূর্বপাঠ ও পাঠান্তর।

৩২. মৃণালিনী দেবী -লিখিত পত্র : বেণীমাধব চৌধুরী ও বড়োদিদিকে লেখা। রাজলক্ষ্মী দেবীর পত্র : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লেখা। ডায়ারি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। স্মৃতিকথা : ভানুসিংহ ঠাকুর, কিছু তথ্য : রাণু মুখোপাধ্যায়।

৩৩. হিমাংশুপ্রকাশ রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ ও আলোচনা। ডায়ায়ি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঝাপসা স্মৃতির পুরোনো পাতা : তারকনাথ লাহিড়ী।

৩৪. বর্ণকুমারী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। রবীন্দ্রনাথকে লেখা বর্ণকুমারী দেবীর চিঠি। তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। ছন্দ-দৃষ্টান্ত : রবীন্দ্রনাথ। ডায়ারি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমাদের শান্তিনিকেতন — বাল্যের স্মৃতি : মৌলীনাথ শাস্ত্রী। ঘটনাপ্রবাহ। রবীন্দ্রভবনে উপহৃত সামগ্রী।

৩৫. রবীন্দ্রনাথের একটি অসংকলিত কবিতা : বঙ্গলক্ষ্মী। রবীন্দ্রনাথের রচিত গল্প : প্রায়শ্চিত্ত। W. B. Yeats-কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' — স্মৃতিকথা : কামাখ্যাকান্ত রায়। ডায়ারি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রচিত্রের নামকরণ : সুশোভন অধিকারী। ঘটনাপ্রবাহ। রবীন্দ্রভবনে উপহৃত সামগ্রী।

৩৬. ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ঠাকুর-পরিবারের চিঠিপত্র : Dwarkanath Tagore, Jyotirindranath Tagore, Swarnakumari Ghoshal, Rabindranath Tagore, Gaganendranath Tagore, Abanindranath Tagore Rathindranath Tagore, Pratima Tagore, Surendranath Tagore - কর্তৃক Wilson, William Rothenstein, E. B. Havell, Mr. Moore, Mr. Praeger, Miss Sharp, Mr. Lili Havell-কে লিখিত। ডায়ারি (পূর্বানুবৃত্তি) : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রভবনে উপহৃত সামগ্রী।

৩৭. 'চার অধ্যায়' — প্রথম পাণ্ডুলিপি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। ডায়ারি (পূর্বানুবৃত্তি) : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঘটনাপ্রবাহ। আলোচনাপ্রবাহ। রবীন্দ্রভবনে উপহৃত সামগ্রী।

৩৮. একটি কবিতার জন্ম — প্রাক্-ইতিহাস : শ্রাবণী পাল। Rabindranath Tagore's Tour in Europe in 1926। ঘটনাপ্রবাহ। আলোচনাপ্রবাহ। রবীন্দ্রভবনে উপহৃত সামগ্রী।

৩৯. Tagore in Java. Dr. Suniti Chatterji's Report of the Java Tour. Tagore and the Nobel Prize. Carlo Formichi on Tagore. ঘটনাপ্রবাহ। আলোচনাপ্রবাহ। রবীন্দ্রভবনে উপহৃত সামগ্রী।

৪০. অরবিন্দমোহন বসু ও অবলা বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। India e Indiani গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গের সারসংক্ষেপ : Carlo Formichi। ঘটনাপ্রবাহ। রবীন্দ্রভবনে উপহৃত সামগ্রী।

৪১. কবিতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। Oxford Book of Bengali Verse-এর ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লিলি হ্যাভেলকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। লিলি হ্যাভেলকে লেখা নন্দলাল বসুর চিঠি। রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথকে লেখা ই বি হ্যাভেল-এর চিঠি। ই বি হ্যাভেলের মৃত্যুতে শোকবার্তা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হ্যাভেল স্মৃতিমন্দির : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'অন্ধ তামস গহ্বর হতে' (রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটি ছবি প্রসঙ্গে)। একটি গানের জন্ম : সুশোভন অধিকারী। ঘটনাপ্রবাহ। রবীন্দ্রভবনে উপহৃত সামগ্রী।

৪২. কবিতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। Rabindranath and the Sarabhais of Ahmedabad : Part I. গুরুদেবের সংস্পর্শে কয়েকটা দিন শঙ্কর সেন। ঘটনাপ্রবাহ। রবীন্দ্রভবনে উপহৃত সামগ্রী।

৪৩. কবিতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথকে লেখা মোহিতচন্দ্র সেন-এর চিঠি। গুরুদেবের স্মৃতি : সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়। Rabindranath and the Sarabhais of Ahmedabad : Part II. একটি পাণ্ডুলিপির আখ্যান : সুতপা ভট্টাচার্য। ঘটনাপ্রবাহ। রবীন্দ্রভবনে উপহৃত সামগ্রী।

৪৪. শেষ বর্ষণ—পূর্বপাঠ ও পাঠান্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। Rabindranath and the Sarabhais of Ahmedabad : Part III. Rabindranath and Scandinavia : Sweden. ৪৬৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি এবং পূরবী (রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ) : সুতপা ভট্টাচার্য। ঘটনাপ্রবাহ। রবীন্দ্রভবনে উপহৃত সামগ্রী।

RABINDRA-VIKSHA · VOL 45

রবীন্দ্রচর্চার ষাণ্মাসিক সংকলন

রবীন্দ্রভবন : শান্তিনিকেতন

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা